উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,৪০৯.৬৯ (-২৮৭.৬০)
নিফটি : ২৫,৪৫৩.৪০ (-৮৮.৪০)

অকালমৃত্যুর দায় করোনা টিকার নয়
করোনা অতিমারির পর হৃদরোগে মৃত্যুর নেপথ্যে করোনা টিকা দায়ী কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এবার এমন দাবি খারিজ করে দিল আইসিএমআর এবং এইমস-এর যৌথ সমীক্ষা। ৭

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে
আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে! সোমবার জাপানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

‘আমি আবার জন্ম নেব’ ৭

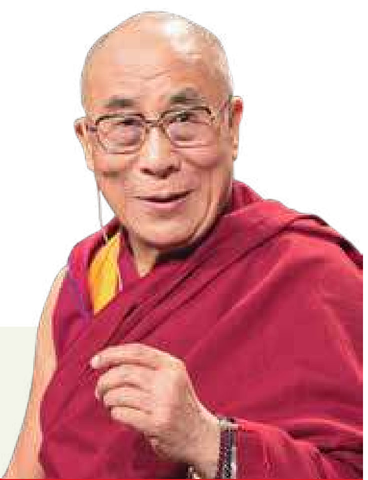

১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 3 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 46

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : ‘চাল নেই, চুলো নেই, মুখে বড় কথা’- বহুল প্রচলিত প্রবাদটিই দার্জিলিং হিল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি যথার্থভাবে তুলে ধরে। ২০১৯ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয় আইন। ২০২১-এর ১৬ নভেম্বর থেকে সরকারিভাবে চালু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়টি। একই বছর পথ চলা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কোথাওই শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। সম্প্রতি দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এর বাইরে সাড়ে তিন বছরেও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই একজন কর্মী বা শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। নেই নিজস্ব পাঠ্যক্রম। তবুও আইন ভেঙে স্নাতকোত্তরে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ডিগ্রি প্রদান করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আইন এবং নিয়ম বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে কর্মসমিতি (ইসি) এবং কোর্ট। উপাচার্য একক সিদ্ধান্তে কোনও কাজ করতে পারেন না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইসি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ‘কাউন্সিল’ তৈরি করা হয়। রাজ্য সরকার এবং উপাচার্য মনোনীত স্থানীয় শিক্ষাবিদরা কাউন্সিলের সদস্য হন। সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে কাউন্সিল ইসি ও কোর্ট গঠন করে। যতক্ষণ ইসি তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কাউন্সিলই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ইসি বা কোর্ট গঠন দূর অস্ত, দার্জিলিং হিল বা দক্ষিণ দিনাজপুর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন পর্যন্ত কাউন্সিল গঠন করাই হয়নি। ফলে কার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা। কাউন্সিল থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি করতে হয় বিষয়ভিত্তিক বোর্ড অফ স্টাডিজ। সেই বোর্ডই তৈরি করবে সিলেবাস, প্রশ্নপত্র। আজ পর্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি।

ধারে নেওয়া হলঘর এবং মাঝেমধ্যে অনুরোধের জেরে ক্লাস

এরপর দশের পাতায়

‘রঙের গোলা’। ছুটির পর গলা ভেজাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। কোচবিহারে বুধবার। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপিতে শমীক যুগ শুরু। আরেকজন মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পদ্ধতিগত কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে শমীক ভট্টাচার্যের নামে সিলমোহর পড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আরএসএস, জনসংঘ থেকে শুরু করে ৪৪ বছরের রাজনৈতিক জীবন শেষে এখন রাজ্যে বিজেপির ব্যাটন উঠে এল শমীকের হাতে।

বাংলায় দলের অভিমুখেরও ইঙ্গিত মিলল বুধবার। রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নের সময় তাঁর প্রস্তাবকদের তালিকায় প্রথম নামটিই ছিল শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ফলে শমীক-শুভেন্দুর যুগলবন্দি রাজ্য বিজেপিতে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সায়েন্স সিটির প্রেক্ষাগৃহে শমীককে রাজ্য সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন দলের পক্ষে রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক রবিশংকর প্রসাদ।

শুভেন্দুর সমর্থন সুকান্তের উত্তরসূরিকে

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে শমীক মনোনয়নপত্র দিলেও শেষমুহূর্তে কিছুটা জল্পনা তৈরি হয় অম্বুজাক্ষ মোহান্তি নামে একজন অধ্যাপক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায়। ওই অধ্যাপক এর আগে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে লড়েছিলেন। বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মনোনয়নপত্রে অন্তত ১০ জন প্রস্তাবক দরকার। অম্বুজাক্ষের মনোনয়নপত্রে ততজন প্রস্তাবকের সই ছিল না। ফলে স্ক্রুটিনিতে বাতিল হয়ে যায় তাঁর মনোনয়নপত্র।

পরে বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ থাকায় তা গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না। শমীকের রাজ্য সভাপতি হওয়া ছিল প্রত্যাশিতই। মঙ্গলবার রাতেই খবর মেলে যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর

এরপর দশের পাতায়

সব হাসপাতালে কর্মীসংকট

ট্রলি ঠেলছেন পরিজন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ জুলাই : কোচবিহারের মেডিকেল কলেজ সহ প্রত্যেকটি মহকুমা হাসপাতালে ব্যাপকহারে কর্মীসংকট দেখা গিয়েছে। কোথাও যত কর্মী প্রয়োজন তার অর্ধেকও নেই। আবার কোথাও এক-তৃতীয়াংশ কর্মী দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। গ্রুপ-ডি পদে কর্মীসংকট সবচেয়ে বেশি। আর তাই বিভিন্ন পরিষেবা পেতে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে রোগীদের। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোগীদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা মহকুমা হাসপাতালগুলির গ্রুপ-ডি কর্মীদেরই। অথচ তাঁদের অভাবে রোগীর পরিজনদেরই ট্রলি ঠেলতে হচ্ছে। কর্মী না থাকায় প্রায় সব বিভাগেই পরিষেবা পেতে বিলম্ব হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোচবিহার থেকে মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ থেকে দিনহাটা– সব জায়গায় একই ছবি।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, ‘গ্রুপ-ডি পদে তো বটেই, সেইসঙ্গে অন্যান্য পদেও কর্মীর অভাব রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী, সাফাইকর্মীদের দিয়েও গ্রুপ-ডি’র কাজ করানো হয়।’ তাঁর আশা, ‘নতুন করে নিয়োগ হলেই সমস্যা মিটে যাবে।’

এমজেএন মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে ১৪২ জন গ্রুপ-ডি কর্মী থাকার কথা। কিন্তু রয়েছেন মাত্র ৬৬ জন। বুধবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, পুরুষ বিভাগে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে ট্রলিতে চাপিয়ে এক্স-রে করাতে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বাড়ির লোকজনরাই। অনভ্যস্ত হাতে মাঝপথে সেই ট্রলি বারবার আটকে যাচ্ছে। ‘আপনারা ট্রলি ঠেলছেন? এখানকার কর্মী কোথায়?’ এই প্রশ্ন করতেই দীপক বর্মন নামে রোগীর ওই আত্মীয় বললেন, ‘আমাদের ওয়ার্ডে একজন কর্মী ছিলেন। তিনি অন্য রোগীকে নিয়ে গিয়েছেন। ট্রলি নেওয়ার মতো আর কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে আমরাই এক্স-রে করাতে নিয়ে যাচ্ছি।’ দীপক মানলেন, ‘আমাদের তো ট্রলি নিয়ে যাওয়ার অভ্যেস নেই। তাই অসুবিধা হচ্ছে। রোগীও কষ্ট পাচ্ছে।’

মেডিকেল কলেজের মতো দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালেও একই দৃশ্য দেখা গেল। সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কর্মী দিয়ে পরিষেবা দিতে হচ্ছে। ৭২ জন গ্রুপ-ডি কর্মী থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র ২১ জন। হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের স্বীকারোক্তি, ‘মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে।’

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ৯৫ জন কর্মী থাকার কথা। কিন্তু খাতায়কলমে রয়েছেন মাত্র ২৩ জন। হাসপাতালের সুপার মাসুদ হাসানের কথায়, ‘গত দুই মাসে পাঁচজন কর্মী অবসর নিয়েছেন। ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে।’ তুফানগঞ্জ হাসপাতালে একজন গ্রুপ-ডি কর্মীকে একাধিক ওয়ার্ডের দায়িত্বে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারী জানিয়েছেন, সেখানে ৩৭ জন গ্রুপ-ডি কর্মী থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে রয়েছেন ১৯ জন। ফলে কর্মীর অভাবে পরিষেবায় খারাপ প্রভাব পড়ছে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালেও কর্মীর অভাব রয়েছে। তবে একাধিকবার ফোন করা হলেও সেখানকার সুপার তাপস দাস ফোন না তোলায় এবিষয়ে তাঁর মন্তব্য জানা যায়নি।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়িও সমস্যার কথা মানছেন।

এরপর দশের পাতায়

এমজেএন মেডিকেল কলেজে স্ট্রেচার ঠেলছেন পরিজনরা। -জয়দেব দাস

কোথায় কত

- এমজেএন মেডিকেল কলেজে ১৪২ জন গ্রুপ-ডি কর্মী থাকার কথা, রয়েছেন ৬৬ জন
- মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ৯৫ জনের বদলে ২৩ জন
- দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ৭২ জনের বদলে ২১ জন
- তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ৩৭ জন গ্রুপ-ডি কর্মীর বদলে রয়েছেন ১৯ জন

হাসিনাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা, ২ জুলাই : থাকলেনই বা বিদেশে। আইনে সাজা দিতে তো বাধা নেই। শেখ হাসিনারও সাজা হল। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গঠিত ট্রাইবিউনাল তাঁকেই শাস্তি দিল। ৬ মাসের কারাদণ্ড। তবে সশ্রম নয়, বিনাশ্রমে কারাবাসের দণ্ড ঘোষিত হল বুধবার।

তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু দেশ ছেড়ে হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে। প্রত্যর্পণ করার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চেষ্টা করেছে বটে। কিন্তু ইউনূস সরকারের অনুরোধে সাড়া দেয়নি দিল্লি। ফলে সশরীরে তাঁর বিচারের সুযোগ হয়নি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের।

বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ওই ট্রাইবিউনাল মুজিব-কন্যার ওই সাজার নির্দেশ দিয়েছে বুধবার। যে মামলার জেরে এই শাস্তি, সেই মামলার অপর আসামি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মহম্মদ শাকিল আলমকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ মাত্র ২ মাস। তাঁকেও বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইবিউনাল।

কী অপরাধ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর? একটি ভাইরাল অডিওতে নারী কণ্ঠস্বর হাসিনার বলে অভিযোগ করে ওই মামলা হয়। কী ছিল সেই অডিওতে? মাসখানেক আগে ‘২২৬ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছি’ বলে একটি অডিও কথোপকথন ভাইরাল হয়। সেখানে যে মহিলার

এরপর দশের পাতায়

উদয়নের মেলায় জুয়া

দু’দিন ধরে বন্ধ দোকানপাট, উলটোরথে সংশয়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ জুলাই : খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর ‘পৃষ্ঠপোষকতায়’ রথের মেলা বসেছিল দিনহাটার সংহতি ময়দানে। সেই মেলাতেই রমরমিয়ে চলছিল জুয়ার আসর। অভিযোগ পেতেই হানা দেয় দিনহাটা থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আর তারপর থেকে গত দিনদুয়েক ধরে সেই মেলা বন্ধ। এদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা পড়েছেন ভারী বিপাকে। কী করে সেই মেলার সঙ্গে উদয়নের সংস্রবের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া যায়, সেজন্য জোরকদমে চেষ্টা চলছে। উদয়ন নিজে এনিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর জবাব, ‘আমি জানি না। মেলা কমিটি বলতে পারবে কেন মেলা বন্ধ রয়েছে।’

গত চার-পাঁচ বছর ধরে দিনহাটার সংহতি ময়দানেই বসছে স্থানীয় রথের মেলাটি। মেলার আয়োজক সংস্থা হল দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি রথযাত্রা কমিটি। গত ২৭ জুন, রথযাত্রার দিন থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। উলটোরথের সময়সীমা পেরিয়ে ১৫ দিন ধরে এই মেলা চলার কথা। অথচ গত দু’দিন ধরে মেলা বন্ধ। কেন? পুলিশ সূত্রের খবর, মেলায় রমরমিয়ে জুয়াখেলা চলছিল। সেই জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করেই দু’দিন আগে রাতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। তারপরই পুলিশ এসে মেলা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কবে শুরু হবে, বা আদৌ শুরু হবে কি না, সেব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

এদিকে, মূলত তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলা চলছিল। মেলার বাইরের গেট এবং ভেতরের গেটে উদয়ন গুহর ছবিওয়ালা ব্যানার লাগানো ছিল। জুয়ার আসরের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা উদয়নের পোস্টার এবং ব্যানার সরিয়ে ফেলেন। যদিও তৃণমূলের শহর কমিটি বা ব্লকের নেতৃত্ব এবিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ।

রথযাত্রা কমিটির পাশাপাশি সেই মেলার আয়োজনের পেছনে রয়েছে মদনমোহনবাড়ি পুজো কমিটিও। দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি উদয়ন গুহ, কমিটির সম্পাদক তৃণমূলের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়শ্রী সরকার এবং সহ সম্পাদক কাউন্সিলারের ভাই মৃণালকান্তি সরকার। জুয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে মৃণালকান্তির বক্তব্য, ‘অনুমোদন নিয়ে কিছু গণ্ডগোলের জন্য মেলা বন্ধ রয়েছে। তবে দু’দিনের মধ্যে সেটা আবার চালু হয়ে যাবে।’

এদিকে দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানিয়েছেন, জুয়ার আসরের গণ্ডগোলের জন্যই একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জয়দীপ বলেন, ‘দু’দিন আগে মেলা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

বন্ধ রথের মেলা। থমথমে সংহতি ময়দান।

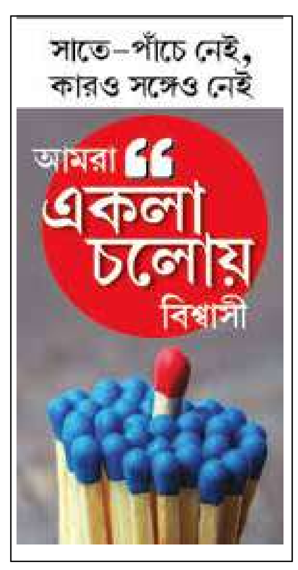

দিনহাটায় হাহাকার

একটু জল পাই কোথায়?

গৌরহরি দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২ জুলাই : দিনহাটা শহরে মোট ওয়ার্ড রয়েছে ১৬টি। তার মধ্যে প্রায় একডজন ওয়ার্ডেই জলসংকট। ১, ২ , ৭, ৪ , ১১, ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে রাস্তার টাইমকলে জল আসে না। বাড়ি বাড়ি দেওয়া হাউস কানেকশনেও জল আসে না ঠিকমতো। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে তো এখনও পানীয় জলের লাইনই বসানো হয়নি। সেসব জায়গায় নিত্যদিনের জল পেতেই সমস্যা। ৮, ৯, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে জল এলেও এক ঘণ্টা থাকতে না থাকতেই সেই জলের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। সময়ের আগে জল চলে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন শহরের বাসিন্দারা।

পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা নন্দী বলেন, ‘দিনহাটা শহরে পানীয় জলের ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রচুর মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না।’

কিন্তু এই সমস্যা হচ্ছে কেন? অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) ও মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট (এমইডি)-এর ঠেলাঠেলিতে পানীয় জল অমিল সেখানে। বাধ্য হয়ে বুধবার দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী সহ অন্য কাউন্সিলাররা কোচবিহারে এসে পিএইচই’র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধরের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবার পিএইচই’র ইঞ্জিনিয়াররা দিনহাটায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। তারপর আগামী মঙ্গলবার এমইডি ও পিএইচই’র উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৈঠক করবেন।

পুরসভা এলাকায় সাড়ে চার হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। পুর এলাকায় জল সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে পিএইচই। শহরে তাদের প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলের পাইপলাইন রয়েছে। কিন্তু সেই পাইপলাইন অনেক পুরোনো। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই জলের সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে। তবে এখন তা আরও বেড়েছে। কারণ মাস ছয়েক আগে নতুন করে এমইডি শহরে ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু করেছে। আপাতত সেই কাজ ৩০-৪০ শতাংশ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ভোগান্তি

- একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তার টাইমকলে জল আসছে না
- বাড়ি বাড়ি দেওয়া সংযোগেও জল আসে না ঠিকমতো
- ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে তো এখনও পানীয় জলের লাইনই বসানো হয়নি
- নতুন পাইপলাইন পাতার ফলে পুরোনো লাইন জায়গায় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

‘বুড়ো’ ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কাল সেই দিনটিতে প্রথমবার টয়ট্রেন দিবস পালন হবে সুকনায়।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : পাহাড়পথে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে টয়ট্রেন। কখনও খাড়া বাঁকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিন, কখনও আবার লাইন থেকে ‘ধপাস’ হয়ে পড়ছে মাটিতে। গত এক বছরে প্রায় ২০ বার লাইনচ্যুত হয়েছে খেলনা গাড়ি। ফলে ঐতিহ্যের টয়ট্রেনে এখন চড়াটাই যেন আতঙ্কের হয়ে উঠছে অনেকের কাছে। বুধবারও দার্জিলিং যাওয়ার পথে সুকনা এবং রংটংয়ের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে টয়ট্রেন। বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় প্রশ্নে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পরিকাঠামো।

এসবকে অবশ্য ‘ছোট্ট ঘটনা’ হিসেবেই দেখছে রেল। বরং বিশ্বের দরবারে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যকে আরও মেলে ধরতে এই প্রথম পালন করা হচ্ছে টয়ট্রেন দিবস।

৪ জুলাই সুকনা স্টেশনে ওই অনুষ্ঠান ঘিরে এখন সাজোসাজো রব। রংতুলিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেনের কামরা। সহযোগিতায় রয়েছে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে

হেরিটেজ স্পেশাল

টয়ট্রেনের ঐতিহ্য তুলে ধরতে ডিএইচআর থিমে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তুলবেন উত্তরের আঁকিয়েরা।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, ‘টয়ট্রেনের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা বিশ্ব সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। আমরা নতুন প্রজন্মকেও ওই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই।’

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কে জানত তখন, এই খেলনা গাড়িই একদিন দার্জিলিংয়ের ‘আইকন’ হয়ে উঠবে! সেই স্মৃতিকে উসকে দিতেই এই প্রথম টয়ট্রেন দিবস উদযাপন, বলছেন ডিএইচআর কর্তারা।

২০১৭ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পর থেকে টয়ট্রেনকে ফের জনপ্রিয় করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করছিল রেল। এমন সময় কোভিড চলে আসায় গোটা বিশ্বের পর্যটন ব্যবসাতেই ভাটা পড়ে। প্রভাব পরে টয়ট্রেনেও। পরবর্তীতে ধসের জেরে দীর্ঘদিন পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা তলানিতে যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে টয়ট্রেনকে ফের বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ঘুম সামার ও উইন্টার ফেস্টিভালের আয়োজন করে ডিএইচআর। অনুষ্ঠান দুটি টয়ট্রেনকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনে। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই আয়ে নিজের রেকর্ড ভাঙছে ডিএইচআর।

এ তো গেল আনন্দের কথা।

এরপর দশের পাতায়

পাহাড়পথে খেলনা গাড়ি। (ইনসেটে) লাইনে তোলা হচ্ছে টয়ট্রেনকে।

তরুণদের অনুপ্রেরণা ৬৫-র অরূপ

১৬২ বার রক্তদান, সুযোগ পেলেই ট্রেকিং

মন ভালো করা

দেবদর্শন চন্দ

অরূপ গুহ।

কোচবিহার, ২ জুলাই : জন্মদিন হোক কিংবা বিয়েবাড়ি। যে কোনও অনুষ্ঠানে কিংবা পুজো এলেই সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবিরের কথা শোনা যায়। কিন্তু সত্তরের দশকে কোচবিহারে এমন আয়োজন সেভাবে হত না। সেসময় অবশ্য সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন কোচবিহারের অরূপ গুহ। তাঁর একটাই মন্ত্র, 'স্বেচ্ছায় রক্ত দিন, সুস্থ থাকুন চিরদিন।' তিনি কোচবিহারের ন্যাসগ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব। শতাধিকবার রক্তদান করেছেন অরূপ। শুধু নিজের জেলাতেই নয়, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এমনকি বর্ধমানেও তিনি রক্তদান করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রক্তদানের এই পথ চলাটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। প্রথমবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ট্রেনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বর্ধমানে। কিন্তু কেন এই আগ্রহ? তাঁর উত্তর, 'সেসময় কোচবিহারে ব্লাডব্যাংক না থাকায় হাসপাতাল চত্বরে প্রচুর দালাল থাকত। তাদের উপদ্রবে রক্ত পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেত। কারণ অনেকেরই অর্থ ব্যয় করে রক্ত কেনার সামর্থ্য থাকে না। বিষয়টি কলেজে পড়াকালীনই বুঝে গিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হয় কোচবিহারে। সেই থেকেই রক্তদানের পাশাপাশি সকলকে উৎসাহিত করতাম রক্ত দিতে।' যখনই ডাক পেতেন, ছুটে যেতেন রক্তদানে। এখন অবশ্য বয়সের কারণে সেভাবে রক্ত দিতে না পারলেও, সকলকে উৎসাহ দেন তিনি।

৬৫ বছর বয়সেও সুযোগ পেলে ট্রেকিংয়ে চলে যান। মাঝেমধ্যেই সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে। ১৬২ বার রক্তদান করেছেন তিনি। ২০০৩ সালের এভারেস্ট দিবসের দিন ছিল তাঁর ১০০তম রক্তদান। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মী হলেও তাঁর মন পড়ে থাকে নদীতে, সামাজিক নানা কাজে। এখন রক্ত দিতে না পারলেও কারও প্রয়োজনে ডোনার জোগাড় করে দিতে এগিয়ে যান। ২০২৪ সালে কলকাতায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অরূপের এই কৃতিত্বের সাক্ষী কোচবিহারের আপামর জনগণ। আজও জেলার হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের ১৪ জুন শেষবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক প্রবীণকে রক্ত দিয়েছেন কোচবিহারের এই রক্তযোদ্ধা।

আম বাগান কেটে মাল্টা চাষে সাফল্য

হরষিত সিংহ

মালদা, ২ জুলাই : আমের জন্য বিখ্যাত মালদা। কিন্তু এই জেলাতেই ইদানীং সফলভাবে চাষ হচ্ছে মাল্টা। স্থানীয় বাজারে বিক্রিও হচ্ছে দেদার।

আম বাগানে খরচ বেশি। গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। তুলনায় মাল্টা চাষে খরচ কম। গাছের পরিচর্যারও তেমন প্রয়োজন হয় না। তাই মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতির বাসিন্দা বিবেক সাহা আম বাগান কেটে আট বিঘা জমিতে শুরু করেন মাল্টা চাষ। মালদায় তিনিই প্রথম এই চাষ শুরু করেছেন বলে খবর। কলকাতা থেকে ভালো মানের চারা এনে বসানোর প্রায় চার বছরেই সাফল্য পেয়েছেন। এখন গাছে ফল হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা রোজগার হচ্ছে তাঁর। এককথায়, আমের বিকল্প হিসাবে মাল্টা চাষ করে তিনি এখন সফল।

মুসম্বির মতো দেখতে কিন্তু তুলনায় মিষ্টি এই মাল্টার বাজারে ব্যাপক চাহিদা বলে জানালেন বিবেক। তিনি বলেন, 'আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।'

বিবেক জানান, মাল্টা চাষে বছরে কয়েকবার মাত্র জলসেচ দিতে হয়। কোনও রাসায়নিক সার বা অন্যকিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই এই চাষে খরচ খুব কম। অন্যদিকে, আম চাষে পরিচর্যা প্রায় সারা বছর করতে হয়। মুকুল ফোটা থেকে আম পাকার আগে পর্যন্ত একাধিকবার স্প্রে করতে হয়। ভিটামিন প্রয়োগ করতে হয়। আবার আবহাওয়ার উপরেও আম চাষের ফলন অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই অল্প খরচে বেশি লাভবান হতে মালদার যে কোনও কৃষক এই মাল্টা চাষ বিকল্প হিসাবে শুরু করতে পারেন বলে বিবেকের বক্তব্য।

এ বিষয়ে মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।'

কমলা নয়, কমলার মতো। ইংরেজবাজারের এক মাল্টা বাগানে।

> আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।
>
> **– বিবেক সাহা**
> *মাল্টা চাষি*

> বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।
>
> **– সামন্ত লায়েক**
> *আধিকারিক, উদ্যানপালন দপ্তর*

চা বাগানে চিতাবাঘের দেহ

কালচিনি, ২ জুলাই : চা বাগানের ঝোপ থেকে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করলেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। বুধবার সকালে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ২০ নম্বর সেকশনে মর্দা চিতাবাঘটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাগানের শ্রমিকরা। তাঁরা বাগান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে জানান, চিতাবাঘের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। দেহের নীচের অংশে কিছুটা আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। পেছনের পা দুটি উপরের দিকে উঁচু হয়ে ছিল।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেই চা বাগানের সেকশনের পাশেই রয়েছে পাকা রাস্তা। তাই রাস্তা পারাপারের সময় কোনও গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে চা বাগানে পড়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে সেটির। আবার বন দপ্তরের একটি সূত্র বলছে, দুটি চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষের কারণেও সেটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

এদিন ঘটনার পর শ্রমিকদের অন্য সেকশনে কাজে পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, চা বাগানে চিতাবাঘ রয়েছে। এদিন চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধারের পর সে কথা আরও একবার প্রমাণিত হল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির মৃত্যু সম্ভবত মঙ্গলবার গভীর রাতে অথবা বুধবার ভোরে হয়েছে।

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116867)

Aparupa Stores Deshbandhu Para Slg. কাজের লোক চাই। M : 7001769305. (C/113536)

উত্তরবঙ্গের চাকরিজীবী/বেকার/রিটায়ার্ড/VRS/ অবসরপ্রাপ্তদের বাড়ি থেকে আয়ের সুযোগ। M : 7866892259. (K)

উঃ বঙ্গের সাত জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য অফিস স্টাফ, সার্ভেয়ার ও বিভিন্ন পদে বেতন ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফোন-8942899699/ 9735782382. (C/116867)

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা - M - 9832268306. (C/116868)

Wanted teachers for M.A English (self financed) purely on temporary basis. NET/SET mandatory. PhD desirable. Apply by post to Principal, Alipurduar Mahila Mahavidyalaya within 15th July, 2025. For details, see college website. (C/117015)

নরেশ মোড় তেলিপাড়ায় ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মে শপ টু শপ FMCG প্রোডাক্ট ডেলিভেরি করার জন্য ডেলিভেরি বয় প্রয়োজন। ফিক্সড স্যালারি + ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M-9064738552, 9883653139. (C/117270)

Eureka Forbes Ltd, Aquaguard মহিলা/পুরুষ Advisor চাই। Salary+ Comm. থাকা ফ্রি- Interview Dt.4.7.25 with Bio-data. Time : 12 P.M. to 4 P.M., B.S. Enterprise. Pakur Tala More, Siliguri - M : 98324-43401, 9749087222. (C/117264)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D.El Ed-এ Online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College, Maynaguri, Jal- 9932209369. President. (S/C)

হারানো/ প্রাপ্তি

গত 27-06-2025 তারিখে আমার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। বিপ্লব বর্মন, পিতা ঃ পরেশ বর্মন, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, শিলবাড়ি হাট, আলিপুরদুয়ার। ফোন- 8207253788 (C/117016)

ত্যাজ্যকন্যা

আমরা গৌরী গোস্বামী এবং সাধন কুমার গোস্বামী শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক 02/07/2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমাদের মেয়ে মুন সাহা (গোস্বামী)-কে অদ্য থেকে ত্যাজকন্যা করলাম। তার আমাদের সম্পত্তিতে কোনও অধিকার থাকবে না এবং আমাদের মারা যাওয়ার পর আমাদের কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনও অধিকার থাকবে না। (C/117268)

নিখোঁজ

পরেশ চন্দ্র রায়, পিতা মৃত পঞ্চানন রায়, দক্ষিণ ভারতনগর অম্বিকা চক্রবর্তী, সরণি, শিলিগুড়ি নিয়ার আনন্দমার্গ স্কুল, জেলা-দার্জিলিং, গত 15/05/2002 তারিখে বাড়ি হইতে নিখোঁজ হয়ে যান, গায়ের রং কালো, মুখে বড় তিল ডানদিকে, বয়স 85, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি সাদা রংয়ের গলায় কাঠের মালা, সোনার লোকেট, কেউ সন্ধান পেলে আমাদের এই ঠিকানায় এবং ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। তরুণ রায় 9749306659.

অ্যাফিডেভিট

খতিয়ান নং LR, 9332, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর আমার নাম ভুল থাকায় গত 11-06-25 সদর, কোচবিহার, J.M. 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ajay Kumar Dey এবং Chhuti Ram Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নাগেশ্বরগুড়ি, ঢাংটিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার (WB)। (C/115991)

In my Service Book Record Home address is mentioned Vill: Vivekananda Para, P.S. Kotwali, P.O & Dt. Jalpaiguri, Pin- 735101, W.B. on 02.07.2025 befor E.M. Court Jalpaiguri by affidavit declared that my actual address is Vill : Tara Para, near Holychild School, P.O. Jalpaiguri Govt. Engineering College, P.S. Kotwali, Dist : Jalpaiguri, Pin : 735102. Billol Roy, Japlaiguri. (C/116648)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Sahidar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (01/07/25) অ্যাফিডেভিট বলে Chhayadar Miya হলাম। ঝুড়িপাড়া, দিনহাটা। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
4 5 JULY শিলিগুড়ি হোটেল মেয়র, সেবক রোড
6 7 8 JULY জলপাইগুড়ি হোটেল জেলা প্রিতম 8th July upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

NIT NO-DDP/N-15/2025-26

e-Tenders for 13 (Thirteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur **Zilla Parishad**. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-15/2025-26 is 18.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www. wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কমিউনিটি হলের উন্নীতকরণ/নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি /৩৭ অফ ২০২৫ তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া মণ্ডলে: ডিব্রুগড় টাউন এবং তিনসুকিয়াতে কমিউনিটি হলের উন্নীতকরণ/নবীকরণ। টেন্ডার রাশি: ৩,১২,১৯,৭৮৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,০৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/জুন/০৫, তারিখ: ২৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/এন-কে/এমআইএস/২০২৫/০৪। কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডাবলিং প্রোজেক্টের সাথে সম্পর্কিত, নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে গোয়ালপাড়া টাউন হয়ে আজারা পর্যন্ত ৩১টি ইউনিট (টাইপ-II) এবং ১৫৫টি ইউনিট (টাইপ-III) কোয়ার্টার, শ্রমিক ও মার্চেন্ট রুম, প্রিকাস্ট ইয়ার্ড ক্রেন (দুপধরা, সিংরা, বকো, বামুনিগাঁও, ছয়গাঁও স্টেশনে), বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ, রাস্তার কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ। আনুমানিক মূল্য: ১৮,৬৫,৩১,৫০৩.০৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কামাখ্যা
প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের স্থানান্তরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইটি-১৬-২০২৫-২৬ তারিখ: ২৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: আরডিএসও পত্র নং. এমসি/সিবি/এলএফ/এনাইরোবিক, তারিখ: ০৭/১০/২০২৪ অনুসারে এলএইচবি কোচসমূহে আণ্ডারস্লাং থেকে অনবোর্ড পর্যন্ত ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের (ইপিপিএফএস) স্থানান্তরণ। টেন্ডার রাশি: ১০,৩৪,৪৫৭.৬০/- টাকা @১৮% জিএসটি সহিত। বায়না রাশি: ২০,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, ১.০০ প্রেমের প্রতিদান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৩.৪৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৬.৫৫ পাওয়ার, রাত ১০.১০ লভ স্টোরি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.০০ সৎ মা, বিকেল ৪.৩০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ বাহাদুর, ১.৩০ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আট পাকে বাঁধা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৪ অঙ্গারে, দুপুর ১.৩১ আর্মি, বিকেল ৪.৩২ রাউডি রাজকুমার-টু, সন্ধে ৭.৩০ রাবণরাজ ঃ আ ট্রু স্টোরি, রাত ১০.১২ মেরি তাকত মেরা ফয়সলা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ এনিমি, দুপুর ২.১১ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৫.১১ অপরিচিত ঃ দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৩৫ গো গোয়া গন

এমএনএক্স : বেলা ১১.১২ উইডোজ, বিকেল ৪.১৮ রেড ডন, ৫.৫০ বেয়ারলি লিথাল, সন্ধে ৭.২৫ এসকেপ প্ল্যান-টু ঃ হেডস, রাত ৯.০০ রকি-থ্রি, ১০.৩৮ অ্যালেক্স ক্রস

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২০ অ্যান্ড সো ইট গোজ, সন্ধে ৬.০৫ অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস, ৭.৩৫ মার্মাডিউক, রাত ৯.০০ গেস হু, ১০.৪৫ দ্য অ্যাংরিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন

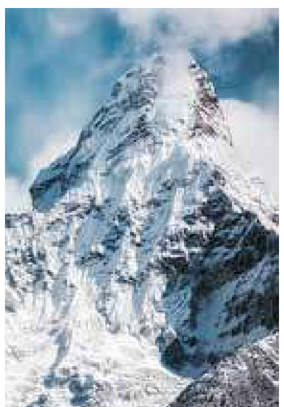

দ্য গ্রেট হিমালয়ান এক্সপ্লোরেশন সন্ধে ৭.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অন্যায় অবিচার বিকেল ৩.৪৫ জলসা মুভিজ

এগ মটন রোল তৈরি শেখাবেন ডাঃ সৌগত ভট্টাচার্য। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

পূর্ব রেলওয়ে

তিনটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি রাউন্ড ট্রিপের পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

তিনটি পর্যায়ে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ করাও প্রয়োজন। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭এ; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭বি; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬ এইচডব্লুএইচ-এনডিএলএস-এইচডব্লুএইচ-তে রাউন্ড ট্রিপ ভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। **(৩) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭সি; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০২ টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২ টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা।

(HWH-169/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু ও মালদা টাউন-এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন স্পেশাল			(০৬৫৬৫) (০৬৫৬৬)	মালদা টাউন -এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	পৌ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	এসএমভিটি বেঙ্গালুরু ↓	১২.৪৫	–	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াড়া জং.	২২.৪৫	২২.৫৫	বৃহস্পতি
মঙ্গল	০১.৪৫	০১.৫০	ভুবনেশ্বর	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৭.১৫	০৭.২৫	খড়্গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫	বুধ
	০৯.৫৫	১০.০০	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	
	১৩.১১	১৩.১৬	রামপুরহাট	১৮.৩২	১৮.৩৭	
	১৬.৩০	–	মালদা টাউন ↑	–	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজপুরম, বঙ্গারপেট, জোলারপেট্টে জং., কাটপাডী জং., রেনিগুন্টা জং., গুডুর জং., ওঙ্গোল, রাজমন্দ্রী, দুব্বাডা, কোট্টাভালাসা জং., ভিজিয়ানাগ্রাম জং., শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁ, খুরদা রোড জং., কটক, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫ ঃ** ১৩.০৭.২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **মালদা টাউন থেকে ০৬৫৬৬ ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ (বুধবার) = ০১ টি ট্রিপ।। **গঠন ঃ** এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩টিয়ার — ০৩, স্লিপার শ্রেণি — ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৫ এবং এসএলআরডি — ০২ = ২১টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KENDRIYA VIDYALAYA BSF BAIKUNTHPUR
Advertisement for admission in class-X

It is hereby informed that a few seats are vacant in Class X at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Children of Central Government employees, ex-servicemen, and employees of autonomous bodies/public sector undertakings/higher education institutions under the Government of India (Service category I & II), who are currently studing in CBSE-affiliated schools, are eligible to apply for admission to these seats. Admission can be done under point-09 of part-A of the Admission Guidelines-2025-26 issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

Registration for admission will be accepted from 03.07 2025 to 07.07.2025 during office hours.

For application forms and further details, interested candidates/parents may contact the school office or visit the school website : **https:// bsfbaikunthpur.kvs.ac.in/**

Principal

* বিন্নাগুড়ি ক্যান্টে ৫ বছরের জন্য দোকান ইজারা দেওয়ার বিজ্ঞাপন *

১. বিন্নাগুড়ি মিলিটারি স্টেশনে ৫ বছরের জন্য ৫টি দোকান ইজারার জন্য যুদ্ধ বিধবা/ প্রতিবন্ধী সৈনিক/ প্রাক্তন সৈনিক এবং স্বামী/স্ত্রী/প্রাক্তন সৈনিকের বিধবা স্ত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে। দোকানের বিস্তারিত তথ্য আবেদনপত্রের সাথে পাওয়া যাবে যা শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের অ্যাকাউন্ট নম্বর-৪৪১৮৮৬০২৭৫২০-এর অনুকূলে চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ৫০০ টাকা ফি দিয়ে নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জ শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্স থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

২. মাসিক রিবেট নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকানগুলি বরাদ্দ করা হবে।

৩. আবেদনপত্রগুলি সর্বনিম্ন ১৭ জুলাই ২০২৫ সালের মধ্যে শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জের কাছে জমা দিতে হবে।

৪. জিজ্ঞাসার জন্য, ৮৮৯৪০১০৩১৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। বৃষ : সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : সুমধুর কথার জন্য সমাজে বিশেষ সম্মান মিলবে। সাংসারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। কর্কট : ব্যবসায় বাবার পরামর্শে উপকৃত হবেন। সামাজিক কাজে দায়িত্ব বাড়বে। সিংহ : প্রেমে মান অভিমান চলবে। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো সুযোগ পাবেন। কন্যা : বাড়ির কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। তুলা : স্ত্রীর সহযোগিতায় জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পারবেন। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্য। বৃশ্চিক : বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। পেটের রোগে কাবু হওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : আর্থিক অনটন থাকলেও বিকেলের পর কিছুটা স্বস্তি মিলবে। বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : সারাদিন আনন্দে কাটবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। কুম্ভ : নিজের সমস্যা বাইরের কাউকে বলতে যাবেন না। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১২ আষাঢ়, ৩ জুলাই ২০২৫, ১৮ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় সুদি, ৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র দিবা ৩।২৫। পরিঘযোগ রাত্রি ৮।৪৪। ববকরণ দিবা ২।৫৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।৫১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।২৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।২৫ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ২।৫৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৩।২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হ্রাস পেয়েছে মহকুমা থেকে রেফারের সংখ্যা

জন্মহার কমছে মাতৃমায়

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২ জুলাই : কয়েকমাস আগেও দিনে ১১০-১২০টি শিশুর জন্ম হত। এখন সেটা দাঁড়িয়েছে সত্তর-পঁচাত্তরে। পরিসংখ্যানটা কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগের। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হল মহকুমাগুলো থেকে রেফারের সংখ্যা কমে যাওয়া, বললেন এমজেএনের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়। এছাড়া রাজ্য সরকারের তরফে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নিয়মিত প্রচার চালানো হচ্ছে, সেটাও একটা কারণ বলে মনে করছেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, 'মহকুমা হাসপাতালগুলোতে বিশেষ করে দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গায় বর্তমানে নর্মাল এবং সিজারিয়ান ডেলিভারির সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। সে কারণে ওই এলাকাগুলি থেকে কোচবিহারে আসছেন না অন্তঃসত্ত্বারা।'

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের গলাতেও শোনা গেল একই সুর। তিনি জানালেন, ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে রাজ্যে জন্মহারে দিনহাটা মহকুমা প্রথম হয়েছিল। ৬ হাজার ৪৪৯টি শিশুর জন্ম হয়েছিল এই হাসপাতালে। তাদের মধ্যে ৪ হাজার ১৪৬টি নর্মাল ডেলিভারি এবং ২ হাজার ১১৩টি শিশু সিজারিয়ান পদ্ধতিতে হয়েছিল। তাঁর দাবি, যা এক বছর আগেও ভাবাই যেত না।

কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালের মাতৃমা।

পাঁচ কারণ

- মহকুমা হাসপাতালগুলোতে প্রসবের সংখ্যা বেড়েছে
- দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল এ বিষয়ে অগ্রণী
- জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- মাতৃমায় পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব
- সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে নার্সিংহোমে ভিড়

২০২২ সালে মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে কাজে যোগ দেন সুপার মহম্মদ মাসুদ হাসান। সেসময় তিনি দেখেছিলেন, অন্তঃসত্ত্বাদের মধ্যে তিরিশ শতাংশকে রেফার করা হত কোচবিহার সদরে। এখন সেটা কমে তিন থেকে চার শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর কথায়, 'মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রাত দশটা পর্যন্ত সিজারের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে রাতের দিকে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি বাদে অন্য কোনও রোগী রেফার করা হয় না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্যান্য মহকুমার মধ্যে আমাদের রেফার সবচেয়ে কম।'

ছবিটা আবার একটু আলাদা তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। ছয় মাস আগেও ওই হাসপাতালে ৪০-৪২টা সিজার হত, কিন্তু এখন তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারী জানান, এখানে নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে। সমস্যাটা হচ্ছে দুজন অ্যানাস্থেটিস্ট নেই। ফলে সপ্তাহে তিনদিন সিজার করানো হচ্ছে একজনকে দিয়েই। সুপারের কথায়, 'যাঁদের এমার্জেন্সি সিজার করতে হবে, তখন অ্যানাস্থেটিস্ট না থাকলে রেফার করে দিতে হয় কোচবিহারে।' অন্যদিকে, দূরত্ব কম হওয়ায় মেখলিগঞ্জ হাসপাতালের রোগীদের সাধারণত পাঠানো হয় জলপাইগুড়িতে।

রেফার ছাড়াও আরও যে কারণটি উঠে এল সেটি হচ্ছে নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নজরদারি। কোচবিহারের সিএমওএইচ হিমাদ্রিকুমার আড়ির বক্তব্য, নিয়মিত ভ্যাসিকটমি হচ্ছে। সেইসঙ্গে মহিলাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সাপ্তাহিক পিল বিলি করা হচ্ছে। ফলে কিছুটা হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সচেতন হয়েছেন মানুষ।

এছাড়া, বিভিন্ন নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়ায় অনেকেই আজকাল সরকারি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে সেখানে যাচ্ছেন। এসব বিভিন্ন কারণে কিছুটা হলেও কমেছে শিশুজন্মের হার। এমজেএনে মাতৃমার দায়িত্বে রয়েছেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সাহা। তিনি জানালেন, চিকিৎসকের খামতিও রয়েছে। ১২ জন চিকিৎসকের জায়গায় মাত্র ছয়জনকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তাঁকে।

কোর কমিটিকে অন্ধকারে রেখে সিদ্ধান্ত

নয়ারহাট, ২ জুলাই : আশঙ্কা ছিলই। অবশেষে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাটে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। দলের অঞ্চল সভাপতি হিমাদ্রি রায় বর্মা এবং চেয়ারম্যান রিন্টু প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অঞ্চল কোর কমিটির অধিকাংশ সদস্য দ্বারস্থ হলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের। মঙ্গলবার রাতে হোয়াটসঅ্যাপে জেলা সভাপতির কাছে অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানালেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় জেলা সভাপতিকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ফোনটি প্রথমে নেটওয়ার্ক সীমানার বাইরে থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। পরে তিনি ফোন ধরেননি। জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বললেন, 'চিঠির বিষয়টি জানা নেই। তবে দলের মধ্যে কারও ক্ষোভ থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হবে।' একই আশ্বাস দিলেন ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মনও।

নয়ারহাট অঞ্চলে দলের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সভাপতি এবং চেয়ারম্যান সহ ১৮ জনের একটি কোর কমিটি রয়েছে। অভিযোগ, নামেই কোর কমিটি, কাজে নয়। কোর কমিটির সদস্যদের অন্ধকারে রেখে দলীয় কর্মসূচি এবং উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে সভাপতি এবং চেয়ারম্যান যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন। সভাপতি এবং

নয়ারহাটে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

চেয়ারম্যানের এই একাধিপত্য এবং মৌরসিপাট্টায় বেজায় ক্ষুব্ধ কমিটির অধিকাংশ সদস্য।

এর আগে বিষয়টি দলের মাথাভাঙ্গা-১ (এ) সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মনের নজরে আনা হলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। সদস্যদের মধ্যে একজনের বক্তব্য, 'অঞ্চল সভাপতি এবং চেয়ারম্যান এককভাবে দল চালাচ্ছে। কোর কমিটির সদস্যদের মতামতকে কোনওরকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এভাবে একটা দল চলতে পারে না।'

যদিও অঞ্চল সভাপতি হিমাদ্রি রায় বর্মা জানালেন, জেলা সভাপতির কাছে এধরনের অভিযোগ পাঠানো হয়েছে কি না তিনি জানেন না। তবে পাঠানো হলে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর দাবি, 'কোর কমিটির বৈঠকেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দলের কাজে কোর কমিটির অনেক সদস্যের সহযোগিতা পাওয়া যায় না।'

বাড়ি ফেরার পালা।। কোচবিহার ফাঁসখাওয়ায় তোর্ষা নদীতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

মিড-ডে মিল রান্না নিয়ে ঝামেলা

দু'দিন না খেয়ে ফিরল পড়ুয়ারা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২ জুলাই : রান্নার দায়িত্বে থাকা দুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রেষারেষিতে মিড-ডে মিল রান্না বন্ধ হয়ে গেল মাথাভাঙ্গা হাই মাদ্রাসায়। মঙ্গলবার রান্না হলেও পড়ুয়াদের পাতে তা পড়েনি। বুধবার আবার রান্নার কাজই বন্ধ ছিল। ফলে পরপর দু'দিন না খেয়েই শুকনো মুখে বাড়ি ফিরতে হল পড়ুয়াদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঝামেলার জেরে রান্না বন্ধের খবরে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আবদুল বাতেন আলিকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে মাথাভাঙ্গা-১'র বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে ওই মাদ্রাসায় পালা করে রান্না করে আসছে 'সুলতানা রাজিয়া' এবং 'প্রজাপতি' নামে স্থানীয় দুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ কারণে 'সুলতানা রাজিয়া' স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে মাসতিনেক আগে রান্নার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে মাদ্রাসায় রান্না করছেন 'প্রজাপতি' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

কিন্তু মঙ্গলবার হঠাৎ 'সুলতানা রাজিয়া' গোষ্ঠীর সদস্যরা এসে রান্নার কাজ শুরু করে দেন। 'প্রজাপতি' গোষ্ঠীর সদস্যরা মাদ্রাসায় এসেও ঠায় বসে থেকে ফিরে যান। রান্না হলেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে মিড-ডে মিল বিতরণ করা হয়নি পড়ুয়াদের। ফলে না খেয়েই বাড়ি ফিরতে হয়েছে তাদের। বুধবারও দুই

কোথায় গণ্ডগোল

- মিড-ডে মিল রান্না করা থেকে তিন মাস আগে 'সুলতানা রাজিয়া' স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে
- মঙ্গলবার ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা আগে থেকে এসে রান্না করে রাখেন
- পরে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে সেটা পড়ুয়াদের দেওয়া হয়নি
- বুধবারও ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা আসায় 'প্রজাপতি' গোষ্ঠীর সদস্যরা রান্না করেননি

গোষ্ঠীর সদস্যরা মাদ্রাসায় উপস্থিত হন। কিন্তু কোনও গোষ্ঠীর সদস্যই রান্না করেননি। ফলে পরপর দু'দিন পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল থেকে বঞ্চিত হল। অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার কথায়, 'দু'দিন ধরে মিড-ডে মিল খেতে পারছি না।'

এদিন মাদ্রাসায় গিয়ে প্রধান শিক্ষককে পাওয়া যায়নি। একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

সুলতানা রাজিয়া গোষ্ঠীর কর্ণধার মিনুকা বিবির বক্তব্য, 'দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। প্রধান শিক্ষকের কথামতোই মঙ্গলবার আমরা মিড-ডে মিল রান্না করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের একাংশের আপত্তিতে খাবার বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।' বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের নজরে আনা হয়েছে বলে জানান 'প্রজাপতি' গোষ্ঠীর কর্ণধার দুর্গা বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'মঙ্গলবার ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা আগেভাগে এসেই রান্না শুরু করে দিয়েছিলেন। এদিনও গিয়ে দেখি ওরা রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে আছেন। অশান্তি এড়াতে আমরা বাড়ি চলে আসি।'

মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সম্পাদক কাজি সাজিদা খানম জানালেন, মিড-ডে মিল রান্না নিয়ে গণ্ডগোলের বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে তাঁর আশা। একই আশ্বাস দিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান।

গাড়ি উঠলে দোলে সেতু

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ জুলাই : বেহাল সেতু। বড়সড়ো বিপদের আশঙ্কায় গ্রামবাসী। দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজা কামতেশ্বর সেতু দিয়ে প্রাণ হাতে করে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে ভারী যানবাহন। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও নিষেধাজ্ঞাসূচক নির্দেশিকা লাগানো হয়নি ওই বিপজ্জনক ব্রিজের সামনে।

১৯৯৬ সালে দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গোসানিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খলিসা গোসানিমারিতে বাদুড়কুড়া নদীর ওপর আইজেআরওয়াই প্রকল্পে ৩৬.২০ মিটারের রাজা কামতেশ্বর সেতু তৈরি হয়েছিল। তারপর প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেলেও সংস্কার আর হয়নি। সেই সেতুর এখন ভগ্নদশা। গোসানিমারির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফতেহা রব্বানি জানান, 'ব্রিজ তৈরির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেছি। যানবাহন আটকানোর জন্য গেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।'

এখন ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হন মালিহাট, বড় নাটাবাড়ি, ছোট নাটাবাড়ি, উত্তর সিঙ্গিমারি সহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। বিকল্প পথে অনেকটা দূরত্ব যেতে হয় বলে এই পথ দিয়ে বেশিরভাগ সময় যাতায়াত করেন মানুষ। সেতুর একাধিক জায়গায় খসে পড়ছে প্লাস্টার। অনেক জায়গায় রেলিং নেই। ভারী যানবাহন গেলে সেতু দোলে।

স্থানীয় টোটোচালক ফরকার হোসেন বলেন, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ব্রিজের ওপর দিয়ে আমরা চলাচল করি।' স্থানীয় বাসিন্দা শিখা বর্মন বলেন, 'বছরের পর বছর এভাবেই চলছে। বারবার অভিযোগ করলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। হয়তো বড়সড়ো দুর্ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছে তারা।' কয়েকদিন আগে সিতাই বিধানসভা এলাকায় চামটা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মিত একটি সেতু ভেঙে পড়েছে।

মিলছে ফ্রি ওয়াই-ফাই। মোবাইলে গেম খেলতে ব্যস্ত পড়ুয়ারা।

ফ্রি ওয়াই-ফাই, স্টেশনে বাড়ছে ভিড়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : কারও নিজস্ব মোবাইল আছে। একাদশ-দ্বাদশের পড়ুয়াদের হাতে রয়েছে সরকারের দেওয়া ট্যাবও। তবে নিয়মিত নেট প্যাক রিচার্জ করার ক্ষমতা নেই বহু পরিবারের। অগত্যা ভরসা স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাই। ডুয়ার্সের একাধিক রেলস্টেশনে ঢুঁ মারলেই দেখা মিলছে একদল কিশোর ও তরুণ মোবাইলে বুঁদ হয়ে রয়েছে। ফাঁকা স্টেশনের চেয়ারে বসেই চলছে সিনেমা দেখা বা গেম খেলা। যদিও স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা অনন্ত সময়ের জন্য নয়। মাথাপিছু আধ ঘণ্টার জন্য। সেটাই কার্যত যকের ধন বাড়ির মোবাইলে নেট না থাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

লুকসানের ক্যারন স্টেশনে এরকমই গেম খেলতে ব্যস্ত এক কিশোর বলছে, 'স্কুল ছুটির পর আসি। বন্ধুরা মিলে কিছুক্ষণ খেলে বাড়ি ফিরে যাই। বাবা নেটপ্যাকের রিচার্জ করে দিতে পারে না। ওই কিশোরেরই এক বন্ধুর কথায়, আমরা শুধু গেমই খেলি না, সিনেমাও দেখি। বেশ কয়েকদিন ধরে ইউটিউবে তারে জমিন পর দেখে খুব ভালো লেগেছে।'

একই ধাঁচের ছবি দেখা যাচ্ছে চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ির মতো মফসসলের

ফাঁকতালে

- নিজস্ব মোবাইল বা ট্যাব থাকলেও প্রতিমাসে নেট রিচার্জের সামর্থ্য নেই একাধিক পরিবারের
- স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই থাকায় পড়ুয়াদের গন্তব্য তাই স্টেশন
- সেখানের ফাঁকা চেয়ারে বসে চলছে সিনেমা দেখা বা গেম খেলা

স্টেশনগুলিতে। যেখানে সারাদিনে বড়জোর ৩-৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাতায়াতের পথে স্টপ রয়েছে।

এক্ষেত্রে যাত্রীদের বসার জন্য স্টেশনগুলিতে যে সিমেন্টের বা কাঠের বেঞ্চ সার দিয়ে তৈরি করা রয়েছে সেগুলিতেই ওই পড়ুয়ারা বসে মোবাইল দেখে। যেহেতু ফ্রি ওয়াই-ফাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সেকারণে প্রথমে একজনের মোবাইলে চালু করা হয়। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর নিজে থেকেই ইন্টারনেটের গতি শ্লথ হয়ে গেলে এরপর অপরজন চালু করে। এভাবেই চলে পারস্পরিক সহযোগিতায় গেম খেলা বা সিনেমা দেখা।

বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'পাশের রাজ্য বিহার থেকে বহু ছাত্রছাত্রী স্টেশনের ফ্রি ওয়াই-ফাইকে কাজে লাগিয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হচ্ছে। আমাদের এখানেও এমনটা হলে তা দৃষ্টান্তমূলক হত। এই বিপ্লব ঘটাতে গেলে সমাজমনস্কদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তবে শুধু গেম খেলে বা বিনোদনের জন্য ওই ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে ওদের আখেরে লাভ হবে না।' ডুয়ার্স জাগরণ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, ইউটিউবে বহু শিক্ষামূলক উপাদান রয়েছে। অনলাইনের ওই প্ল্যাটফর্মকে যদি পড়ুয়ারা কাজে লাগায় তবে এর থেকে ভালো কিছু ছিল না।'

অ্যাপ্রোচ রোডে ফাটল

মেখলিগঞ্জ, ২ জুলাই : জেলা পরিষদ সংস্কার করার ৩ মাসের মধ্যে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সানিয়াজান সেতুর মুখে আবার ফাটল দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, মেরামতে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগে সানিয়াজান সেতুর মুখ ভাঙা অবস্থায় ছিল দীর্ঘদিন। ব্রিজে উঠতে গ্রামবাসী অস্থায়ী সাঁকো ব্যবহার করতেন। জেলা পরিষদ সদস্য প্রভাবতী রায় সমস্যাটি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সানিয়াজান সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড মেরামতে জেলা পরিষদ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিল। তিন মাস কাটতে না কাটতেই রাস্তার মাঝবরাবর ফাটল ধরেছে। স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ রায় জানান, 'বেশ কয়েক বছর ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেছি। আন্দোলনের পরে এই রাস্তা সারানো হয়েছিল। আবার ফাটল ধরল!' তবে ঠিকাদারি সংস্থার দাবি, ওই রাস্তায় ভারী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। তারপরও ট্রাক চলাচল করেছে। তাই ফাটল হতে পারে। যদিও সেতুর মুখে ধসে যাওয়া যে অংশ মেরামতের বরাত মিলেছিল, তা এখনও ঠিক আছে। যে অংশে মেরামতির নির্দেশ ছিল না, সেখানে হালকা ফাটল ধরেছে। মেরামত করে দেওয়া হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সরাতে আপত্তি

মাথাভাঙ্গা, ২ জুলাই : চ্যাংয়েরকুঠি খলিসামারি ৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। সরকারি নির্দেশে খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দেড় কিলোমিটার দূরে সোনারচালুন জিপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। প্রায় এক দশক পশ্চিম চ্যাংয়েরকুঠি খলিসামারি এলাকার লাবু মিয়াঁর বাড়িতে কেন্দ্রটি চালু ছিল। এখানে মূলত পরিষেবা পান হুরারভিটা ও শনিরভিটা গ্রামের শিশু ও গর্ভবতীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আলমগির মিয়াঁ, রবিউল মিয়াঁ, আইজুল মিয়াঁদের দাবি, কোনও অবস্থাতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গ্রাম থেকে দূরে স্থানান্তর করা চলবে না। কেননা, শিশু ও অন্তঃসত্ত্বাদের পক্ষে নতুন কেন্দ্রে পৌঁছানো কষ্টকর। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের (আইসিডিএস) শীতলকুচি ব্লকের সিডিপিও প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সরকারি জমি থেকে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার নীতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।' তবে পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা বর্মন জানান, 'প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা হচ্ছে যাতে গ্রামেই স্থায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা যায়।'

খুঁটি পুঁতে কাজ শেষ। আটকে কাউয়াসুতি সেতু নির্মাণ।

ডাইভারশন না থাকায় ভোগান্তি

হলদিবাড়ি, ২ জুলাই : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুরু হয়েছিল নতুন সেতু তৈরির কাজ। কিন্তু বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাওয়ায় নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। ফলে মাঝপথে থমকে গিয়েছে সেতু তৈরির কাজ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নতুন সেতু তৈরির জন্য জরাজীর্ণ কালভার্টটি ভেঙে ফেলা হলেও সেই জায়গায় চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য কোনও ডাইভারশন তৈরি করা হয়নি। এখন ওই পথে চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। ওই জায়গায় ডাইভারশন বা সাঁকো তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রায় তিন দশকের দুর্ভোগের পর বসমনসিং কুমার এলাকার কাউয়াসুতি নদীর ওপর নতুন সেতু তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল প্রশাসন। ১০০ ফুট দীর্ঘ ওই সেতু তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। ইতিমধ্যে জীর্ণ কালভার্টটি পুরোপুরি ভেঙে নতুন সেতু তৈরির জন্য কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় প্রায় মাসখানেক ধরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কমল ঋষি জানান, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমানাথ বর্মনের কথায়, 'নদীর জল বেড়ে যাওয়ার আগে ঠিকাদার সংস্থার উচিত ছিল ওই জায়গায় ডাইভারশন তৈরি করা।' বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ ব্লক প্রশাসনের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

> নদীর জল বেড়ে যাওয়ার আগে ঠিকাদার সংস্থার উচিত ছিল ওই জায়গায় ডাইভারশন তৈরি করা।
>
> **রমানাথ বর্মন**
> *গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পার মেখলিগঞ্জ*

স্থানীয় তরুণ বরুণ রায় জানান, ওই পথে নগর সাহেবগঞ্জ, ১৯ বাজেজমা, বসমনসিং কুমার, ৩৯ নিজতরফ, দক্ষিণ বাজেজমা ও বোয়ালমারি সহ আশপাশের এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ চলাচল করেন। দেওয়ানগঞ্জ বাজার ও দুটি উচ্চবিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য পড়ুয়ারা এই পথ ব্যবহার করে। কিন্তু এখন নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় এলাকার পড়ুয়ারা স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছে। ডাইভারশন না থাকার ফলে তারা প্রায় দুই থেকে আড়াই কিমি ঘুরে আঙ্গুলদেখা হয়ে দেওয়ানগঞ্জে যাতায়াত করছে।

মানবিক পুলিশ

তুফানগঞ্জ, ২ জুলাই : পুলিশের মানবিক মুখ দেখল তুফানগঞ্জ। রাস্তার ধারে অজ্ঞাতপরিচয় প্রৌঢ়াকে উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মচারী ভবন সংলগ্ন লম্বাপাড়ায় ড্রেনের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন ওই প্রৌঢ়া। খবর পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ। প্রৌঢ়াকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধার নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

দাবিপত্র

কোচবিহার, ২ জুলাই : একগুচ্ছ দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামল সারাবাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। কোচবিহারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সংগঠনের তরফে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে। ১০ মাসের বদলে ১২ মাসের বেতনের দাবি জানানো ছাড়াও মিড-ডে মিল কর্মীরা কোনও গোষ্ঠীকে ছাঁটাইয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। এছাড়া পথকুকুরদের খাবার দিতে সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি।

গুরুগ্রাম থেকে 'মুক্তির দৌড়' তরুণীর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২ জুলাই : স্বামীহারা তরুণীর জীবনে একঝলক আলো নিয়ে এসেছিল দীর্ঘদিন ভিনরাজ্যে কাজ করা প্রেমিক। কিন্তু সেই আলোর নীচে যে এতটা অন্ধকার, তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ওই তরুণী। সন্তানদের ছেড়ে, প্রেমিকের ডাকে ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর গুরুগ্রামে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোতেই প্রেমিকের ভোল বদল দেখে চমকে ওঠেন তিনি। জোর করে অন্ধকার জগতে ঠেলে দিতে শুরু করেছিল প্রেমিক। প্রতিবাদ করলে জোটে মারধর। অবশেষে সুযোগ পেতেই ওই মহিলা অন্ধকার জগতের গোপন ডেরা থেকে পালিয়ে যান। অচেনা জায়গায় সারারাত দৌড়ে আশ্রয় নেন একটি মন্দিরে। পরে পুলিশের সহায়তায় বাড়ি ফিরে আসেন ওই তরুণী।

- এআই

তবে এমন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরেও বাড়ি ফিরে এসে তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চান না। ওই তরুণীকে এদিন তাঁর মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা ওই তরুণীর বিয়ে হয়েছিল তপনের একটি গ্রামে। বছর তিনেক আগে স্বামী মারা যাওয়ায় দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন তাঁর বিধবা মায়ের কাছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন ধরেই ওই তরুণী মোবাইলে ব্যস্ত থাকতেন। এরপর মাসখানেক আগে তিনি আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান। কোথাও খোঁজ না পেয়ে অবশেষে গত ২৫ জুন বালুরঘাট থানায় মেয়ের নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণীর বৃদ্ধা মা। কিন্তু তাঁর কোনও হদিস করতে পারেনি পুলিশ। শেষপর্যন্ত বুধবার ওই তরুণী নিজেই বালুরঘাট থানায় এসে জানান, তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। তড়িঘড়ি পুলিশ তাঁর মাকে ডেকে পাঠায়। ওই তরুণীকে তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে ওই তরুণী এদিন তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শোনান সকলকে। তাঁর কথায়, ভিনরাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত এক তরুণের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ওই তরুণ তাঁকে বিয়ে করবে বলে গুরুগ্রামে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেখানে দুজনে সংসার করবে বলে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছিল। কিন্তু গুরুগ্রামে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর প্রেমিকেরই মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই। সারাদিন কাজ করে এসে রাতের বেলায় একটি ভাড়া ঘরে আরও কয়েকজন মহিলা ও পুরুষের সঙ্গেই থাকতে হত তাঁদের। শুধু তাই নয়, এরপর ওই প্রেমিক খরিদ্দার ডেকে ওই তরুণীকে তাদের সঙ্গে পাঠানোর চেষ্টা করে। তরুণী প্রতিবাদ করায় তাঁকে আটকে রাখা হয় একটি গোপন ডেরায়। মারধরও শুরু হয়।

তরুণী জানান, এক রাতে সুযোগ মিলতেই, সোজা ওই ডেরা থেকে বেরিয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার দৌড়ে অচেনা একটি জায়গায় পৌঁছান তিনি। পথেই একটি মন্দিরে কিছুক্ষণ আশ্রয় নিয়ে ও প্রসাদ খেয়ে ফের চলতে শুরু করেন। এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তায় কয়েকজন পুলিশকর্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরাই তাঁকে ট্রেনের ভাড়া দিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। অনেক কষ্টে তিনি বালুরঘাটে ফিরে আসেন।

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'এক মহিলা নিখোঁজ থাকার অভিযোগ হয়েছিল। তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সাতরঙা।। ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পার্থসারথি রায়।

বন্ধের মুখে পশুদের চিকিৎসা

প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রে কর্মীর অভাব

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২ জুলাই : কর্মীর অভাবে চিকিৎসা বন্ধ হতে চলেছে মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রে। ফলে বিপাকে পড়বেন সাধারণ মানুষ। কর্মী নিয়োগের দাবি তুলেছেন তাঁরা। কোচবিহারের জেলা প্রাণীসম্পদ উপ-অধিকর্তা মনোজ গোলদার বলেন, 'বিষয়টি নজরে আছে। শীতলকুচি সহ অন্যান্য ব্লকে একই অবস্থা। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগের কথা জানিয়েছি।'

শীতলকুচির বিএলডিও মৃন্ময় মণ্ডল জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, 'নিয়োগের বিষয়টি তাঁরা দেখেন।' এখন শীতলকুচির ওই ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক ও একজন আধিকারিক রয়েছেন। কমপক্ষে দুজন চিকিৎসক ছাড়াও ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান, ফার্মাসিস্ট, ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সহ তিনজন কর্মী প্রয়োজন। কর্মী কম থাকায় অফিসের কাজ করতে হচ্ছে চিকিৎসকদের।

শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরায় অতিরিক্ত প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র থাকলেও সেখানেও কোনও চিকিৎসক নেই। শীতলকুচি কেন্দ্রের চিকিৎসক রীতেশ ওঝাকে সামলাতে হয় ডাকঘরা কেন্দ্রটিকেও। শীতলকুচি, গোলেনাওহাটি, আক্রারহাট, পঞ্চারহাট, ফক্করেরহাট এলাকার মানুষ গৃহপালিত পশুর চিকিৎসার জন্য এই কেন্দ্রগুলির ওপর নির্ভরশীল। চিকিৎসক না থাকায় সেই চিকিৎসা ঠিতমতো হচ্ছে না।

সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ব্লকের ১০ হাজারের বেশি গোপালক। তাঁদেরই একজন বিশ্বম্ভর বর্মনের কথায়, 'কৃষিপ্রধান শীতলকুচি ব্লকের প্রতিটি ঘরে গবাদিপশু রয়েছে। কিন্তু ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন মাত্র ডাক্তার রয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি আরও ডাক্তার ও কর্মী নিয়োগ করা হোক।'

ছোট্ট তারা

শুভজিৎ রায়
দেওয়ানগঞ্জ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে জিমনাস্টিক্সেও প্রতিভাবান। জিমনাস্টিক্সে সে অঞ্চল, ব্লক ও মহকুমা স্তর পেরিয়ে জেলা স্তরেও অংশগ্রহণ করেছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ জুলাই : ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে সেই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ঘোকসাডাঙ্গা তানার পুলিশ। ওই নাবালিকার পরিবার এবিষয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তারপরই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার তরুণের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

ঘোকসাডাঙ্গা ও চ্যাংরাবান্ধা, ২ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা ও চ্যাংরাবান্ধায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করল পুলিশ। বিকেলে ফালাকাটা-কোচবিহার জাতীয় সড়কে হিমঘর চৌপথিতে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ বৃক্ষরোপণ করে। পাশাপাশি চালকদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে ১৪৭ ভোটবাড়ির ৩ নম্বর বটতলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ করা হয়। চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড়েও চালকদের গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

৫৭ লক্ষে সাজছে রসিকবিল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ জুলাই : শীতের মরশুমের আগেই রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে উদ্যোগী হল কোচবিহার জেলা পরিষদ। এর জন্য রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্র চত্বরের বেহাল শিশু উদ্যানটি সংস্কারে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া রসিকবিল মিনি জু-তে প্রবেশের খানাখন্দে ভরা রাস্তাটি পাকা করার টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। চিড়িয়াখানায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য শৌচাগার তৈরিরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু হতেই উচ্ছ্বসিত পর্যটক থেকে এলাকার ব্যবসায়িক মহল।

ইতিমধ্যে রসিকবিলের প্রায় দু'বিঘা জমিতে অযত্নে পড়ে থাকা শিশু উদ্যান পরিদর্শন করেছেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া। চৈতি বলেন, 'পর্যটকদের কাছে রসিকবিলকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার প্রথম ধাপ হিসেবে সেখানকার বেহাল শিশু উদ্যানটিকে পাঁচ লক্ষ টাকায় নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া চিড়িয়াখানায় প্রবেশের পাকা রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার তৈরি করা হবে। সবমিলিয়ে ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' পর্যটকদের তেষ্টা মেটাতে ইতিপূর্বেই জেলা পরিষদের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিনি জু-তে গড়ে তোলা হয়েছে পানীয় জলের রিজার্ভার ও ট্যাপকল। এদিকে রসিকবিল চত্বরে আগাছায় ঢেকে যাওয়া ওই শিশু উদ্যানে অসামাজিক কাজের আসর বসায় একটি চক্র। শিশু উদ্যানে খেলার পরিবেশ না থাকায় কচিকাঁচাদের নিয়ে এসে ক্ষোভের কথা জানান পর্যটকরাও। এছাড়া, রসিকবিল মিনি জু-তে প্রবেশের মূল গেট থেকে চিতাবাঘের এনক্লোজার পর্যন্ত প্রায় এক কিমি খানাখন্দে ভরা রাস্তা নিয়ে ভোগান্তির অন্ত ছিল না পর্যটকদের। বর্ষায় জলকাদা ছিটকে জামাকাপড় নোংরা হয়ে যেত। আর শীতে ধুলোর জন্য নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় পর্যটকদের। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই জেলা পরিষদের তরফে বেহাল শিশু উদ্যানের হাল ফেরানো সহ একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, 'জেলা পরিষদের তরফে রসিকবিলকে ঢেলে সাজানোর একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

টুকরো খবর

ধৃত দুই

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ জুলাই : ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার এক নাবালিকাকে অপহরণের দায়ে বুধবার এক নাবালক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এই নাবালিকার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে ওই নাবালিকা আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানা এলাকায় রয়েছে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে এক নাবালক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে এদিন মাথাভাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

স্মারকলিপি

হলদিবাড়ি, ২ জুলাই : নানা দুর্নীতির অভিযোগ সহ ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। বুধবার কাশিয়াবাড়ি বাজার থেকে মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসে উপস্থিত হয় তারা। সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রধান মনখুশি সরকার মণ্ডল বলেন, 'দাবিদাওয়া পূরণের চেষ্টা করব। ১৫ তারিখ লিখিত আকারে স্মারকলিপির উত্তর দেওয়া হবে।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

দিনহাটা, ২ জুলাই : দিনহাটার গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানবস গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সার ব্যবসায়ীর। মৃতের নাম প্রাণগোপাল ঘোষ (৫৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের রান্নাঘরে মোটরের সুইচ মেরামত করার সময় আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গ্রেপ্তার

দিনহাটা, ২ জুলাই : মঙ্গলবার গোসানিমারি থেকে আজিদুল মিয়াঁকে ৭.৬২ এমএম পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, আজিদুলের বাড়ি সিতাইয়ে। তিনি গতকাল গোসানিমারিতে এলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে সেখান থেকেই ধরা হয়। তবে কীভাবে তাঁর কাছে বন্দুক এল তা খতিয়ে দেখছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

অগ্নিকাণ্ড

হলদিবাড়ি, ২ জুলাই : ফাস্ট ফুডের দোকানে গ্যাস লিক করে আগুন। অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় দেওয়ানগঞ্জ বাজার চত্বর। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ বাজারে। বাজারের এক ফাস্ট ফুডের দোকানে হঠাৎ করে গ্যাসের পাইপ লিক করে আগুন জ্বলে ওঠে। ওই দোকানদার সহ স্থানীয়দের চেষ্টায় দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়েও ফিরে যায়।

বৈঠক

পারডুবি, ২ জুলাই : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে সিপিএমের শাখা সংগঠন সারাভারত কৃষকসভার বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক কমিটির সম্পাদক খগেনচন্দ্র বর্মন, পারডুবি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক উত্তম বর্মন প্রমুখ। সাংগঠনিক নানা বিষয় সহ দলীয় কর্মসূচির বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

ডাক্তারবাবুর দেখা মেলে না

পরিষেবা না পেয়ে বিক্ষোভ ফুলবাড়িতে

শ্রীবাস মণ্ডল

ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে আন্দোলনে স্থানীয়রা।

ফুলবাড়ি, ২ জুলাই : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একসময় ১০টি বেড সহ ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা মিলত। কিন্তু সেসব এখন ইতিহাস। পুরোনো সেই পরিষেবা চালুর দাবিতে ২০১৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন এলাকার মানুষ। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। অপরদিকে অভিযোগ, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ডাক্তারহীনভাবে চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। রোগীদেরকে ওষুধ দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী ডাক্তার সহ ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর দাবিতে বুধবার ফের আন্দোলনে নামেন এলাকার মানুষ।

এদিন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, 'আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের দাবি মানা হচ্ছে না। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের তরফে জানানো হয়েছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিকেল ৪টা পর্যন্ত আউটডোর পরিষেবা মিলবে। কিছুদিন ঠিকঠাক চলার পর সেই পরিষেবা এখন দুপুর ২টা পর্যন্ত মিলছে। কয়েক মাস ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের ডাক্তার নেই। অ্যালোপ্যাথি বিভাগে যে ডাক্তার ইনচার্জ ছিলেন, তিনিও নেই। একজন ফার্মাসিস্ট, দুইজন নার্স, তিনজন গ্রুপ-ডি কর্মী ও একজন ল্যাব টেকনিসিয়ান দিয়ে হাসপাতাল চলছে। ডাক্তার ছাড়া কীভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলে, আমরা ভেবে কূল পাচ্ছি না।' দ্রুত দাবি না মানা হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন ধনঞ্জয়।

এ ব্যাপারে খাতায়-কলমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাহুল ভট্টাচার্যর মন্তব্য, 'আমি ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে আছি। কিন্তু ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের সংখ্যা কম থাকায় আমাকে সেখানেই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে যেভাবে দায়িত্ব পালন করতে বলবে আমি সেভাবেই দায়িত্ব পালন করব।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুভাষ গায়েন জানাচ্ছেন, ডাক্তার কম। ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেড চালু রয়েছে। তাই ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর সংযোজন, 'নিশিগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়েছিলাম ফুলবাড়িতে সপ্তাহে তিনদিন ডিউটি করতে। তিনি হয়তো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কয়েকদিন ধরে ফুলবাড়িতে যেতে পারছেন না। ওঁকে আগামীকালই ফুলবাড়িতে যেতে বলব।'

জেলাতে ডাক্তার কম আছে বলে জানাচ্ছেন কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়িও। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান।

> কয়েক মাস ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের ডাক্তার নেই। অ্যালোপ্যাথি বিভাগে যে ডাক্তার ইনচার্জ ছিলেন, তিনিও নেই। একজন ফার্মাসিস্ট, দুইজন নার্স, তিনজন গ্রুপ-ডি কর্মী ও একজন ল্যাব টেকনিসিয়ান দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলছে। ডাক্তার ছাড়া কীভাবে হাসপাতাল চলে, আমরা ভেবে কূল পাচ্ছি না।
>
> **-ধনঞ্জয় বর্মন**
> *আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী*

লম্বা ঘাসে ঢেকেছে কোচবিহারের রাজবাড়ি চত্বর। ছবি : জয়দেব দাস।

এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার

গোপালপুর, ২ জুলাই : মানসাই নদীতে মাদ্রাসার শিক্ষকের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্রের মধ্যে একজনের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত কিশোরের নাম জাহাঙ্গির আলম। বাড়ি শুকটাবাড়ি। বুধবার বিকেলে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১ নম্বর বাঁধ এলাকায় নদীতে দেহটিকে স্থানীয়রা দেখতে পান। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে।

প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুরে মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুল সামাদ ছয় ছাত্রকে নিয়ে মানসাইয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। নদী পেরোনোর সময় তিন ছাত্র ডুবে গিয়েছিল। একজনকে সেদিন উদ্ধার করা গেলেও শীতলকুচির রাজ আলম ও শুকটাবাড়ির জাহাঙ্গির আলম নিখোঁজ ছিল। সোমবার থেকে নদীতে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা বোট ও ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালালেও কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত বুধবার জাহাঙ্গিরের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত জাহাঙ্গিরের কাকা রেজাউল আলম মাদ্রাসার পরিচালন কমিটি ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা থেকে প্রায় তিন কিমি দূরে কেন শিক্ষক মাঝনদীতে মাছ ধরতে গেলেন? জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পেছনে মাদ্রাসা পরিচালন কমিটি ও শিক্ষক দায়ী। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করব।' মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বিকেল পর্যন্ত অভিযোগ জমা পড়েনি। মাদ্রাসার ওই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ জমা পড়লে তদন্ত শুরু করবে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

শাস্তি পেয়ে স্কুলে চড়াও ছাত্র

সোনাপুর, ২ জুলাই : স্কুলে বেয়াদবি করায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রকে শাস্তি দিয়েছিলেন শিক্ষক। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলের ঘটনা। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্কুলে এসে 'জবাবদিহি' চাইল সেই ছাত্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা।

এদিন সন্ধ্যায় স্কুলে দলবল নিয়ে আসে সেই ছাত্র। সেই সময় স্কুলের অন্য শিক্ষকরা ছিলেন না। একমাত্র টিআইসি দেবকুমার দাস স্কুলে ছিলেন। কোনওরকমে তাদের বুঝিয়ে বাড়ি ফেরাতে পেরেছেন তিনি। যে ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে নিয়ে নাকি এর আগেও একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ক্লাসরুমে বেয়াদবি সহ সহপাঠীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। স্কুলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে নাকি কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে। তবে সে শোধরায়নি।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

হলদিবাড়ি, ২ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে হলদিবাড়ির কমলাকান্ত হাইস্কুলের গেটে বিক্ষোভ দেখাল পড়ুয়ারা। বিক্ষোভকারী ছাত্র আরিফ সরকার বলে, 'আরজি করের ঘটনার এক বছর না পেরোতেই সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার। একদিকে রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণ, হত্যা ঘটছে, অন্যদিকে দোষীরা রেহাই পেয়েই যাচ্ছে।' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় অভিভাবকরা চিন্তিত বলে সে জানায়। এমন জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে ওই বিক্ষোভ থেকে।

কালভার্টের গর্তে বিপদ বাড়ছে

গৌতম দাস

ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডারারপাড় বটতলায় কালভার্টের মাঝে গর্ত।

তুফানগঞ্জ, ২ জুলাই : রাস্তা নাকি মৃত্যুকূপ, বোঝা দায়! তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮/৩২ নম্বর বুথের ডারারপাড় বটতলা এলাকায় রাজ্য সড়কে কালভার্টের মাঝখানে একটি বড়সড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কেবল তাপ্পি দিয়ে ওই গর্ত মেরামত করা হলেও স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে প্রশাসন উদাসীন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস এ বিষয়ে বলেন, 'অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা রয়েছে। বরাদ্দ এলেই কাজ শুরু হবে।'

দীর্ঘ দু'বছর আগে রাস্তার কালভার্টের মাঝে ওই গর্তটি তৈরি হয়েছিল। এরপর স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে তা সারাই করা হলেও, তা এক মাসও টেকেনি বলে অভিযোগ। এমনকি খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন কার্যালয়ে যান। তা সত্ত্বেও কেন স্থায়ীভাবে ওই কালভার্টটিকে মেরামত করা হচ্ছে না, উঠছে প্রশ্ন।

কাশিরডাঙ্গা থেকে নাটাবাড়ি হেরিটেজের সঙ্গে যুক্ত ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দিয়েই সহজে নাটাবাড়ি, চিলাখানা, কোচবিহার, ধলপল, কাশিরডাঙ্গা, তুফানগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করা যায়। দিনেরবেলা সূর্যের আলোয় গর্তটি নজরে পড়লেও, রাতের অন্ধকারে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে।

মঙ্গলবার রাতেই তুফানগঞ্জ থেকে টোটো করে সপরিবারে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন বলে জানালেন নাটাবাড়ির বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাতের অন্ধকারে টোটোচালক গর্তটি বুঝতে পারেননি। টোটোর চাকা গর্তে ঢুকে গিয়ে উলটে যাচ্ছিল। তড়িঘড়ি টোটো থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পাই।'

তাঁর অভিযোগ, 'বহুদিন ধরে এই গর্ত তৈরি হয়েছে। সবার নজরে পড়ছে। কিন্তু প্রশাসন এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না। কোনও টোটো, অটো বা বাইক ওই গর্তে পড়লে সরাসরি বহু নীচে জলাশয়ে পড়বে। নীচে বড় আকৃতির বোল্ডারও রয়েছে। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

স্থানীয় শিক্ষক অমলচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'বিপজ্জনক গর্ত। দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। ওই রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রী সহ বহু মানুষ যাতায়াত করেন। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগে সতর্ক হওয়া উচিত প্রশাসনের।'

সারমেয়দের তেষ্টা মেটাতে মাটির পাত্রে জল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ জুলাই : জুলাইয়ের চাঁদিফাটা রোদে টেকাই দায়। নামে বর্ষাকাল হলেও সেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি যেন উধাও। প্রচণ্ড গরমে মানুষ তো বটেই, কাহিল পশুপাখিরাও। মানুষ না হয় প্রাণ জুড়োতে ফ্রিজের জল বা কোল্ড ড্রিংকস ঢকঢক করে খেয়ে নেবে। কিন্তু এই গরমে সারমেয়রা তেষ্টা মেটাতে কী করবে? ওদেরও তো কষ্ট হয়। অবোলাদের কষ্ট ছুঁয়েছে দিনহাটার সারমেয়প্রেমীদের। পথকুকুরদের কথা মাথায় রেখে দিনহাটা শহরের বিভিন্ন মোড়ে ১০টি মাটির পাত্র বসিয়েছেন তাঁরা। আর সেই পাত্রে রাখা হবে জল। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে। প্রচণ্ড গরমে পথকুকুররা যাতে গলা ভেজাতে পারে, সেজন্য এই পদক্ষেপ করেছেন একদল তরুণ-তরুণী। এতে শামিল কিশোর-কিশোরীরাও। কেউ স্কুল পড়ুয়া, কেউ আবার পড়েন কলেজে। সারমেয়দের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাঁরা দিনহাটার একাধিক পকেট রুট এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসাচ্ছেন মাটির পাত্র। উদ্যোক্তারা বলছেন, ওই পাত্রে স্থানীয় বাসিন্দারা জল রাখলে পথকুকুররা গলা ভেজাতে পারবে।

দিনহাটায় পশুদের নিয়ে কাজ করছেন অ্যানিমাল রেসকিউ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। সংগঠনের পক্ষে রম্যাণী চৌধুরী বললেন, 'এই কাঠফাটা গরমে আমরাই দিশেহারা। পথকুকুরদের অবস্থা কীরকম হতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই সারমেয়রা যাতে গরমে জলকষ্টে না ভোগে সেজন্য এমন উদ্যোগ।' একই কথা বললেন অন্তিক ভট্টাচার্য, সুরজিৎ রবিদাস, দিশা সেনরাও।

পথকুকুরদের জন্য মাটির পাত্রে জল রাখা হচ্ছে। দিনহাটায় বুধবার।

সংগঠনের আরেক সদস্য দিব্য চৌধুরীর কথায়, 'ইতিমধ্যে দিনহাটা থানাদিঘি, গোধূলি বাজার, গোপালনগর, চড়ক মাঠ সহ একাধিক জায়গায় মাটির পাত্র বসানো হয়েছে। শহরের অন্য জায়গাগুলিতেও পাত্র বসানো হবে।'

এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দিনহাটার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। ধীমান অবশ্য বলছেন, 'যা করেছে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই করেছে। আমি ওদের সঙ্গে থেকেছি মাত্র।' অবোলা প্রাণীদের স্বার্থে এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় অনেকে।

> এই কাঠফাটা গরমে আমরাই দিশেহারা। পথকুকুরদের অবস্থা কীরকম হতে পারে, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই সারমেয়রা যাতে গরমে জলকষ্টে না ভোগে সেজন্য এমন উদ্যোগ
>
> **রম্যাণী চৌধুরী,** *সদস্য অ্যানিমাল রেসকিউ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন*

বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

চলতি সপ্তাহেই পরপর উলটোরথ, মহরম ও শ্রাবণীমেলা। রাজ্যজুড়ে এই উৎসবের পাহাড় সামাল দিতে নবান্নে বুধবার জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টে সুকান্ত

বারবার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

জনস্বার্থ মামলা

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরকে ধাম আখ্যা ও প্রসাদ বিতরণের ঘটনায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

ভুয়ো পুলিশ

সারাদিন পুলিশের উর্দি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখে সকলেই ভেবেছিলেন চাকরি পেয়েছে গাইঘাটার তরুণ। অথচ তাকেই ভুয়ো পুলিশ বলে গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

বৃষ্টিভেজা রাজপথ এবং দৈনন্দিন জীবন। বুধবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। এদিকে, তাঁর মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেলের হাতে।

কসবার তদন্তভার গোয়েন্দাদের হাতে

অভিযুক্তকে সরাল বার কাউন্সিল

রিমি শীল

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের ভার নিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার দুপুরেই কসবা থানা থেকে ধর্ষণ কাণ্ডের কেস ডায়েরি সহ সমস্ত তথ্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এই মামলায় অপহরণ, অস্ত্র দ্বারা আঘাতের মতো ধারাগুলিও যোগ করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলায় সংযুক্ত হতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার।

এদিনই রাজ্য বার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নাম আইনজীবীদের তালিকা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলকে অবগত করা হবে বলে জানান। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে এদিন পরিদর্শনে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে গড়া কমিটির পাঁচ সদস্য। চলতি মাসে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই কলেজে পরীক্ষার সেন্টার করা যাবে কি না তা দেখতে পৌঁছোন সদস্যরা। তদন্তেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চালু থাকার কথা। পরিচালন কমিটি কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাকে খোঁজ নিতে হবে। আশা করছি পঠনপাঠন দ্রুত ও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।

এই ঘটনায় সিট গঠন করেছিল লালবাজার। তবে তদন্তে কোমর বেঁধে নামতে এবার ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল তদন্ত করছে। সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করতেন।

দিনভর যা হল

- গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল ঘটনার তদন্ত করছে
- সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে
- মনোজিতের এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল
- পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এদিন তাঁর এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল। ফলে এবার থেকে রাজ্যের আর কোনও আদালতে তিনি মামলা লড়তে পারবেন না। এই কাণ্ডে বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসেবে নিম্ন আদালতে বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৬টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি জামিন অযোগ্য।

সূত্রের খবর, পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা পরস্পর বিরোধী বয়ান দিয়ে তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারির দিনও মনোজিৎ ও আরেক ধৃত জইব আহমেদ ফার্ন রোডে কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি কে তা জানতে চাইছে পুলিশ। ঘটনার তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে ওই ব্যক্তি জানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ, জইব, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসঙ্গে বসিয়ে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জেরাও করা হবে। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, কসবা কাণ্ডে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়ে আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁরা সিবিআই চায় না বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা তাঁর বয়ানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় আঁচড়ের দাগগুলি টাটকা ও ধর্ষণে বাধা দেওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ঘটনার পরের দিন সকালে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন মনোজিৎ। কী কথা হয়েছে তা নিয়ে তাঁকেও দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে মনোজিতের আইনজীবীর দাবি, ওইদিন যা ঘটেছে তা উভয়ের সম্মতিতে। গলায় 'লাভ বাইট' তার প্রমাণ দিচ্ছে। এদিনও এই ঘটনায় বিরোধীরা পথে নামে।

ভাইরাল ভিডিও

অশোক-মনোজিৎ ঘনিষ্ঠতার চর্চা

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। তাঁর আশীর্বাদে বাড়বাড়ন্ত ছিল মনোজিতের। এই পরিস্থিতিতে একটি বিস্ফোরক ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে,একটি অনুষ্ঠানে হলুদ পাঞ্জাবি পরিহিত কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব হাজির রয়েছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে অশোক দেবকে জেঠু বলে সম্বোধন করছেন মনোজিৎ। এমনকি মনোজিৎকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন অশোক দেব। বিধায়ক তাঁর হাতও ধরে রেখেছিলেন। এই ভিডিও সামনে আসতেই ফের তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন মনোজিতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক পড়ুয়া। তাঁকেও মনোজিৎ শারীরিক নিগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিধায়ক অশোক দেব দাবি করেছেন, 'জেঠু বলবে না তো কী বলবে আমাকে? আপনারা আমাকে কী বলে ডাকেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন নাকি? আমি জনপ্রতিনিধি। আমি বাবারও দাদা, ছেলেরও দাদা, অভিভাবকেরও দাদা, সবার দাদা। কলেজে পড়ত, সেই সুবাদে ওকে চিনি। এর বেশি কিছু নয়। একটা হল এমনি চিনি, আরেকটা খুব ভালোভাবে চিনি।' চাকরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল। ও কলেজে পড়ত। কোনও স্থায়ী চাকরি নয়। এবার চাকরিও খতম। কলেজ থেকেও বহিষ্কার।'

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালে পিকনিকে বজবজের লজে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন অভিযুক্ত। জিনসের প্যান্ট টেনে খুলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। লাউড স্পিকার চালিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে কিছু বললে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই তরুণীকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মনোজিৎ।

নির্যাতিতা বলেন, 'রুমে ঢুকে আমার সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক করতে চায়। থাপ্পড় মেরে অজ্ঞানও করে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষাঙ্গে আঘাত করে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছি। ভয়ে মুখ খুলতে পারিনি।' মূল অভিযুক্ত প্রভাবশালী বলেই হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে। এছাড়া মনোজিতের সহপাঠীদের অভিযোগ, ও স্বভাবগতভাবে বিকৃত মানসিকতার ছিল। কলেজে নতুন মেয়ে এলেই বিয়ের প্রস্তাব দিত। মহিলাদের গোপন ভিডিও তুলে বন্ধুদেরও পাঠাত। বিভিন্ন গ্রুপে অশ্লীল ভিডিও পোস্ট করে বডিশেমিং করতেন। ফর্মফিলাপের সময় তরুণী বাছাই, প্রথমে ইউনিয়ন রুম, তারপর গার্ডরুমে ডেকে আনা, ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করা ও ভিডিও তুলে রাখার নির্দেশ দিত মনোজিৎ। এই বিষয়ে বাকি দুই ধৃত প্রমিত মুখোপাধ্যায়, জইব আহমেদও স্বীকার করেছেন।

আন্দোলনের পথেই শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২ জুলাই : নিরাপত্তাজনিত কারণে বৃহস্পতিবার শিক্ষাকর্মীদের নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না পুলিশ। হকের চাকরি ফেরাতে আগামী ৮ জুলাই নবান্ন অভিযানে নামবেন গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মীরা। রাজ্যের স্কুলগুলিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্রের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দুশ্চিন্তায় স্কুল সার্ভিস কমিশন।

২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর পেরিয়েছে প্রায় ৯ বছর। শিক্ষা দপ্তর আশা করেছিল, এত বছর পর আবেদনের সংখ্যা বাড়বে অনেকটাই। তবে তথ্য বলছে অন্য কথা। ১৬ জুন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হলেও চাকরিহারা ও নতুন প্রার্থী মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে ১ লক্ষের কিছু বেশি। সেখানে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষেরও বেশি। বুধবার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ফের এসএসসি ভবন অভিযান করে। এদিন 'সরকারপন্থী' বলে পরিচিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আনটেন্টেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরাও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

এদিন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের। আগামী ৬ জুলাই মহরম থাকার দরুন হাওড়া ময়দান বা অন্যত্র জমায়েতের মাধ্যমে নবান্ন যাওয়ার অনুমতি তাঁদের দেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে ৮ জুলাই নবান্ন অভিযান করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। বুধবার ঝাড়গ্রামের লালগড়ে মিছিলে যোগদান করেন আদিবাসী শিক্ষকরা। একইসঙ্গে করুণাময়ী থেকে এসএসসির দপ্তর আচার্য সদন পর্যন্ত মিছিল করেন চাকরিহারারা। ডব্লিউবিইইউটিএ-র প্রতিনিধিরা ৫টি দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন এসএসসি ভবনে। বৈধ সময়সীমার মধ্যে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা নতুন করে নিয়োগের পরীক্ষায় বসবেন না। শিক্ষা মহলের

নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন কমছে

একাংশের প্রশ্ন, সরকারের সঙ্গে কী তবে দূরত্ব বাড়ছে 'সরকারপন্থী' সংগঠনের? আন্দোলনকারী শিক্ষক সুমন বিশ্বাসকে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তলব করেছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্য-অযোগ্য আলাদাভাবে স্পষ্ট না থাকায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে ইতিমধ্যেই পড়েছে রাজ্য ও এসএসসি। ফলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জট কাটেনি এখনও। ২০১৬ সালে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। চলতি বছরে নবম-দশম স্তরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬৫ হাজার। অর্থাৎ আবেদনের সংখ্যা যে কমছে, তা স্পষ্ট। শিক্ষামহলের একাংশের মত, নিয়োগ দুর্নীতির জন্যই সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার ইচ্ছা হারিয়ে যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ জুলাই : তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযান। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচি হবে। এদিন কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে রাসবিহারী থেকে কসবা ল' কলেজ পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলের শেষে সভা থেকে ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'ওই দিন ওরা (তৃণমূল) কলকাতা দখল করবে। আমরাও শিলিগুড়ির দখল নেব।' একই সঙ্গে ৯ অগাস্ট শর্তসাপেক্ষে নবান্ন অভিযানের ডাক দেন শুভেন্দু।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, এবার ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে কার্যত ব্রিগেড। আরজি কর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কসবা কাণ্ডের জেরে চাপে রয়েছে দল। সেই জায়গা থেকে দলকে উজ্জীবিত করতে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চকেই বেছে নিতে পারেন মমতা। শাসকদলের এই ব্যাকফুটে থাকাকেই পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে ২১ জুলাইয়ের দিনেই দলের শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, রাজনৈতিকভাবে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ নামে একটি অরাজনৈতিক মঞ্চের তরফে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করেছিলেন শুভেন্দু। সেই অভিযানের জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা কলকাতায়। এবার আরজি কর-এর নিগৃহীতার বিচার না পাওয়ার প্রতিবাদে ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করতে চান শুভেন্দু। তবে এদিন তিনি বলেন, এবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়ার জন্য আমি নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছি। তাঁরা সম্মত হলে নবান্ন অভিযান হবে। এরই মধ্যে ২৮ জুলাই ডিএ আন্দোলনকারীদের ডাকা নবান্ন অভিযানকেও সমর্থন করে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আসলে শাসকদল ও সরকারকে চাপে রাখতেই বিধানসভা ভোটের আগে একের পর এক জঙ্গী কর্মসূচি নেওয়ার কৌশল নিয়েছেন শুভেন্দু। নবান্ন থেকে উত্তরকন্যা সবই তার ফলশ্রুতি।

তথ্য তলব আদালতের

কলকাতা, ২ জুলাই : পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জিটিএ এলাকায় বেআইনিভাবে ৩১৩ জন শিক্ষকের নিয়োগের জন্য ১৪টি স্কুল স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ১৪টি স্কুলে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছিল। স্কুলগুলি সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এই বিষয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। এদিন বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ওই শিক্ষকদের নিয়োগের জন্যই যদি এই স্কুলগুলি স্বীকৃতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা দুর্নীতি। পর্ষদের কাছে আদালত জানতে চায়, কোন প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতির বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। পর্ষদের কাছে এই সংক্রান্ত কী তথ্য রয়েছে তা আদালতে জানানো হোক।'

ডিএ নিয়ে কোর্টে কর্মচারী সংগঠন

কলকাতা, ২ জুলাই : সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সময়সীমা পেরোনোর পরেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ মেটানোর জন্য সময় চেয়েছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আদালত অবমাননার মামলা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নির্দেশ মানেনি। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে আরও সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু ই-মেল পাঠানোর পর কোনও সদুত্তর না পেয়ে মামলার প্রস্তুতি শুরু করেছি। পিটিশন কপি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আদালত ১৪ জুলাই খুললে হার্ডকপি জমা পড়বে।'

১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৬ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে। তবে রাজ্য শীর্ষ আদালতে এসএলপি ফাইল করে জানায়, তাদের আরও সময় প্রয়োজন।

৫৬ ভোগ নিবেদন। বুধবার মায়াপুরের ইসকনে। - পিটিআই

দিলীপ রাজনীতিতেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষ করে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির দায়িত্ব নিয়েছেন শমীক। তাঁর আশা, 'সংগঠনের সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন শমীক। সবারই উচিত তাঁকে মানিয়ে নিয়ে চলা।' নয়া রাজ্য সভাপতিকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দিলীপ।

বুধবার দুর্গাপুর থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। তবে চট করে রাজনীতি থেকে অবসর যে নিচ্ছেন না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন দিলীপ। তিনি জানালেন, আরএসএস ও সংঘ পরিবার তাঁকে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেছে। সম্প্রতি আবার কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। তাই রাজনীতি তিনি চালিয়ে যাবেন।

দিলীপের বদ্ধমূল আশা, দল তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেবে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য কমিটির অন্যান্য পদাধিকারী নির্বাচিত হবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্য সভাপতির মাধ্যমে। দলের জাতীয় কাউন্সিলে এরাজ্যের ৪২ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও বাকি।'

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন সৌগত

কলকাতা, ২ জুলাই : সপ্তাহখানেক পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়ের। তাঁর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি, শ্বাসনালিতে সংক্রমণের পাশাপাশি কিডনির সমস্যা থাকায় দুশ্চিন্তা বেড়েছিল পরিবার সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। বুধবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, পরিবারের লোকেদের এদিন কিছুটা চিনতে পেরেছেন সৌগত। দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি নার্সিংহোমে এদিন সৌগতকে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার ও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌগতর চিকিৎসার জন্য গঠিত বিশেষ মেডিকেল বোর্ডের বৈঠক হয়েছে এদিন। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ মনোজ সাহা, বৈভব শেঠ, অরিন্দম মৈত্র ও রাহুল জৈনের চিকিৎসক দল জানিয়েছেন, সৌগতকে আরও ২০ দিন বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে হাসপাতালে। মঙ্গলবার পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এছাড়াও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁর শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছিল ইনসুলিন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, ৭৭ বছরের এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ 'ওয়ারনিক এনসেফালোপ্যাথি'-র কারণে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। ২২ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে বুধবার থেকে কিছুটা সন্তোষজনক পরিস্থিতিতে ফিরেছেন সৌগত।

সুকান্তকে বাধা, রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ জুলাই : মহেশতলায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এবার বিষয়টিতে সরাসরি পদক্ষেপ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সহ রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে ওই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও জমা দিতে বলা হয়েছে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে।

লোকসভার সচিবালয় জানিয়েছে, এটি স্বাধিকারভঙ্গের এক গম্ভীর উদাহরণ হতে পারে। কারণ, একজন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, গত ২০ জুন স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহেশতলায় গিয়ে বাধা, বিক্ষোভ এবং হামলার মুখে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, দলের এক কর্মীকে দেখতে গেলে পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর নিরাপত্তা ঘেরাটোপ ভেঙে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেন।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান, যা স্বাধিকারভঙ্গের আওতায় পড়ে। সেই অভিযোগ

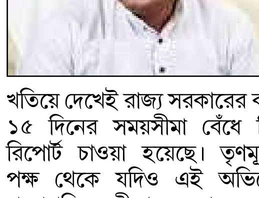

খতিয়ে দেখেই রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। দলের দাবি, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

বাড়ির পথে নাড্ডার ফোন শমীককে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বুধবার তাঁর বিমান দমদমের মাটি ছোঁয়ার আগে থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে সল্টলেকের বিএইচ ৬৬-এর ছোট্ট বাড়িটার সামনে। এটাই রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর ঠিকানা। অপ্রশস্ত সেই রাস্তায় তখন গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। ছোট্ট একফালি বারান্দায় শমীকের অপেক্ষায় অনুগামীদের ভিড়। বেলা ১২টা নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছে শমীক তখন বাড়ির পথে। গাড়িতে সওয়ার শমীকের কাছে এল নাড্ডার ফোন। পরে সঙ্গে থাকা এক নেতা বললেন, 'খুশির খবরটা জানাই ছিল। তবু বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। বিজেপিতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তাই ফোনটা আসার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

সেই ফোনে সরকারিভাবে শমীককে রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। বাড়ি ফিরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে ঠিক ১টা ৫০ মিনিটে দুধসাদা ইনোভা ক্রিস্টায় চেপে সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দিলেন সপার্ষদ শমীক। সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তখন লোকে লোকারণ্য। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে গতকাল থেকেই সাজানো শুরু হয়েছিল দপ্তর। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ২টো। দলীয় দপ্তরে পৌঁছে দোতলায় ছুটলেন মনোনয়নের কাগজপত্র নিয়ে। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সুনীল বনসল, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা। ২টো ৫১ মিনিটে মনোনয়নপত্রে শমীকের স্বাক্ষর করার পর, ১০ প্রস্তাবকের তালিকায় প্রথমে স্বাক্ষর করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাকুল্যে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয় মনোনয়ন পর্ব। এরপরে কসবার ঘটনায় মিছিলে যোগ দিতে বেরিয়ে যান শুভেন্দু। এদিন দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার, জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, এসআরও দীপক বর্মন সহ সাংসদ, বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই শমীক ছুটলেন ৬ মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। রাজ্য দপ্তরের বাইরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বৃহস্পতিবার, রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে। দুপুর দেড়টায় সেখানে ১১তম রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীক ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করবেন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব রাজ্য বিজেপিতে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ আষাঢ় ১৪৩২

কাঠগড়ায় কমিশন

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে এতটা সন্দেহ বোধহয় অতীতে আর কখনও হয়নি। স্বাধীন, স্বশাসিত নির্বাচন কমিশনের সব কাজ সবসময় রাজনৈতিক দলগুলিকে খুশি করে না ঠিকই। বরং উলটোটা ঘটে বারবার। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বা আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মতবিরোধ অতীতে খবরের শিরোনামও হয়েছিল।

কখনও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে, কখনও ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে, আবার কখনও একাধিক দফায় লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট তৈরি করা নিয়ে। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আধাসেনা মোতায়েন নিয়েও বহুবার বিরোধের কেন্দ্রে এসেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও কখনও মনে হয়নি যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে শাসক শিবিরের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে কিংবা শাসক যেমন চাইছে, কমিশন ঠিক সেইভাবে এগোচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট বলে কল্পনা করাটাই এতদিন ছিল কষ্টসাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত সেই ধারণাটা ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তে বিরোধী দল এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নচিহ্ন উঁকি মারছে। এতে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা টাল খাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের মতো নির্বাচন কমিশনের প্রতিও মানুষের আস্থা থাকা উচিত স্বাধীন সংস্থা হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে ভোটের আয়োজন করা। প্রত্যেক নাগরিককে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু কমিশনের বিরুদ্ধে ইদানীং যে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠছে, তাতে তাদের ওপর ন্যস্ত সেই দায়িত্বটাই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাহুল গান্ধি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের গুরুতর অভিযোগ তোলার পর কমিশন একাধিক সাফাই দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাদের ভাবমূর্তিতে কালির দাগ লেগে গিয়েছে।

বিধানসভা ভোট আসন্ন বিহারে। সেখানে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডির একগুচ্ছ প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে সামনের বছর বিধানসভা ভোট। এ রাজ্যেও তৃণমূলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে কমিশন। তৃণমূল এবং আরজেডির প্রবল আপত্তিতে কমিশন খানিকটা পিছু হটলেও মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করার লক্ষ্যেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন করানো হচ্ছে ভোটার তালিকায়। অভিযোগটি কমিশন মানেনি ঠিকই। তবুও এটা ঘটনা যে, হাজারো যুক্তি সাজিয়ে নিজেদের দায়মুক্ত করতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। এর আগে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের বিরোধিতাও হয়েছিল। কিন্তু কমিশন নিজের যুক্তিতে অনড় থাকায় তখন রণে ভঙ্গ দিয়েছিল অভিযোগকারীরা।

অথচ মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় গরমিল, ভোটদানের হারে বিপুল অসামঞ্জস্য নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নে কমিশন অনড় মনোভাব দেখালেও খামতি কিছু কিছু খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের প্রক্রিয়ায় অন্তত দুই বছর লাগবে বলে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব যুক্তি দিয়েছেন। অথচ বিহারে বিধানসভা ভোটের বাকি আর মাত্র তিন থেকে চার মাস। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ওই কর্মযজ্ঞ যে সেরে ফেলা যায় না সেটা কমিশন কেন খেয়াল করল না- প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আবার ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট হলেও ২০০৩ সালকে কেন ভিত্তি হিসেবে ধরা হল- সেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশনার ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়োগ কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে অতীতে কখনও এই ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি।

এই বিড়ম্বনা দূর করতে নির্বাচন কমিশনকেই উদ্যোগী হওয়া উচিত। যাবতীয় অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে অতীতের মতো উজ্জ্বল, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এখন নির্বাচন কমিশনারের প্রধান কর্তব্য।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

স্বপ্নের ঘাসফুল ও স্বপ্নের অপমৃত্যু

স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় আর কখনও দেখা যায়নি।

পরিমল দে

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে নীরদ সি চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' এবং 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' নামে দুটি বই লিখেছিলেন। আজ কোনও বাঙালি লেখক 'স্বপ্নের ঘাসফুল ও আত্মঘাতী তৃণমূল' শিরোনামে বই লিখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং তাঁর দল নিরবচ্ছিন্নভাবে এমন বইয়ের বিষয়বস্তুর চালচিত্র নির্মাণ করে চলেছেন। স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় কখনও দেখা যায়নি।

অথচ বাংলাকে মমতা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাংলাও একসময় মমতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখেছিল। বাংলার 'অগ্নিকন্যা'র ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। প্রমাণ করেছিলেন, 'মানুষই ডিনামাইট। মানুষই চার্জার। মানুষই বড় পাহাড় গুঁড়িয়ে দেয়'। ২০১১ সালের ২১ মে শুধু রাজনৈতিক দল বা ঘাসফুলের পতাকা নয়, এক মানব-সমুদ্র মমতাকে রাজভবন থেকে রাইটার্স পৌঁছে দিয়েছিল। স্লোগান নয়, সেই মানব সমুদ্রের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান। মমতা চলেছেন, সঙ্গে চলেছিল সমগ্র বাংলা।

মমতার কথায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গার কথা। কালীঘাটের টালির চালের কুটিরের সিঁড়িতে বসে আছেন মা গায়ত্রী দেবী। পাশে একটি পা ঈষৎ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রক পরা এক কিশোরী। কুটিরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। হাঁ করে বেরিয়ে আছে নোনাধরা প্রাচীন ইট। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের এক প্রবহমান চিত্ররূপ মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিহ্বল করেছিল তখন।

স্নেহশীলা গায়ত্রী দেবী হয়তো কল্পনা করেননি মমতা একদিন গায়ে সাদা শাড়ি আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করবেন। কলেজ জীবন থেকে কত অপমান-নির্যাতন, কত মার তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু অটল অবিচল প্রাণময় শক্তিকে কোনওকিছুই দমাতে পারেনি। বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যয়কে সামলাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন মমতা। বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে গণদেবতার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। মিছিলের সেই মমতা আজও অপ্রতিরোধ্য। একবার সিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছিলেন, 'বিধানচন্দ্র রায়কে মনে রেখে বলছি, স্বাধীনতার পর বাংলায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মমতার মতো জনপ্রিয়তা কেউ পাননি। আমিও নই'।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি শান্তিনিকেতনে সমাবর্তনে এসে নৈশাহারে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন। একজন ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'বর্তমান সময়ে কে আমাদের আদর্শ হতে পারেন?' রাজীব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কেন মমতা? ওর মতো সৎ সাহসী পরিশ্রমী মেয়েই তো তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত'। রাজীব ও তাঁর মা সোনিয়া, দুজনেই জানতেন মমতা কংগ্রেসের সম্পদ!

সোমেন-মমতা দ্বন্দ্বে সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং অজিত পাঁজার অনুরোধে ১৯৯৭-এ সোনিয়া রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন। সোনিয়ার মনে পড়েছিল, রাজীব তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'হোয়েন মমতা ইজ ফাইটিং দেয়ার মাস্ট বি এ জেনুইন কজ'। মমতাকে কংগ্রেসে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সোনিয়া। শেষবার ১৯৯৭-এর ১৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে রাতপোশাক পরা অবস্থাতেই সোনিয়া তাঁর বেডরুমে মমতাকে ডেকে নিয়েছিলেন।

সোনিয়ার স্নেহভরা দুটি হাত তখন মমতার কাঁধে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃশ্য! তবু শেষরক্ষা হয়নি। অগ্নিকন্যার আগুন নেভেনি। ১৯৯৮-এর ৯ অগাস্ট কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম কেশরী সহ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত। উপস্থিত মমতাবিরোধী সোমেন মিত্র। ওই ইন্ডোরের বাইরে তখন বিশাল সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করলেন- 'তৃণমূল কংগ্রেস'। প্রতীক ঘাসফুল।

এরপর মমতার দীর্ঘ যাত্রা রাজনীতিতে। কখনও কংগ্রেসের হাত ধরে, কখনও বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। নিজের গুরুত্ব এতটাই তৈরি করেছিলেন যে, বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মমতার টালির চালের বাড়িতে তাঁর মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। মমতা বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সুবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। 'ব্রিটানিকা' তাঁর পরিচয় পর্বে 'দিদি' (বিগ সিস্টার) শব্দটি উল্লেখ করেছে। 'দ্য টাইমস ম্যাগাজিন' ২০১২ সালে বিশ্বের একশোজন প্রভাবশালীর মধ্যে বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে মমতার নাম উল্লেখ করেছিল। 'ব্লুম বার্গ মার্কেট ম্যাগাজিন' ২০১২-তে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বের পঞ্চাশজন প্রভাবশালীর মধ্যে একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর স্বপ্নের কন্যাশ্রী ২০১৭-তে ইউনাইটেড নেশনস-এর 'হাইয়েস্ট পাবলিক সার্ভিস ফর গার্লস' সম্মানে ভূষিত হয়। ২০১৪-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'স্কচ অর্ডার অফ মেরিট ফর গুড গভরন্যান্স' পায়। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী-রূপশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে সরকার' এক অভিনব প্রকল্প। 'দুয়ারে সরকার' ভারত সরকারের 'প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত হয়েছে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইন্দিরা গান্ধিকে দেবী দুর্গা সম্বোধন করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার চল্লিশ বছর পর ২০১১-তে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পত্রিকার প্রচ্ছদে মমতাকে দুর্গারূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। প্রচ্ছদে লেখা ছিল, দুর্গতিনাশিনী দশভুজা দেবী দুর্গা।

২০১১-র মিছিলের সেই মমতা, মানুষের মমতা, ২০২৫-এ এসে কি সত্যিই আর মানুষের আছেন? নাকি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন? বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অপশাসন, সন্ত্রাস, হিংসা, হত্যা ঐতিহাসিক রিগিং এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ২০১১-তে মানুষ মমতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মমতা বাংলা, বাঙালিকে ব্যথিত আশাহত এবং মর্মাহত ও প্রতারিত করেছেন। রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি, বিশ্বব্যাপী আন্দোলিত অভয়া কাণ্ড এবং সাম্প্রতিক সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণ ইত্যাদি সেইসব আশাভঙ্গের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বাংলার নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে মমতার শাসনে, যা জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলেরও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই মুহূর্তে ভারত উগ্র হিন্দুত্ব, গো-সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন এবং ধর্মীয় রাজনীতিতে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। নাথুরাম গডসে এখন দেশপ্রেমিক। সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদের ফাঁদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পা মেলালেন। সরকারি অর্থ ব্যয়ে দিঘায় জগন্নাথধাম মন্দির নির্মাণ ও সরকারি অর্থে বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণ করিয়েছেন, যা কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হতে পারে না।

এরপর কি আর 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যমণি হতে পারবেন মমতা? অথচ তিনিই ছিলেন ওই জোটের অন্যতম মুখ এবং এককালের স্ট্রিট ফাইটার। যিনি সততার রাজনীতির কথা বলতেন, তাঁর শাসনে অসততার হাজার উদাহরণ। স্বপ্নভঙ্গের নেত্রী এখন তিনি। স্বচ্ছ প্রশাসন যাঁর আমলে আশা করা আর যায় না। যাঁর সরকার বাংলায় নৈরাজ্যের স্রষ্টা। কবির ভাষায় বলতে হয়, 'কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।' যে স্বপ্ন ছড়িয়ে ঘাসফুল ফুটেছিল বাংলায়, সেই স্বপ্ন আত্মহত্যা করেছে।

(লেখক গান্ধিবাদের গবেষক, প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫২

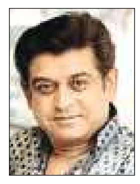

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক অমিতকুমার।

১৯৬২

বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা টম ক্রুজের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

২১শে জুলাই ওরা কলকাতায় ডিম-ভাত খাবে। আমরা উত্তরকন্যায় যাব। সেদিন উত্তরকন্যা অভিযান। কর্মীদের বলছি, নিজের খরচে যাবেন। ভালো করে লড়তে হবে। সেদিন উত্তরকন্যা নড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সরকারকে সরাতে গুলি খেতেও রাজি আছি।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

বাবা কঠোর হলেও মা সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হন। জঙ্গলে একটি সিংহ ঘুমোচ্ছিল। শাবক তাকে বিরক্ত করলে সিংহ রেগে যায়। শাস্তি দেয়। ছুটে আসে সিংহী। বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নেয়। থাবা উঁচিয়ে সতর্ক করে সিংহকে।

ভাইরাল/২

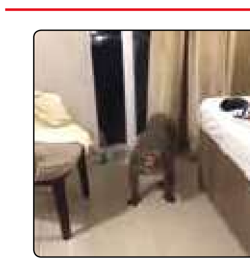

বাঁদরের দাদাগিরি। ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল বাঁদরটি। ভয়ে বাড়ির লোকজন বাইরে পালিয়ে যান। ফ্ল্যাটের দখল নেয় বাঁদর। কেউ ঘরে ঢুকলেই দাঁত খিচিয়ে তেড়ে যায়। ভয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাড়ির লোকদের।

জনমন
জনমত

বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়

প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রের পাতা ওলটালেই নারী ধর্ষণের কিছু না কিছু খবর থাকবেই। এইসব খবর আমরা পড়ি, ছিছি করি, আবার ভুলেও যাই। আসলে পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। সন্দেশখালি থেকে কালীগঞ্জের তামান্না (নির্বাচনের বিজয় উল্লাসে বোমা বিস্ফোরণের বলি) এবং সম্প্রতি কসবার আইনের ছাত্রী। পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ভীতি প্রদর্শন। প্রশ্নে শাসক ঘনিষ্ঠ নেতা। ছাত্র না হয়েও ছাত্র নেতা। কলেজের ক্ষমতার বৃত্তে থাকা নেতা।

প্রশ্ন হল, শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র- কোথাও কি নারী নিরাপদ নয়? বিশেষ করে বাংলায়! রানি ভবানী থেকে মা সারদা, প্রীতিলতা, কাদম্বিনীর বাংলায় নারীর আজ এ কী হাল? রাতের পথ কি নারীর জন্য নয়? শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র কি নারীর জন্য নয়? কোথায় আধুনিক উন্নত শিক্ষা? সবটাই কি চলবে এই ক্ষমতাবানদের দাপটে? বাহুবলীর হাত মাথায় আছে বলে ধর্ষণটাও কি তাদের আধিপত্যের মধ্যে পড়ে?

বাংলার শাসন ক্ষমতার মসনদেও এক নারী। প্রশ্ন তাঁর কাছে, তাঁর প্রশাসনের কাছে। আর নয় অভয়া, তামান্না। আর নয় কসবা। বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়। নিরাপত্তা চায়। বাংলা নিজের মেয়ের আব্রুর বিচার চায়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সিনেমা হলে জাতীয় সংগীতের অবমাননা

ইদানীং সিনেমা শুরুর আগে বিজ্ঞাপন চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে দর্শকদের অনেকেই নিজ নিজ মোবাইলে এতটাই মগ্ন থাকেন যে, জাতীয় সংগীত শুরু হলেও তাঁদের সেই মগ্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মগ্নতা যখন ভাঙে তখন জাতীয় সংগীত হয়তো মাঝপথে। তাছাড়া জাতীয় সংগীত চলাকালীন

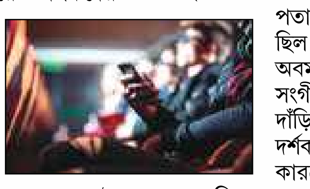

অধিকাংশ দণ্ডায়মান দর্শকের মাঝে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বসে থাকেন। আবার দু'একজন জাতীয় সংগীত চলাকালীন পপকর্নের প্যাকেট হাতে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে সিঁড়ি ভেঙে নিজেদের বসার আসনের দিকে এগোতে থাকেন। পর্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন মনে করেন না। এই অসম্মান কেন? আমাদের জাতীয় সংগীত কি এতটাই সস্তা?

বহু বছর আগে সিনেমাহলের পর্দায় সিনেমা শেষ হওয়ার পর জাতীয় সংগীত সহ জাতীয় পতাকার প্রদর্শন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ক্রমশ এই প্রদর্শনের অবমাননা অর্থাৎ জাতীয় সংগীত চলাকালীন উঠে না দাঁড়িয়ে সিটে বসে থাকা দর্শকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানের কারণেই একসময় এই প্রদর্শন খুব স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় সংগীতের অসম্মান বা অবমাননা করার থেকে প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গৌতমেন্দু নন্দী, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

হারিয়ে যাচ্ছেন উত্তরের গ্রামগঞ্জের কবিরা

রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। স্পষ্ট বক্তব্যে নির্ভীক। তাঁদের হারিয়ে ফেলাটা কষ্টকর।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাস ইলেভেনে পড়ি তখন। সেটা দু'হাজার চার নাগাদ। এক দৈনিক সংবাদপত্রে স্থানীয় সংস্কৃতিচর্চা বিভাগে মাঝেমাঝে কলাম লিখে হাতখরচ চালাই। কী করে যেন খোঁজ পেলাম এক আশ্চর্য কবির, জহিরুল মিয়াঁ। কোচবিহারের ধলুয়াবাড়ি গ্রামে থাকেন। চাকির মোড়, হরিণচওড়া, ঘুঘুমারি ব্রিজ পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে একদিন চলে গেলাম সেখানে। ঘন বেতবনের পাশ দিয়ে সরু মেঠো রাস্তা ধরে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছালাম সেই কবির উঠোনে। একচালা খড়ের ছাউনি দেওয়া একটাই ঘর। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাল ঠুকে ঠুকে কবিতা পড়ছেন জহিরুল। ২০ বছর পরও সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে। রোগা, বেঁটে চেহারা। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। তোবড়ানো গাল। চুল এলোমেলো। কাঁধে ঝোলা। ঘরে পোয়াতি বৌ। যদিও কবিতার মূল্যে এ-দেশে কবি বাঁচে না, তবুও কবিতাই এই কবির জীবিকা।

গ্রামের হাটে ঘুরে ঘুরে জহিরুল কবিতা ফেরি করে বেড়াতেন। যদিও জহিরুল আমার এ লেখার বিষয় নয়। আমার বিষয় শহর থেকে দূরে, অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে নিঃসঙ্গ, নির্জন এই কবিরা, যাঁরা উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে ছিলেন এই কিছুকাল আগেও। সমাজজীবনের কত হানাহানি, নিষিদ্ধ প্রেমের কত না গুঞ্জন এঁদের কবিতায় ছন্দিত। গ্রাম-জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীর সমস্যামূলক ও বৃহত্তর সমাজজীবনের কত না সমস্যা ও অসংগতি এঁদের লেখার উপজীব্য। তাঁদের ঘরে চাল বাড়ন্ত, কিন্তু সমাজজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততায় এঁরা অদ্বিতীয়। রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। কোনও সমালোচকের কলম তাঁদের বিদ্ধ বা বিচলিত করে না। কোনও সম্পাদকের শখের কলমচি তাঁরা নন। নামীদামি পুরস্কারের রহস্য তাঁরা জানেন না। কত প্রাচীনকাল থেকে স্রোতস্বিনী তরঙ্গের মতো, ভোরে গেয়ে ওঠা পাখির সহজ ডাকের মতো এঁদের কবিতা।

জহিরুলকে নিয়ে আমার লেখাটা যখন খবরের কাগজে বেরোয়, কাগজটা নিয়ে জহিরুলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ওঁর একটা মেয়ে হয়েছিল ক'দিন আগে। জন্ডিসে ভুগে সে মরেও গিয়েছে দু'দিন হল। কবিতায় তবু বিরাম নেই জহিরুলের। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তিনি তৈরি, গ্রামের হাটে যাবেন। এই কবিদের কবিতা যেন পটুয়ার পট, কথা দিয়ে আঁকা। সভ্য সমাজে অনাদৃত, কিন্তু গ্রাম্য জীবনের নিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। সাধনা যেন ম্লান করে দেয় জীবনের দারিদ্র্য, অভাব। তবু হতচ্ছাড়া জীবন আর নিশ্চিত অনাহার তাঁদের সব চেষ্টাকেই যেন নষ্ট করে দিয়েছে।

গ্রাম্য জীবনের গহন গভীরে বয়ে চলেছে যে গতিশীল জীবনস্রোত, জহিরুলদের কবিতা তারই বাণীবাহক। প্রতিবাদে, দুঃখে, প্রেমে সে অনন্য। ব্যাপক জনজীবনের এ এক গণসাহিত্য। পালটে যেতে যেতে আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনেক কিছু। এখন হারাতে হারাতে একা। বিশ্ব নৃত্য উৎসবে আমরা জহিরুলদের আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। চাইওনি। তাঁরা থেকে গিয়েছেন নির্জনে। নিঃসঙ্গ। অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে। তাই আমাদের জীবনের উৎসবে ঘাটতি থেকে গিয়েছে প্রচুর। ওই ঘুঙুরের তালে আমরাই পারিনি কান পাততে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে হেটো কবির ঘুঙুরের ক্ষীয়মাণ ধ্বনি মনের এক অজানা জগতে ছায়া ছায়া কোনও চিন্তার জন্ম দিত। সে আর দেয় না এখন।

'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার
অনাহারে গরিবেরা অস্থি-চর্ম সার।
দেশে দেশে খাদ্যাভাব কেন দেখা দিল
কেরোসিনের দাম কেন এত বাড়িল।'

কবিতাকে হাতিয়ার করে অনাহারে ধুঁকতে থাকা এক হেটো কবিকে এই কবিতা বলতে শুনেছিলাম উত্তরবাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গায়ে তাঁর ছেঁড়া জামা, পায়ে ঘুঙুর, কাঁধে ঝোলা, নেচে নেচে বিচিত্র সুরে তিনি তাঁর কথা বলছেন। তাঁকে ঘিরে লোকও জমেছে বিস্তর। কিন্তু এখন? এখন কে চোখ তুলে বলবে, 'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার।' প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা...

(লেখক পেশায় অক্ষরকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮২

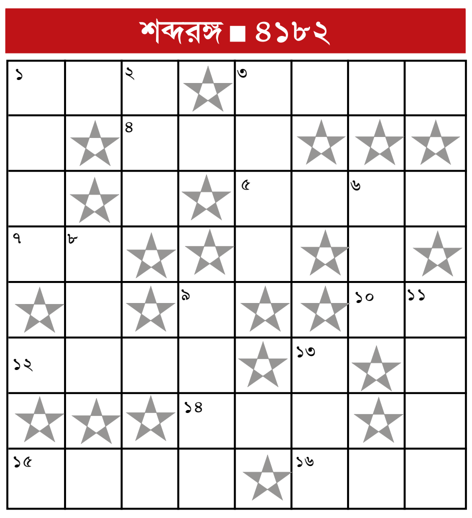

পাশাপাশি : ১। মোটা পশমি কাপড় ৩। জয়পরাজয় ৪। মিথ্যা প্রচার, অপপ্রচার ৫। অস্থিরভাবে ছুটোছুটি ৭। সন্ন্যাসীদের আখড়া ১০। কদম ফুল বা তার গাছ ১২। বিরক্তিকর বাচালতা ১৪। ছাতার আকৃতির গাছ ১৫। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অদ্ভুত ১৬। লক্ষ্মীদেবী, দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, লেবুবিশেষ, রংবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম ২। নেকড়ে বাঘ ৩। আক্রমণকারী ৬। বিদ্যুৎ ৮। বিশেষ ভঙ্গিমাযুক্ত চলন ৯। নাকে পরবার অলংকারবিশেষ ১১। কাচ, চশমাদিতে ব্যবহৃত কাচের গোল চাকতি, আয়না ১৩। দমনকারী, আকস্মিক বেগ, চমক, চমকানো।

সমাধান ■ ৪১৮১

পাশাপাশি : ২। গিরিজায়া ৫। মাইরি ৬। বলশেভিক ৮। হাট ৯। বর ১১। সুন্দরবন ১৩। কাঁদুনি ১৪। মানতাসা।

উপর-নীচ : ১। ধামাধরা ২। গিরি ৩। জাঙ্গাল ৪। বারেক ৬। বট ৭। শেখর ৮। হাঙর ৯। বন ১০। কলানিধি ১১। সুহৃদ ১২। বয়ান ১৩। কাঁসা

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কেন্দ্রের বিদেশনীতিকে খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : পহলগামে জঙ্গি হামলার ৭১ দিন পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কেন নীরব তা জানতে চেয়ে সুর চড়াল তৃণমূল। কেন ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা এখনও ধরা পড়ল না তাও জানতে চেয়েছে তারা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ৫টি প্রশ্নবাণ ছুড়েছিলেন সেগুলিকে সামনে রেখে এদিন ফের সরব হয় তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবারই ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা সহ পাঁচদেশীয় সফরে বেরোন। তাঁর এই বিদেশসফরকে কটাক্ষ করে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আজকের পৃথিবীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। এত বছরের কূটনৈতিক চেষ্টা, গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আজও পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে কোনও আন্তর্জাতিক

পহলগামের ৭১ দিন পার

পদক্ষেপ আনতে পারিনি। এটা কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়? এর জবাব প্রধানমন্ত্রীকেই দিতে হবে।'

বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো সত্ত্বেও বিদেশি রাষ্ট্রগুলি কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দা করল না এবং কেন্দ্রের কূটনৈতিক দৌত্যে কোথায় খামতি ছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া মৈত্র। পহলগাম হামলার পর কেন আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও নিন্দাপ্রস্তাব আদায় করা গেল না, কেনই বা পাকিস্তানকে একঘরে করতে ভারত ব্যর্থ হল সেই প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল।

কেন পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করতে পারল? বিদেশ সফরে গিয়ে কি প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নগুলো তুলছেন, না কি শুধুই প্রচারের কৌশল?

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পাঁচদেশীয় সফরে বেরোলেও পাঁচটি প্রশ্ন থেকে বেরোতে পারবেন না।' তৃণমূলের অভিযোগ, মোদি সরকারের বিদেশনীতি আজ ভগ্নদশার শিকার। পহলগাম হামলার মতো ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে নয়াদিল্লি। দলের সাফ কথা, কূটনীতির মঞ্চে ভারত পিছিয়ে পড়ছে, এবং তার দায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের।

আমি আবার জন্ম নেব : দলাই লামা

চিনা আপত্তি উড়িয়ে উত্তরসূরি বাছাইয়ে সায়

ধরমশালা, ২ জুলাই : জন্ম-মৃত্যু নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু পদ হচ্ছে একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তিব্বতিদের বিশ্বাস, তাঁদের অবিসংবাদী আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামাই পুনর্জন্ম নিয়ে ফের দলাই লামার পদটি গ্রহণ করেন। বুধবার তিব্বতিদের সেই বিশ্বাসকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন বর্তমান দলাই লামা।

তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও দলাই লামার পদটি থাকবে। পুনর্জন্ম নেবেন তিনি। পরবর্তী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বে থাকবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নতুন দলাই লামা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ১৪তম দলাই লামা। তাঁর উত্তরসূরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা চলছিল। একসময় দলাই লামা পদটি তুলে দেওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন খোদ দলাই লামা। কিন্তু এদিন সেই অবস্থান থেকে তাঁর সরে আসা চিনের পক্ষে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে চিন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন নিতে হবে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দলাই লামার উত্তরাধিকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই চিনের অনুমোদন প্রয়োজন। চিনের আইন, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং আচার পালন না করে তিব্বতিদের পরবর্তী আধ্যাত্মিক গুরুর নির্বাচনকে মান্যতা দেওয়া হবে না।' এদিন চিন সরকারের সেই হুঁশিয়ারিকে পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ৬ জুলাই নব্বইয়ে পা দিতে চলা দলাই লামা। তিনি বলেন, 'আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

দলাই লামার ভিডিও বার্তার পর হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের প্রধান পেনপা সেরিং এবং দলাই লামার প্রধান সহযোগী সামধং রিংপোচে। সেরিং বলেন, 'দলাই লামা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করছে তিব্বত সরকার। দলাই লামার জন্মদিন পালনের আগে ধরমশালায় তিব্বতি বৌদ্ধদের যে সম্মেলন শুরু হয়েছে সেখানে উপস্থিত সকলে দলাই লামার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়ে একমত।' রিংপোচে জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে দলাই লামার উত্তরাধিকারীকে বেছে নেওয়া হবে। বুধবারের পর দলাই লামার তরফে এ ব্যাপারে আর কোনও বয়ান জারি করা হবে না।

গত ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের ধর্মগুরু দলাই লামা। তিব্বতিদের বিশ্বাস প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়। দলাই লামাও তার ব্যতিক্রম নন। যাঁরা দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তাঁরা নিশ্চিত হন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম। বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, ১৭৯২-এ চালু হওয়া নিয়ম অনুযায়ী একটি সোনার কলসিতে সম্ভাব্য দলাই লামাদের নাম রাখা হয়। সেখান থেকে নতুন দলাই লামার নাম বেছে নেওয়া হয়। ১৪ তম (বর্তমান) দলাই লামার ক্ষেত্রে সেই প্রথা অনুসরণ করা হয়নি। যদিও খোদ দলাই লামা, নির্বাসিত তিব্বত সরকার বা সাধারণ তিব্বতি কেউই চিনের অবস্থানকে গুরুত্ব দেন না। এবার ভারত থেকে ১৫তম দলাই লামা স্থির হওয়ার ঘটনা ঘরে-বাইরে চাপে ফেলেছে শি জিনপিংয়ের সরকারকে।

এদিকে দলাই লামার ৯০ তম জন্মদিনের আগে গোটা বিশ্ব থেকে ধরমশালায় ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তাঁর অনুগামীরা। নির্বাসিত তিব্বত সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৭ হাজার অতিথি দলাই লামার জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং রিচার্ড গেয়ারের মতো হলিউড তারকা থাকবেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই ধরমশালায় চলে এসেছেন রিচার্ড।

“ আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।
দলাই লামা

মনোনয়নে পুনর্জন্মের বিশ্বাস

- ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু দলাই লামা
- দলাই লামা কোনও ব্যক্তির নাম নয়, একটি পদ
- তিব্বতিদের বিশ্বাস দলাই লামার পুনর্জন্ম হয়
- নতুন দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার আগে নিশ্চিত করা হয় যে উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিই হলেন প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম
- বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল

করোনা টিকার জন্য অকালমৃত্যু 'নয়'

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : করোনা মহামারিতে দেশজুড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে টিকাকরণ হওয়ার পরে সাম্প্রতিককালে কাছে-দূরের বহু মানুষের আকস্মিক ও অকালমৃত্যুতে উদ্বেগ ও প্রশ্ন দু'টিই তীব্র হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি অভিনেত্রী শেফালি জরিওয়ালার মৃত্যু ফের এই প্রশ্ন ও আলোচনাকে সামনে এনেছে। ৪২ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই শিল্পী। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের বাসভবনে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামী পরাগ ত্যাগী তাঁকে আন্ধেরির একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে অভিনেত্রীর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসেনি।

তবে কি মহামারি-পরবর্তী সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের অকালমৃত্যুর সঙ্গে কোনওভাবে করোনা টিকার যোগ রয়েছে? এই সংশয়ের কথা চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তোলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

এতদিনে কোভিড নিয়ে সংশয়ের স্পষ্ট জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ভারতের চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স (এইমস)-এর যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, মহামারির পরে দেশজুড়ে যে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছিল, তার পিছনে করোনা টিকার কোনও ভূমিকা নেই। আইসিএমআর এবং এইমস-এর সম্প্রসারিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হৃদরোগে বা হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে মূলত দায়ী অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, শরীরের পূর্বাবস্থাগত সমস্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে কোভিড-পরবর্তী জটিলতা।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়, 'করোনা টিকা এবং তরুণদের হৃদরোগে মৃত্যুর মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক মেলেনি। বরং গুজব ছড়ালে আইসিএমআর। এই গবেষণাতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না।' তবে গবেষকরা জানিয়েছেন, জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ হতে পারে।

দাবি রিপোর্টে

- করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না
- জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ
- ২০২৩ সালে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং এনসিডিসি

টিকার ওপর মানুষের আস্থা কমবে এবং জনস্বাস্থ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

২০২৩ সালের মে থেকে অগাস্ট পর্যন্ত দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে একটি গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি)। গবেষণার লক্ষ্য ছিল ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের মধ্যে যাঁরা আগে সুস্থ ছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুর কারণ জানা।

দিল্লির এইমসও পৃথক গবেষণা করে, যেখানে যৌথ ভূমিকায় ছিল

গত কয়েক বছরে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে ৪০-৫০ বছর বয়সি বহু তারকার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্ল (৪০), গায়ক কেকে (৫৩), অভিনেতা পুনীত রাজকুমার (৪৬), নির্মাতা রাজ কৌশল (৫০), কৌতুকশিল্পী রাজু শ্রীবাস্তব (৫৮) প্রমুখ। এই ঘটনাগুলিও জনমানসে টিকার নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, 'ভিত্তিহীন দাবি ও গুজব ছড়ালে মানুষ টিকা নিতে ভয় পাবে। অথচ করোনা টিকা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচল, মৃত ৫১

সিমলা, ২ জুলাই : বৃষ্টি থামা দূরের কথা, উত্তরোত্তর তা বাড়ছে। ভয়ংকর বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা, ধসে বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ। টানা ১১ দিন ধরে চলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৫১ জন মারা গিয়েছেন। ছয় ব্যক্তি নিখোঁজ।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তথ্য বলছে, এবারের বৃষ্টিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৩৫৬ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ২০ জুন থেকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারের কাজ চললেও, মৌসম ভবন আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য হিমাচলপ্রদেশে সতর্কতা জারি রেখেছে। ফলে রাজ্যের বিপদ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

অবিশ্রান্ত বর্ষণে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে পূর্ত ও জলশক্তি দপ্তর। রাজ্যের ১,১৫১টি ট্রান্সফর্মার কাজ করছে না। ১৭১টি জলপ্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত। ঝুঁকি তৈরি হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও নিকাশিতে। ৪০৬টি প্রধান ও ছোট রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে জটিল হয়ে পড়েছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। তার মধ্যেও কর্তৃপক্ষ দিন-রাত কাজ চালিয়ে অত্যাবশ্যক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবারের বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মান্ডি জেলা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বারাণসী। বুধবার পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ডুবেছে মন্দিরও।

ধৃত ইনফোসিস কর্মী

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই : ইনফোসিসের এক কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। তিনি বেঙ্গালুরু অফিসের সিনিয়ার অ্যাসোসিয়েট নাগেশ স্বপ্নিল মালি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অফিসের শৌচালয়ে মহিলাদের আপত্তিকর ছবি তুলতেন। ছবি তোলার সময় এক মহিলা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই মহিলা নাগেশ স্বপ্নিলের সন্দেহজনক আচরণ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করেছেন। সোমবার ওই কর্মীকে ছবি তুলতে দেখে অ্যালার্ম বেল বাজান। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

কাঠগড়ায় কি এবার কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি মামলায় সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং তাঁর ছেলে তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আগেই কাঠগড়ায় তুলেছিল ইডি। এবার এই মামলায় কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে তদন্তকারীদের মধ্যে। বুধবার দিল্লির একটি আদালতে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি বলেন, 'আমি এআইসিসিকে অপর অভিযুক্ত হিসেবে রাখিনি ঠিকই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা যদি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ পাই তাহলে কংগ্রেসকেও অভিযুক্ত করতে পারি।'

এদিন ইডি অভিযোগ করে, সোনিয়া ও রাহুলের তরফে কংগ্রেস ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রকাশক সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের (এজেএল) ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল। এএসজি বলেন, 'এজেএল মোটেই লাভের মুখ দেখছিল না। কিন্তু তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকা। তাদের পক্ষে দৈনন্দিন কাজ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তারা কংগ্রেসের থেকে ৯০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'কংগ্রেস এই সংস্থাটির দখল নিতে চেয়েছিল। ৯০ কোটি টাকা ঋণের বিনিময়ে ২ হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ষড়যন্ত্র করে ইয়ং ইন্ডিয়া নামে সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধি এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিলেন।'

গোত্তা খেয়ে বিমান নামল ২৬ হাজার ফুট

টোকিও, ২ জুলাই : আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে!

সোমবার জাপানের একটি যাত্রীবাহী বিমানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। চিনের সাংহাই থেকে টোকিওগামী জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান হঠাৎ মাঝআকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চোখের পলকে প্রায় ২৬,০০০ ফুট নীচে নেমে আসে। এতে আতঙ্কে অনেক যাত্রী তড়িঘড়ি 'উইল' (অন্তিম ইচ্ছাপত্র) লিখে ফেলেন শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ব্যাংক কার্ডের পিন ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন প্রিয়জনদের কাছে। ঘটনাটি ঘটে ৩০ জুন সন্ধ্যায়, স্থানীয় সময় ৬টা ৫৩ মিনিটে। সাংহাই পুডং বিমানবন্দর থেকে টোকিও নারিতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বিমানটি। এটি ছিল জাপান এয়ারলাইন্স ও

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে

তাদের স্বল্পমূল্যের সহযোগী সংস্থা স্প্রিং জাপানের যৌথ ফ্লাইট। বিমানে মোট ১৯১ জন যাত্রী ছিলেন।

হঠাৎই বিমানটি ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ১০ হাজার ৫০০ ফুট নীচে নেমে আসে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে। ওই সময় যাত্রীদের অক্সিজেন মাস্ক পড়ে যায় এবং চাপমাত্রা হঠাৎ কমে যায় বিমানের। অনেক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।একজন যাত্রী বলেন, 'একটা মৃদু বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। তারপরই খসে পড়ল অক্সিজেন মাস্ক। কেবিন ক্রু চিৎকার করে বলছিলেন মাস্ক পরে নিতে—বিমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে।' অনেকে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাস্ক পড়ে যেতেই চোখ খুলে ভয় পেয়ে যান। আতঙ্কে কেউ কেউ তাঁদের উইল লিখতে শুরু করেন এবং আত্মীয়দের ফোন করে ব্যাংক ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন।

দ্রুত 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেই বিমানটি ওসাকার কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামিয়ে আনেন চালক। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ কারণ খোঁজার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি পাইলটের ভুল? নাকি অন্য কোনও সমস্যা? ২ সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও ঠিক কী কারণে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ ভেঙে পড়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট হল না। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ১১ জুলাইয়ের মধ্যে সামনে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই অবস্থায় আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার মুহূর্তের পুনর্নির্মাণ করে বিপর্যয়ের কারণ খোঁজার একটি চেষ্টা করেছেন তদন্তকারীরা। অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের অন্তিম মুহূর্তের পরিস্থিতি আন্দাজ করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তিনজন শিক্ষানবিশ পাইলটকে বেছে নেওয়া হয়। একটি সিমুলেটেড ফ্লাইটে কাজটি করা হয়।

শিক্ষানবিশ পাইলটরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের বৈদ্যুতিক ত্রুটি অনুকরণ করেন। যে পরিস্থিতিতে এআই-১৭১-এর দুটি ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে

এয়ার ইন্ডিয়া

দিয়েছিল, পরীক্ষামূলকভাবে তেমন পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা হয়নি। ককপিটের জ্বালানি সংক্রান্ত সুইচগুলিও পরীক্ষা করে দেখা হয়। দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার, উইং ফ্ল্যাপ ঠিকমতো কাজ করেছিল কি না তাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় শুধুমাত্র ওই কারণগুলির জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে না কোনও বিমান। ঘটনা হচ্ছে, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা এএআইবি যে তদন্ত করছে তারা অবশ্য দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেনি। ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও উদ্ধার করার কাজ চলছে।

তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণের পাশাপাশি বাকি সমস্ত সম্ভাব্য কারণই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিমুলেটর ফ্লাইটে সম্ভাব্য কারণগুলি প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এআই-১৭১-এর ল্যান্ডিং গিয়ার যেহেতু ঠিকমতো কাজ করছিল না এবং বিমানের ডানাতেও সমস্যা ছিল, তাই সেটি টেক অফের পর আর ওপরে উঠতে পারেনি।

ট্রাম্পের হুমকিতে ভীত নই : মামদানি

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানিকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়ে মামদানি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দিলে মামদানিকে গ্রেপ্তার করা হবে। ট্রাম্পের কথায় একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভুত মামদানি বলেছেন, 'আমি ভয় পাওয়ার ছেলে নই।' মঙ্গলবার সরকারিভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষিত হয়েছে অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি ও চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান মামদানির নাম। মেয়র নির্বাচন নভেম্বরে।

মামদানিকে 'কমিউনিস্ট পাগল' বলে অভিহীত করে ট্রাম্প তাঁর হাত থেকে নিউ ইয়র্কবাসীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমি নিউ ইয়র্ক শহরকে বাঁচাব। আরও দুর্দান্ত করে তুলব ।'

মামদানি ট্রাম্প সরকারের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ(আইসিই) অভিযানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর আচমকা উত্থানে শঙ্কিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মামদানির মার্কিন নাগরিত্ব নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা বিষয়টা খুব সতর্কভাবে দেখছি।অনেকেই বলছেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রচুর মানুষ অবৈধভাবে রয়েছেন।'

প্রেসিডেন্টের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়ে জোহরান জানিয়েছেন, ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে আইনগতভাবেই উগান্ডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি। সেটা ১৯৯৮ সাল। তখন তাঁর বয়স সাত।

'প্রেসিডেন্টের কথায় গণতন্ত্র বিপন্ন'

মামদানি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে, আমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে, ডিটেনশন ক্যাম্পে আমাকে আটকে রেখে নির্বাসনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। আমি কিন্তু কোনও আইন ভাঙিনি। আমি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-র ভয়ের রাজত্ব থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে চাই। প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা শুধু গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ নয়, বরং নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য বার্তা। আপনি প্রতিবাদ করলেই টার্গেট হয়ে যাবেন।'

গাজায় সংঘর্ষ বন্ধে রাজি ইজরায়েল

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান, ইজরায়েল-ইরানের পর আরও একটি সংঘাতে রাশ টানার 'কৃতিত্ব দাবি' করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার তিনি জানিয়েছেন, গাজায় ৬০ দিনের জন্য সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। তবে এ ব্যাপারে গাজায় সক্রিয় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সম্মতি যে মেলেনি, ট্রাম্পের কথায় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট। গাজায় সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে হামাসকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, '৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। এই সময়ের মধ্যে গাজায় স্থায়ী শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করব আমরা। তবে হামাস যদি সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি না হয়, তাহলে ওদের কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।' আমেরিকা ছাড়াও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাতার ও মিশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, 'গাজা নিয়ে আজ আমার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইজরায়েলি আধিকারিকদের দীর্ঘ এবং ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। ৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার শর্তগুলি মানতে ইজরায়েল রাজি হয়েছে। আমরা সংঘাত বন্ধের চেষ্টা করছি। কাতারি এবং মিশরীয়রা সংঘর্ষ বিরতির মূল প্রস্তাবটি পেশ করবেন। আমার আশা, মধ্যপ্রাচ্যের মঙ্গলের জন্য হামাস চুক্তিটি গ্রহণ করবে। কারণ, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বরং আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ বিরতির পর গাজায় অনেকটাই কোণঠাসা হামাস। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে ইরান

দাবি ট্রাম্পের

যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে দেশটির পক্ষে আপাতত হামাস, হুতি বা হিজবুল্লাকে সমর্থন এবং সহায়তা জারি রাখা কঠিন। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের পর এবার গাজায় পূর্ণশক্তি নিয়োগের সুযোগ পাবে ইজরায়েল। সেক্ষেত্রে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে আরও রক্তপাতের সম্ভাবনা। গত কয়েক সপ্তাহে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে ২০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। চলতি সংঘাতে প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৪ হাজারের গণ্ডি টপকে গিয়েছে।

বঙ্গে মনরেগা, সিদ্ধান্ত ঝুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা) প্রকল্প পুনরায় চালু করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হল না। যদিও কমিটি স্বীকার করেছে, গত তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে এই প্রকল্পের আওতায় কোনও অর্থ দেয়নি। বৈঠকের প্রথম দিনে মনরেগা সংক্রান্ত একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যাতে রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, বিগত তিন বছরে কেন্দ্র কোনও অর্থ না দেওয়ায় রাজ্য থেকে কোনও তথ্যও পাওয়া যায়নি।

কমিটির চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উল্কা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সাংসদ উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপিরও অধিকাংশ সদস্য বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল অভিনেতা প্রকাশ রাজ ও সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। তবে বিজেপি সাংসদরা তাঁদের কথা না শুনেই হইচই শুরু করে দেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশ রাজ এবং মেধা পাটেকর তাঁদের বক্তব্য না রেখেই সভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

মানবীয় ভূগোল
জনসংখ্যা ও জনবসতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

জনসংখ্যা (Population)

● মানব সম্পদ - মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা প্রভৃতিকে একত্রে মানব সম্পদ বলা হয়। যেমন - শিক্ষকের শিক্ষাদান।

● আদমশুমারি - প্রতি ১০ বছর অন্তর জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে আদমশুমারি বা জনগণনা বলে। ভারতের প্রথম আদমশুমারি শুরু হয় ১৮৭২ সালে। প্রথম সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আদমশুমারি কার্যকরী হয় ১৮৮১ সালে।

● জনসংখ্যা - একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত জীবের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিতভাবে সমাবেশ হওয়াকে জনসংখ্যা বলে। একনজরে ভারতের জনসংখ্যা (২০১১) - জনসংখ্যা - প্রায় ১২১ কোটির বেশি। জনঘনত্ব - ৩৮২ জন/বর্গকিমি।

● জনঘনত্ব - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট ভূমি ও মোট লোকসংখ্যার পরিমাণগত সম্পর্ক বা অনুপাত। কোনও অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং সেই অঞ্চলের ভূমির মোট আয়তনের অনুপাত হল জনঘনত্ব। অর্থাৎ কোনও দেশে প্রতি বর্গকিমিতে যতজন মানুষ বাস করে তাকে ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব বলে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে ৩৮২ জন। অর্থাৎ জনঘনত্বের ধারণাটি পরিমাণগত ও দ্বিমাত্রিক ধারণা।

● ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন - ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন খুবই অসম। গঙ্গা উপত্যকা ও উপকূলীয় অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ কিন্তু হিমালয় ও মরু অঞ্চল বিরলবসতিপূর্ণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কেরল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার ভূমি ও মাটি জনবসতির পক্ষে অনুকূল। অন্যদিকে, হিমালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, রাজস্থান মরুভূমি ও মধ্যভারতের কিছু অঞ্চল নিম্ন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বসবাসের পক্ষে প্রতিকূল।

● লিঙ্গভিত্তিক জনগঠন - প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বোঝায়। যেমন বর্তমানে (২০১১) ভারতে লিঙ্গ অনুপাত - ৯৪০ নারী/১০০০ পুরুষ। কেরলে লিঙ্গ অনুপাত সর্বোচ্চ এবং পঞ্জাবে সর্বনিম্ন।

● প্রজনন - কোনও অঞ্চলের নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রজনন বলে। প্রজনন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশগুলিতে প্রজনন হার কম হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রজনন হার খুব বেশি।

● মরণশীলতা - কোনও অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে যে কোনও কারণে যত সংখ্যক মানুষ মারা যায়, তাকে মরণশীলতা বলা হয়।

● জনস্বল্পতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় কম হলে তাকে জনস্বল্পতা বলে।

● জনাকীর্ণতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় বেশি হলে তাকে জনাকীর্ণতা বলে। যেমন - সামগ্রিকভাবে ভারতের জনসংখ্যা। উল্লেখ্য, কোনও জন্মের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে বেবি বুম বলে।

● শূন্য জনসংখ্যা - যদি জন্মহার এবং মৃত্যুহার সমান হয়, সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার কোনও বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। একে শূন্য বা স্থির বা সুস্থিত জনসংখ্যা বলে। বাস্তবে এই প্রকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা যায় না।

● জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি - কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার কমে গেলে কিংবা ওই স্থানের মানুষ অধিক সংখ্যায় অন্যত্র গমন করলে তাকে জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি বলে। যেমন- জাপান, জার্মানির মতো অতি উন্নত দেশসমূহে ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। সন্তানগ্রহণে অনিচ্ছা এর অন্যতম কারণ। ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনও দেশের পক্ষে কাম্য নয়।

● জন অভিক্ষেপ - কোনও দেশের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ পূর্বাভাসকে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলে। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে পৌঁছোবে তাকে জনবিস্ফোরণ বলা যায়। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১১০০ কোটি অতিক্রম করবে।

● মানুষ-জমি অনুপাত - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার সঙ্গে কার্যকর জমির অনুপাতকে মানুষ-জমি অনুপাত বলা হয়। এই ধারণাটি গুণগত। মানুষ-জমি অনুপাত থেকে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

● কাম্য জনসংখ্যা - কোনও অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদের অনুপাতে গড়ে ওঠা আদর্শ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এটি কোনও দেশ বা অঞ্চলের কার্যকর জমির অনুপাতে গড়ে ওঠে।

● জনসংখ্যার বিস্ফোরণ - কোনও অঞ্চলে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার দ্রুত কমে গেলে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। লভ্য সম্পদের তুলনায় এই জনসংখ্যা খুব বেশি হলে জনসংখ্যার এরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলে। ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিকিৎসার উন্নতির জন্য মৃত্যুহার হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার ক্রমবর্ধমান থাকায় ১৯৫১-’৮১ খ্রিস্টাব্দে জনবিস্ফোরণ ঘটে। ১৯২১ সালকে ভারতের ‘জনসংখ্যার বিভাজন বর্ষ’ বলা হয়। এরপর থেকে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করে।

● বয়স-লিঙ্গ অনুপাত - বয়স অনুসারে নারী-পুরুষের গঠন বিন্যাসের চিত্রায়ন বা উপস্থাপন পদ্ধতিকে বলে বয়স-লিঙ্গ অনুপাত। এর মধ্যে উল্লেখ্য, তরুণ ও মধ্যবয়স্ক জনসংখ্যা যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পদে পরিণত করা যায়, তাকে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ বলে।

● জনসংখ্যা বণ্টনের নিয়ন্ত্রক - (ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক - ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জলসম্পদ, মৃত্তিকা প্রভৃতি। তাই সমতল ও নদী অববাহিকা অঞ্চল বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। (খ) মানবিক নিয়ন্ত্রক - শিল্প, পরিবহণ, প্রশাসনিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রভৃতি।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ - উচ্চ জন্মহার, কম মৃত্যুহার ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, অভিবাসন ইত্যাদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। এর মধ্যে অশিক্ষা, অল্প বয়সে বিবাহ ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি সামাজিক কারণ এবং দারিদ্র্য ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা প্রধান অর্থনৈতিক কারণ। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে চাপ সৃষ্টি করে। এটি বর্তমানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে সূচিত হয়েছে।

● ভারতের পরিবার পরিকল্পনা নীতি - ভারত ১৯৫১ সালে বিশ্বে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে।

● ভারতের গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা - শিল্প ও পরিষেবা খাতে কাজের জন্য শহরমুখী অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগর অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে। অন্যদিকে, গ্রামে জনসংখ্যা বেশি হলেও শহরে জনঘনত্ব বেশি। শহরে সুযোগসুবিধা বেশি থাকায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটে।

● ট্রান্সহিউম্যান্স - পশুপালক যাযাবরদের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে ট্রান্স হিউম্যান্স বলে।

● মেধাপ্রবাহ (Brain Drain) - উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ থেকে বুদ্ধিজীবী, শীর্ষব্যবস্থাপক, গবেষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী প্রমুখ মানুষের উন্নত দেশে দীর্ঘদিনের জন্য স্থানান্তরকে মেধাপ্রবাহ বলে।

● পুশ ফ্যাক্টর - উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অঞ্চলে বা দেশে কর্মের সুযোগের অভাবে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের গমনকে পুশ ফ্যাক্টর বলে।

● মেধা আগমন (Brain Gain) - অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অঞ্চল বা দেশ থেকে উন্নত দেশে অধিক মেধার আগমন বা স্থানান্তরকে মেধা আগমন বলে।

● পুল ফ্যাক্টর - কাজের সুযোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির কারণে শহরে মানুষের আগমনকে পুল ফ্যাক্টর বলে। যেমন - সারা বাংলার মানুষ কলকাতায় গমন করে।

● পরিব্রাজন (Migration) - কোনও অঞ্চল থেকে লোকসংখ্যা বসবাসের উদ্দেশ্যে বাইরে চলে যাওয়াকে দেশত্যাগ (Emigration) এবং বাইরে থেকে মূলত বসবাসের উদ্দেশ্যে লোকসংখ্যার আগমন ঘটলে তাকে অভিবাসন (Immigration) বলে। উভয়ের মিলিত ঘটনাকে একত্রে পরিব্রাজন (Migration) বলে।

● প্রব্রজন – মূলত স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মানুষের গমনই হল প্রব্রজন। কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দূরে বা নিকটে গমন করলে তাকে প্রব্রজন বলা হয়। দেখা যায়, অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলের দিকে পুরুষ প্রব্রজনের হারই বেশি। যেমন - ঋতুগত শ্রমিক, উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য বাইরে যাওয়া, চাকরি সূত্রে যাওয়া প্রভৃতি।

● নিট প্রব্রজন - কোনও একটি অঞ্চলের অন্তঃপ্রব্রজন ও বহিঃপ্রব্রজনের জনসংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে নিট প্রব্রজন বলে। জনগণনার ক্ষেত্রে এই নিট প্রব্রজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *(চলবে)*

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

■ মানবীয় ভূগোলের মূল বিষয়গুলি হল - জনসংখ্যা, জনবসতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি (যেমন কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য) এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন। মানব ভূগোলের মূল দুটি বিষয় হল : জনসংখ্যা ও জনবসতি

■ বিষয়বোধ ও আসন্ন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের কিছু পয়েন্ট দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলোচনা করা হল

■ পরবর্তী সংখ্যায় এই অধ্যায়ের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হবে

তড়িৎ বিশ্লেষণের খুঁটিনাটি

সুদেষ্ণা রায়, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

❑ বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

১) তড়িৎ বিশ্লেষণ-এর সময়
ক) উভয় তড়িদ্দ্বারে বিজারণ ঘটে
খ) উভয় তড়িদ্দ্বারে জারণ ঘটে
গ) ক্যাথোডে বিজারণ এবং অ্যানোডে জারণ ঘটে
ঘ) ক্যাথোডে জারণ এবং অ্যানোডে বিজারণ ঘটে
উত্তর : গ)

২) তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ সংক্রান্ত কোন তথ্যটি সঠিক?
ক) কেবল ভৌত পরিবর্তন ঘটে
খ) যে কোনও অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে
গ) ইলেক্ট্রন দ্বারা তড়িৎ পরিবাহিত হয়
ঘ) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাধারণত রোধ কমে
উত্তর : ঘ)

৩) একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হল
ক) কাঠ
খ) পলিথিন
গ) কাচ
ঘ) গলিত খাদ্য লবণ
উত্তর : ঘ)

৪) যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তা হল
ক) ভোল্টামিটার
খ) গ্যালভানোমিটার
গ) পোটেনশিয়মিটার
ঘ) ভোল্টমিটার
উত্তর : ক)

৫) লোহার ওপর দস্তার প্রলেপ দিতে ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হয়
ক) তামার পাত
খ) দস্তারপাত
গ) লোহার পাত
ঘ) গ্রাফাইট পাত
উত্তর : গ)

❑ শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রশ্নমান ১)

১) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ______ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ।
উত্তর : মৃদু।

২)______ ধাতুগুলিকে তাদের যৌগ থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। উত্তর : সক্রিয়।

৩) বিশুদ্ধ জল তড়িৎ এর ______।
উত্তর : কুপরিবাহী।

৪) ধাতুর তড়িৎ নিষ্কাশনে ক্যাথোডে ____ মুক্ত হয়।
উত্তর : ধাতু।

৫) তড়িৎ বিশ্লেষণে ______ প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। উত্তর : সমতড়িৎ।

❑ সত্য বা মিথ্যা লেখ। (প্রশ্নমান ১)

ক) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের জলীয় দ্রবণে পূর্ণ বিয়োজন ঘটে।
উত্তর : মিথ্যা।

খ) সব মৌলিক পদার্থই তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : মিথ্যা।

গ) ধাতুর তড়িৎ বিশোধনে অ্যানোডের ভর কমে যায়।
উত্তর : সত্য।

ঘ) বিশুদ্ধ জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়।
উত্তর : সত্য।

ঙ) অ্যানোড মাড থেকে তামা ধাতু পাওয়া যায় । উত্তর : মিথ্যা।

❑ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

ক) একটি ক্ষারীয় দ্রবণের নাম লেখো যা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

খ) ইলেক্ট্রোপ্লেটিং-এর জন্য ক্যাথোড হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : যার উপরে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে।

গ) তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটি ধাতুর নাম লেখো।
উত্তর : অ্যালুমিনিয়াম।

ঘ) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে।

ঙ) অ্যানায়নগুলি কোন তড়িদ্দ্বারে ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে?
উত্তর : অ্যানোড।

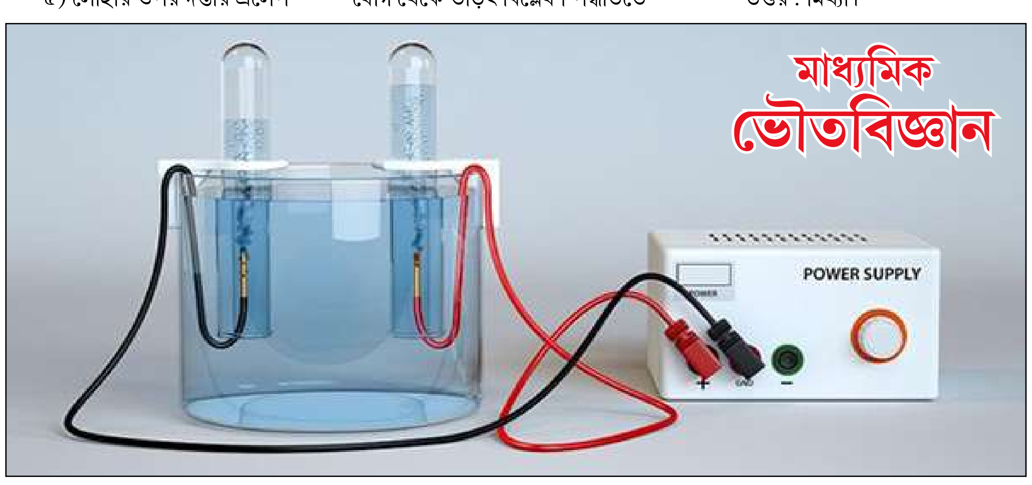

উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ইউনিট-২

এখানে দুটি অধ্যায় আছে – ‘তড়িৎপ্রবাহ ও ওহমের সূত্র’ এবং ‘কার্শফের সূত্রাবলি ও তার প্রয়োগ’। প্রথম অধ্যায়টি থেকে ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িদাধানের প্রবাহ, তাড়না বেগ, সচলতা, ওহমের সূত্র ও তার প্রয়োগ, রোধ ও রোধের সমবায় (শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় ও মিশ্র সমবায়), রোধাঙ্ক ও পরিবাহিতাঙ্ক, তড়িৎ কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ, তড়িৎচালক বল ও বিভবপ্রভেদ, তড়িৎ কোষের শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় এবং মিশ্র সমবায় টপিকগুলোর কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার করতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি থেকে কার্শফের সূত্রাবলি পড়তে হবে এবং কীভাবে কার্শফের প্রথম সূত্র (KCL) ও কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে তড়িৎবর্তনীতে বিভিন্ন শাখায় তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করতে হয় তা শিখে নিতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- হুইটস্টোন ব্রিজ, পোটেনশিওমিটারের নীতি ও তার প্রয়োগ, মিটার ব্রিজ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। এগুলিও ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে নেবে।

ইউনিট-৩

এই ইউনিটের অন্তর্গত অধ্যায় দুটি হল ‘গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র’ এবং ‘চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ’। ‘গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র’ অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এর সঙ্গে বায়ো-সাভার্ট সূত্র, অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথের সূত্র, সূত্র দুটির প্রয়োগ কীভাবে করতে হয় তা ভালোভাবে রপ্ত করে নেবে। লরেঞ্জ বল, সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালা পড়ে নেবে। সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী পরিবাহীর ওপর ক্রিয়াশীল বল, দুটি সমান্তরাল তড়িৎবাহী পরিবাহীর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী প্রবাহ কুণ্ডলীর ওপর ক্রিয়াশীল টর্ক– এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার, অ্যামমিটার ও ভোল্টমিটার এই অধ্যায়ে আছে। এই Device গুলো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। ‘চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ’ অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক-দ্বিমেরু ও চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, ঘূর্ণায়মান একটি ইলেক্ট্রনের চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, চৌম্বক দ্বিমেরুর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বিমেরুর ওপর প্রযুক্ত টর্ক, চৌম্বক বলরেখা, পদার্থের চৌম্বক ধর্ম, হিস্টেরিসিস, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, তড়িৎচুম্বক এবং তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের সমস্ত খুঁটিনাটি খুব ভালোভাবে পড়তে হবে।

ইউনিট-৪

এখানে ‘তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ’ ও ‘পরিবর্তী প্রবাহ’– এই দুটো অধ্যায়ের কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার থাকা চাই। এই দুটো অধ্যায়ের অন্তর্গত সমস্ত টপিক ও সাব-টপিকগুলো ভালোভাবে পড়ে নিলে এই ইউনিট থেকে ৮টি MCQ-ই করতে পারবে। ‘তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ’ অধ্যায় থেকে চৌম্বক প্রবাহ, ফ্যারাডের সূত্রাবলি, আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও প্রবাহমাত্রা, লেঞ্জের সূত্র, ঘূর্ণি প্রবাহ, স্বাবেশাঙ্ক ও পারস্পরিক আবেশাঙ্ক পড়তে হবে। ‘পরিবর্তী প্রবাহ’ থেকে পরিবর্তী প্রবাহের শীর্ষমান, গড় মান ও গড় বর্গের বর্গমূল মান, প্রতিঘাত ও প্রতিবাধা, শুধুমাত্র রোধযুক্ত বর্তনী, আবেশযুক্ত বর্তনী, ধারকযুক্ত বর্তনী, L-R বর্তনী, C-R বর্তনী, L-C-R শ্রেণি বর্তনী, অনুনাদ, L-C স্পন্দক, AC বর্তনীতে ক্ষমতা, ওয়াটবিহীন প্রবাহ, AC জেনারেটর ও ট্রান্সফর্মার– এগুলো পাঠ্যবই থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে।

ইউনিট-৫

এই ইউনিটে আছে ‘তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ’। এখান থেকে সরণ প্রবাহ, তড়িৎচুম্বকত্বের মূল সমীকরণসমূহ, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি পড়তে হবে। এই পাঁচটি ইউনিটের অন্তর্গত সবগুলো টপিকের প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহ একটি খাতায় অধ্যায় ধরে ধরে লিখে রাখবে এবং মাঝে মাঝে সেগুলোতে চোখ বুলাবে। বিভিন্ন গাণিতিক ফর্মুলাগুলো কীভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে হয় সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রপ্ত করে নিতে হবে। প্রতিটি ইউনিট শেষে বেশি বেশি করে MCQ-এর ওপর OMR শিটে মক টেস্ট দিতে হবে। পাঠ্যবই বেশি করে পড়বে। একটি পাঠ্যবই পড়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে একাধিক পাঠ্যবই পড়তে পারো।

পরিশেষে বলব, WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত ফিজিক্সের নতুন পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে লক্ষ রেখে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে WBJEE, JEE (Main), JEE (Advanced), NEET, AIPMT, AFMC, VIT, KIT, BIT, CUET সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর জন্যও তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মুখস্থ না করে যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফিজিক্সের MCQ-এর সঠিক উত্তর দেওয়ার আসল চাবিকাঠি। সিমেস্টার-৩-এ MCQ পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেবে ও নিজের ওপর আস্থা রাখবে, দেখবে পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করবে।

শেক্সপিয়রের নাট্যজগতে জীবনবোধের প্রতিফলন

অজন্তা বসাক, *শিক্ষক*
সেন্ট পলস স্কুল, জলপাইগুড়ি

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের প্রথম সিমেস্টারে সহায়ক পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Rapid Reader, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে শেক্সপিয়রের তিনটি নাটক-Macbeth, Othello এবং As You Like It সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এই নাটকগুলো পূর্ণাঙ্গ রচনার রূপে নয়, বরং সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাঠ্য করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে নাটকের মূল ভাব, চরিত্র, কাহিনী ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে।

এই Rapid Reader অংশটি তোমাদের প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ৪০ নম্বরের মধ্যে Rapid Reader থেকে থাকবে ১০টি Multiple Choice Questions (MCQ)।

কিন্তু শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, শেক্সপিয়রকে পড়ার গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক গভীর। তিনি এমন একজন নাট্যকার যাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা মানব জীবনের আলো-অন্ধকার, শক্তি-দুর্বলতা, প্রেম-ঘৃণা, ক্ষমা-প্রতিশোধের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক চিত্র দেখতে পাই। শেক্সপিয়রের লেখা কেবল সাহিত্য নয়, তা মানব জীবনের আয়না।

Macbeth শুধু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের গল্প নয়, বরং এক মানবিক দুর্বলতা ও আত্মধ্বংসের অন্তর্জগতে প্রবেশ। ট্র্যাজেডির মূল ধারণাটি এখানে স্পষ্ট-নায়ক বড় সাহসী, গুণবান; কিন্তু তার ভেতরের একটি মারাত্মক ত্রুটি (hamartia)-এক্ষেত্রে ‘অবিবেচনাপ্রসূত উচ্চাকাঙ্ক্ষা’-তাকে ধ্বংস করে।

ম্যাকবেথ মূলত ভাগ্যবান হলেও ভবিষ্যদ্বাণী ও স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় সে নৈতিক বিচ্যুতির পথে এগিয়ে যায়। সে জানে সে যা করছে তা ভুল, তবুও করে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডিকে গভীরতা দেয়। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ, ক্ষমতার লোভ নাটককে বিশ্লেষণের উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক স্তরে নিয়ে যায়।

Othello-ও একটি ট্র্যাজেডি, তবে এখানে ট্র্যাজেডির কেন্দ্রবিন্দু হল ‘সন্দেহ ও ভুল বিশ্বাস’। ওথেলো, একজন বর্ণবৈচিত্র্যে ভিন্ন নায়ক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসার কাছে সঁপে দেন। কিন্তু এখানে ইয়াগো নামক শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ খলনায়কের প্রভাবে, সে নিজেকে বিশ্বাস হারানো এক আত্মঘাতী চরিত্রে পরিণত করে। এই নাটকে কোনও অতিপ্রাকৃত উপাদান নেই, নেই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বাহ্যিক চালক; বরং ঈর্ষা, বর্ণবিদ্বেষ, মানসিক চাতুর্য ও প্রতারণা ট্র্যাজেডির ভিত্তি। ওথেলোর দোষ হল তার অতিরিক্ত সরলতা ও অপরের কথায় বিশ্বাস করা। শেক্সপিয়র এখানে দাম্পত্য সম্পর্কের ভঙ্গুরতা, প্রেমে অন্ধত্ব এবং সন্দেহের বিধ্বংসী শক্তিকে মর্মান্তিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

> শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে।

As You Like It একটি রোমান্টিক কৌতুকনাট্য হলেও এর গভীরে রয়েছে আত্মপরিবর্তন ও মুক্তির এক অন্তরধারা। শহরের কঠিন জীবন ছেড়ে চরিত্ররা বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়, যেখানে ছদ্মবেশ, ভুল পরিচয় ও প্রেমের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

রোজালিন, নাটকের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র, শুধুই প্রেমিকা নন-তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি প্রেমিকের মন বুঝতে চেষ্টা করেন এবং একই সঙ্গে নিজের চিন্তা ও স্বাধীনতাও প্রকাশ করেন।

এই নাটকের হাস্যরস গড়ে ওঠে পরিচয় গুলিয়ে যাওয়া, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ও মানবিক দুর্বলতা নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত এক ধরনের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরে-যেখানে চরিত্ররা পুরোনো জট থেকে বেরিয়ে আসে, ভুল ভাঙে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। নাটকের শেষে সবাই মিলিত হয়, প্রেম পরিণয়ে পৌঁছায় এবং যারা বিভ্রান্ত ছিল তারা নিজের অবস্থানকে নতুন চোখে দেখে। এই মিলন ও উপলব্ধিই শেক্সপিয়রের কমেডিকে শুধু বিনোদনের নয়, জীবনবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন করে তোলে।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে। এই দুই ধারার পারস্পরিক বিপরীত অবস্থানই শেক্সপিয়রের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

“Tragedy is the fall from greatness; comedy is the rise to harmony.”

এই দুই নাট্যধারা আমাদের একসঙ্গে শেখায় কাঁদতে এবং হাসতে, ভাবতে এবং উপলব্ধি করতে-শেক্সপিয়রের নাট্যশিল্প তাই চিরন্তন।

দেবার্ঘ্য পাল কোচবিহার সেন্ট মেরিজ প্রাইমারি স্কুলের এলকেজির ছাত্র। আবৃত্তিতে তার পুরস্কার রয়েছে। গান করতে এবং ছবি আঁকতেও ভালোবাসে।

পুঁথি আগলে ধুঁকছে সাহিত্যসভা

বিদেশের গবেষকরা আগ্রহ দেখাচ্ছেন কোচবিহার সাহিত্যসভার লাইব্রেরিতে থাকা প্রাচীন পুঁথি ও বই নিয়ে। কিছুদিন আগে উজবেকিস্তান থেকে একজন গবেষক এসে বৈষ্ণব ব্যাকরণ-এর উপরে গবেষণার কাজ করে গিয়েছেন। আয়ুর্বেদের উপরে কাজ চেয়ে মেল করেছেন কানাডার এক গবেষক। কিন্তু কোচবিহারের এই গ্রন্থাগার নিয়ে আগ্রহ নেই। যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের নেই, যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদেরও নেই, লিখেছেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**।

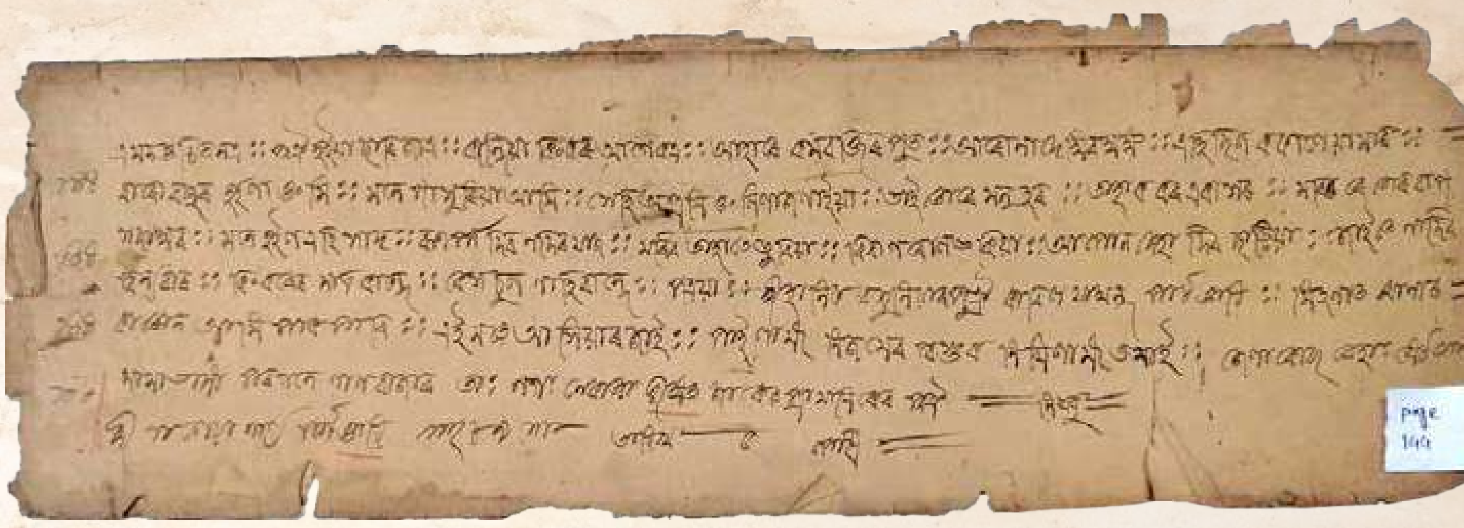

কোচবিহার, ২ জুলাই : আলমারি ভরা বই থাকলেও পাঠকের অভাবে ভুগছে কোচবিহারের সাহিত্যসভা। সাধারণ বইপত্র বাদ দিয়ে এখানে সংস্কৃত, বাংলা সহ বহু প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। জানা গেল, সাহিত্যসভার লাইব্রেরিতে ৮০ জন গ্রাহক থাকলেও নিয়মিত বই নিতে আসেন দুই থেকে তিনজন। লাইব্রেরির প্রতি পাঠকদের এই দূরত্ব ভাবাচ্ছে সাহিত্যসভার গ্রন্থাগার কমিটিকে।

লাইব্রেরি সম্পাদক সিদ্ধার্থ সান্যাল জানান, একটা সময় লাইব্রেরির অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৫ সালে শতবর্ষের পর থেকে লাইব্রেরির হাল ফেরানো হয়েছে। একটা লাইব্রেরি চালাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থের জোগান না থাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৫ হাজার টাকা স্টেট লাইব্রেরির মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে ১৫ হাজার টাকার বই এবং বাকি টাকার আলমারি কেনা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪-এ আর কোনও টাকা পাওয়া যায়নি। লাইব্রেরি চালানোর জন্য চারজন কর্মী রাখা হয়েছে। সাহিত্যসভার হলভাড়া দিয়ে যে টাকা পাওয়া যায় তাই দিয়েই চলে লাইব্রেরির খরচ।

প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে লাইব্রেরির দরজা। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার লাইব্রেরি বন্ধ রাখা হয়। সেই অর্থে পাঠক না এলেও এই লাইব্রেরিতে গবেষকদের আনাগোনা ইদানীং বেড়ে গিয়েছে বলে জানালেন এখানকার এগজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তথা ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাপস পাল। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর উপরে প্রাচীন পুঁথি। বেশিরভাগই সংস্কৃত, কিছু বাংলায় লেখা। এই পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারতের অনুবাদ, মহারাজা প্রাণনারায়ণের সমসাময়িক কিছু পুঁথি, মহাভারতের আদিপর্ব, বিষ্ণু প্রসাদম, রয়েছে অর্জুন মিশ্রের টীকা সংবলিত পুঁথি সহ বহু প্রাচীন পুঁথি। এই পুঁথিগুলোর সবটাই রয়েছে ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্ট-এর তত্ত্বাবধানে।

কোচবিহার সাহিত্য সভা গ্রন্থাগারে পুরোনো বইয়ের সম্ভার।

১৯১৫ সালে প্রিন্স ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসভার এই লাইব্রেরিটি স্থাপনা করেন। বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সহ নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও নিদর্শন এই লাইব্রেরিতে ছিল। পরবর্তীতে বহু জিনিসের আর কোনও খোঁজ মেলে না। এসব সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত যতটুকু প্রাচীন পুঁথি রয়েছে সেগুলো যত্ন করে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন সদস্যরা। প্রাচীন পুঁথিগুলোর ডিজিটালাইজেশন জরুরি হলেও তা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যে পাঠকদের কথা মাথায় রেখে লাইব্রেরি, বর্তমানে সেই পাঠকদেরই বড় অভাব। আক্ষেপ ঝরে পড়ে সিদ্ধার্থ সান্যাল, সোমনাথ ভট্টাচার্যদের গলায়। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, আজকাল আর পাঠক আসছেন না। নতুন জেনারেশন মোবাইল নির্ভর। কোনও কিছু খুঁজতে হলে তো মোবাইলেই পড়ে নিচ্ছে তারা। তবে শুধু নতুন প্রজন্মকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোচবিহারে প্রতি মাসেই প্রচুর পরিমাণে গল্প, কবিতা, গদ্যের বই প্রকাশিত হচ্ছে। এসব বই যাঁরা পড়ছেন কিংবা যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যে কতজনই বা আজকাল লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ দেখান, কোথায় যেন একটা গ্যাপ থেকে গিয়েছে। বললেন সিদ্ধার্থ।

এখনও আছে

লাইব্রেরিতে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর উপরে প্রাচীন পুঁথি রয়েছে

এই পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারতের অনুবাদ

মহারাজা প্রাণনারায়ণের সমসাময়িক কিছু পুঁথি ছাড়াও আছে মহাভারতের আদিপর্ব

বিষ্ণু প্রসাদম, অর্জুন মিশ্রের টীকা সংবলিত বহু পুঁথিও এখানে রয়েছে

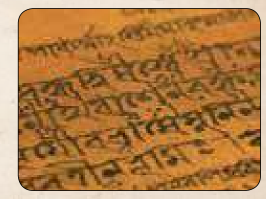

আগে ছিল এখন নেই

আগে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সহ নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাও এই লাইব্রেরিতে ছিল

পরবর্তীতে বহু জিনিসের আর কোনও খোঁজ মেলে না, এখন পুঁথিগুলো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে

চাই উদ্যোগ

পুঁথিগুলোর ডিজিটালাইজেশন জরুরি হলেও তা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য গ্রন্থাগারের নেই

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	২০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১০
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	৩১
ও নেগেটিভ	০
দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৬
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	২

নয়ানজুলিতে প্রৌঢ়ের দেহ

মাথাভাঙ্গা, ২ জুলাই : বুধবার সকালে মাথাভাঙ্গা শহরের কলেজ মোড় সংলগ্ন এলাকায় ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের ধারে নয়ানজুলিতে একজনের মৃতদেহ মেলে। স্থানীয়রা গিয়ে শনাক্ত করেন, মৃত ব্যক্তি এনবিএসটিসি-র মাথাভাঙ্গা ডিপোর ঠিকাকর্মী দেবাশিস দাস ওরফে দেবী (৫৫)। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবাশিস একসময়ে গোলকিপার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

খবর পেয়ে পরিবার এবং মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতের ভাই আশিস দাস জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে দাদা কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা। ডিপোর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম দে জানান, ডিপোতে দু'দফায় বাস সাফাইয়ের কাজ করতেন দেবাশিস। মৃগী সহ একাধিক রোগে ভুগছিলেন। অনুমান, বাড়ি ফেরার পথে নয়ানজুলিতে পড়ে যান। আর উঠতে পারেননি।

পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়। পরে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২ জুলাই : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চুক্তিভিত্তিক গাড়িচালকদের ন্যায় সংস্থার কনডাক্টর ও মেকানিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ও অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের প্রতিবাদে বুধবার আন্দোলনে নামে নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। সংস্থার এমডি-র চেম্বারের সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুণ্ডু, রণজিৎ ধর প্রমুখ।

রাস্তার ধারে প্রাণী জবাই করে মাংস বিক্রি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙা, ২ জুলাই : আইনের তোয়াক্কা না করে মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে চলছে পশু জবাই ও মাংস বিক্রি। মাথাভাঙ্গা পুরসভার উদ্যোগে যে জবাইখানা তৈরি হয়েছিল, সেটি এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, পুরসভার নজরে থাকা সত্ত্বেও কেন এর প্রতিকার করা হচ্ছে না?

পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। জবাইখানা তৈরির ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আধুনিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত জবাইখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। যতদিন পর্যন্ত না তা হচ্ছে, ততদিন প্রকাশ্যে যাতে পশু জবাই না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে। প্রত্যেকের লাইসেন্স রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন বাজারে, রাস্তার ধারে, পাড়ার মোড়ে পশু জবাইয়ের দৃশ্য দেখা যায়। কোথাও কোথাও পশুর দেহাংশ পড়ে থাকে। আবার কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এতে দুর্গন্ধে নাজেহাল হতে হয় শহরবাসীকে। বিষয়টি নিয়ে সরব ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

মাথাভাঙ্গায় রাস্তার ধারে মাংস বিক্রি। - সংবাদচিত্র

সংগঠনের সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, জবাইখানা চালুর দাবি জানিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

স্থানীয় মাংস বিক্রেতা শামসুল মিয়াঁ বলেন, 'আমরাও চাই শহরে ফের স্লটার হাউস তৈরি হোক। প্রকাশ্যে পশু জবাই করতে আমাদেরও ভালো লাগে না। এতে শিশুমনে প্রভাব পড়ে। সেজন্য মাংস বিক্রির জন্য পশু জবাইয়ের জায়গা ঘেরা দিয়ে নিয়েছি।'

পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন অনুযায়ী, জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে ছাগল, ভেড়া জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেই আইন অমান্য করে মাথাভাঙ্গায় দিনের পর দিন প্রকাশ্যে পশু জবাই ও মাংস বিক্রি চলছে। অধিকাংশ মাংস বিক্রেতার লাইসেন্স নেই বলেও অভিযোগ। আইনে জবাইয়ের পর মাংস বিক্রির আগে ছাল ছাড়ানো দেহে নির্দিষ্ট স্ট্যাম্প দেওয়ার কথা। এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে মানা হয় কি না, তা দেখার দায়িত্ব পুর আধিকারিকদের। যাঁরা নিয়ম মানবেন না, তাঁদের গ্রেপ্তার, জরিমানা এবং কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু কোনও নিয়মই ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না।

গাড়ির কাচ ভেঙে চম্পট

তুফানগঞ্জ, ২ জুলাই : বুধবার সাতসকালে ইট ছুড়ে গাড়ির কাচ ভেঙে সাইকেলে চেপে চম্পট দিল এক তরুণ। তুফানগঞ্জ শহরের দুই জায়গায় পরপর এই ধরনের ঘটনা ঘটে। একটি ঘটেছে তুফানগঞ্জের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। আরেকটি ঘটেছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ময়দান সংলগ্ন এলাকায়। এক ব্যবসায়ীর গাড়ির পাশাপাশি সেচ দপ্তরের এক আধিকারিকের গাড়ির কাচও ভাঙা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত একটি গাড়ির মালিক শ্যামল বসু বলেন, 'সকালে বাড়ি ফিরে দেখি গাড়ির কাচ ভাঙা।' পুলিশ জানিয়েছে, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

জন্মদিবস

কোচবিহার, ২ জুলাই : বুধবার দলের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষের জন্মদিবস পালন করল ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকার প্রমুখ।

স্কুল ছুটির পর ভিড় জমেছে রথের মেলায়। বুধবার গুঞ্জবাড়িতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

গরমে পানীয় জল মেলে না স্কুলে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ জুলাই : নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে শহরের রেলগুমটি এলাকার নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুল। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। জলের ট্যাংক থাকলেও সেই জল একেবারেই পানের অযোগ্য। পানীয় জলের সুব্যবস্থা না থাকায় আপাতত কলের জল দিয়েই মিড-ডে মিলের রান্না হচ্ছে বিদ্যালয়ে। পান করবার জন্য পড়ুয়াদের জলও নিয়ে আসতে হচ্ছে বাড়ি থেকেই।

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের ঘরের চাঙড়ের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। এতে স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিক্ষিকাদের মধ্যেও। স্কুলটিতে ভূগোল বিভাগ চালু থাকলেও সেখানে কোনও ল্যাব নেই। একটি ক্লাসরুমে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো হলেও সেখানে যন্ত্রপাতি নেই বললেই চলে। পাঁচ দশকের পুরোনো এই বিদ্যালয়টিতে এতদিনেও গ্রন্থাগারও নেই। বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

নীলকুঠি গার্লস স্কুলে বেহাল পানীয় জলের কল। ছবি : জয়দেব দাস

বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পাপড়ি দাস মহলানবিশ। তিনি বলেন, 'জলের ট্যাংক থাকলেও সেই জলে খুব আয়রন। জলের ফিল্টার থাকলেও সেই জলও খাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য সকলে বাড়ি থেকেই জল নিয়ে আসে। এছাড়াও পুরোনো স্কুল হওয়ায় চাঙড় ভেঙে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটছে।'

১৯৬৮ সালে শহরের রেলগুমটি এলাকায় এই স্কুলটি গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়টিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও পরিকাঠামোগত সমস্যায় দিন-দিন পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে স্কুলটিতে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ২০০ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষিকা রয়েছেন ১৫ জন। এদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আগে পাইপলাইনের জল দিয়ে রান্না করা হলেও দীর্ঘদিন থেকেই কলের জলে রান্না হচ্ছে। জলের পরিস্থিতির প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই তাঁদের একজন বললেন, 'জলের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। পাম্প করলে প্রথমদিকে আয়রনযুক্ত জল পড়ে। কিছুক্ষণ পাম্প করবার পর পরিষ্কার জল বের হলে সেই জল দিয়েই রান্না করি।'

> জলের ট্যাংক থাকলেও সেই জলে খুব আয়রন। জলের ফিল্টার থাকলেও সেই জলও খাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য সকলে বাড়ি থেকেই জল নিয়ে আসে।
>
> **পাপড়ি দাস মহলানবিশ**
> *প্রধান শিক্ষিকা*

বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের রান্নার জন্য কলের জল ব্যবহার করায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। কেন বিষয়টি নিয়ে তারা পদক্ষেপ করছেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিন স্কুলটিতে গিয়ে দেখা গেল, বিদ্যালয়ের মাঠজুড়ে ঘাস ভর্তি। শৌচালয়ে যাতায়াতের রাস্তার দু'পাশও জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবসময়ই আতঙ্কে থাকতে হয় পড়ুয়াদেরও। মিড-ডে মিলের ঘরের সামনে যেতেই দেখা গেল, সংস্কারের অভাবে বারান্দায় টিনের একাংশ বেহাল হয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের পাশাপাশি ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের একাংশও।

মিড-ডে মিলের রান্না করতে কলের জল ব্যবহারের প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার যুক্তি, 'ডিপ টিউবওয়েল থাকায় কলের জলেই ওরা রান্না করে। শুরুর দিকে কিছুটা জল ফেলে দিয়ে পরের দিকে ভালো জল পাচ্ছে। সেই জলেই রান্না হচ্ছে। তবে সেখানে কলপাড় না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা পাওয়া যায়নি।'

পাড়ায় পাড়ায়

হলদিবাড়ি

নালায় জমা জঞ্জালে বাড়ছে মশার দাপট

হলদিবাড়ি, ২ জুলাই : বর্ষার গরমে হলদিবাড়ি শহরে মশার উৎপাত শুরু হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়ে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় মশার উপদ্রব। মশার উপদ্রবে মানুষ ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত স্টেশন ও থানা চত্বর, পিডব্লিউডি মোড়, হাসপাতালপাড়ার মতো এলাকায় মশার উপদ্রব তুলনায় বেশি। পুর নাগরিকদের অভিযোগ, শহরজুড়ে অপরিকল্পিত নিকাশিনালা ও অনিয়মিত আবর্জনা সাফাইয়ের কাজের জন্য সবসময় নালায় দূষিত জল জমে থাকছে। আর এতেই মশার বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। শহরের বাসিন্দা নন্দ দাসের অভিযোগ, 'পাড়ার অধিকাংশ নালা আগাছায় ঢেকেছে, সর্বদাই দূষিত জল জমে থাকছে। নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। তাই মশার উপদ্রব শুরু হয়েছে।' পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী পার্থপ্রতিম ধর জানান, নিকাশিনালার দূষিত জল থেকে জন্ম নেওয়া মশাকুল উৎপাত চালাচ্ছে। এই মশা কোনও প্রাণহানিকর রোগের বাহক নয়। এরা শুধু উৎপাত করে। ডেঙ্গি ছড়ায় না।

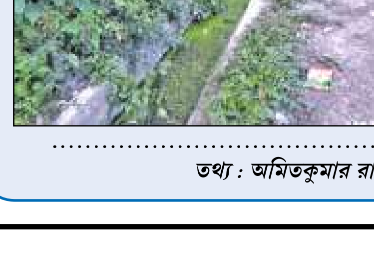

কোচবিহার

মন্দির এলাকায় আবর্জনায় ক্ষোভ

কোচবিহার, ২ জুলাই : মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দিনের পর দিন ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। যার জেরে ক্ষোভের পারদ চড়ছে এলাকাবাসীর। প্রায় সারাদিনই ওই এলাকায় আবর্জনা পড়ে থাকায় দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত পথচারী থেকে শুরু করে স্থানীয়দের। এই ঘটনা শহরের রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের রাজমাতা মন্দির সংলগ্ন এলাকার। বিষয়টি দেখা সত্ত্বেও কেন পুরসভা কিংবা স্থানীয় কাউন্সিলারের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার পম্পা ভট্টাচার্য বলেন, 'পুরসভার গাড়ি প্রতিদিনই বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে। এভাবে রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলা উচিত নয়।'

এদিন ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। পথচারী সৌম্যদীপ বিশ্বাস বলেন, 'মাঝেমধ্যে রাস্তার ওপরেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকছে আবর্জনা। মন্দিরের পাশে এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'মন্দিরের পাশে এভাবে আবর্জনা ফেলায় পর্যটকদের মনেও ভুল বার্তা যায়। বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলারের আরও কড়া হওয়া উচিত।'

তথ্য : অমিতকুমার রায় ও দেবদর্শন চন্দ, ছবি : জয়দেব দাস

হুটোপাটি কিশোরদের।। *জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

অবশেষে দিল্লিতে মুক্ত সাতজন

রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেখার পর রেহাই দিনহাটাবাসীর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ জুলাই : অবশেষে স্বস্তি। ঠিক ছয়দিনের মাথায় বলরামপুর রোডের সাবেক ছিটমহলের একজন মহিলা ও তিনজন শিশু সহ মোট সাতজনকে ছেড়ে দিল দিল্লি পুলিশ।

বাংলা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছিল। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেখার পর পুলিশ বিষয়টি বুঝতে পারলে মঙ্গলবার রাতে তাঁদের ছাড়া হয়। এখন অপেক্ষা শুধু ঘরে ফেরার।

ছাড়া পাওয়ার পর দিল্লি থেকে ফোনে সামসুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা যেসব কাগজ দিয়েছিলাম সেগুলি দেখে বুঝতে দিল্লি পুলিশের সমস্যা হয়েছিল। এর জন্যই এতটা সময় লাগল। এরপর রেসিডেন্সিয়াল কাগজ দেখে তারা বিষয়টি বুঝতে পারে। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আমাদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশ কোনও খারাপ আচরণ করেনি। টিকিট পেলেই বাড়ি ফিরব।'

এ ব্যাপারে দিনহাটা মহকুমা

সামসুল হকদের অপেক্ষায় দিনহাটায় সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা।

পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'মুক্তি পাওয়ার খবর পেয়ে দিনহাটায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা নিজেরাই টিকিট কেটে ফিরছেন বলে শুনেছি। তাঁদের কোনওরকম সহযোগিতা দরকার হলে আমরা পাশে আছি।'

গত ২৫ জুন দিল্লির শালিমার বাগ থানার পুলিশ প্রথমে সাবেক ছিটমহলের তিনজন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করে। পরবর্তীতে তাঁদের কাগজ দেখাতে দিনহাটা থেকে পরিবারের কয়েকজন দিল্লি গেলে তাঁদেরও আটক করা হয়।

এরপর পরিবারের বাকি সদস্যরা বৈধ কাগজ নিয়ে কখনও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর দ্বারস্থ হন তো আবার কখনও দিনহাটা থানায় যান। এরপর দিনহাটা থানার তরফে শুরু হয় যোগাযোগ। এর মাঝেই সাবেক ছিটের বাসিন্দারা দিনহাটা মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবিপত্রও পেশ করেন। যেখানে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনার দাবি জানান। এরপর মঙ্গলবার রাতেই দিনহাটায় খবর আসে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উদয়ন বলেন, 'তাঁদের অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁরা জন্মসূত্রেই ভারতীয়। দেশের যে কোনও প্রান্তে যাওয়ার অধিকার আছে। আসলে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপি একটি বাঙালি বিরোধী হাওয়া তৈরি করছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া জরুরি।'

যদিও এটা একেবারে প্রশাসনিক স্তরের ব্যাপার বলেই জানিয়েছেন বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। তাই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি না করারই নিদান দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, প্রিয়জনেরা অবশেষে ছাড়া পাওয়ায় খুশির হাওয়া এখন সাবেক ছিটমহলে।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক মিয়াঁর কথায়, 'খুব ভালো লাগছে অবশেষে ছয়দিনের মাথায় তাঁরা ছাড়া পেল। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে টিকিট পেলেই রওনা হবেন। পরবর্তীতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সেবিষয়টিও প্রশাসনের দেখা উচিত। কেননা পেট চালাতে বাইরে কাজ করতে যেতেই হয়, সেখানে গিয়ে বারবার এভাবে সমস্যায় পড়লে আমরা কী করে খাব? সেটাও প্রশাসনকে বুঝতে হবে।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা হাফিজুল মিয়াঁ।

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

প্রথম পাতার পর

নাম চূড়ান্ত করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি দলের রাজ্য শাখার মুখপাত্রের দায়িত্ব সামলেছেন। সংঘ-ঘনিষ্ঠ শমীক এখন রাজ্যসভার সাংসদ।

রাজ্য সভাপতির দৌড়ে অবশ্য রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম শোনা গিয়েছিল। সুকান্তকেও রেখে দেওয়া হতে পারে আলোচনা ছিল গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে শমীকের শিকে ছিঁড়ল, তার পিছনে সংঘের ভূমিকাই প্রধান। কেননা, এবার বাংলায় রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দলের রাশ হাতে রাখতে মরিয়া ছিল আরএসএস। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সংঘ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের পছন্দই চূড়ান্ত বলে মানতে হবে।

আরএসএস-এর এই একরোখা মনোভাবের জন্যই যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উত্তরসূরি বাছতে দেরি হচ্ছে, তেমনই রাজ্যেও অনেক গড়িমসি চলল। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবিলায় মহিলা মুখ হিসাবে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম নিয়েও চর্চা হয়েছিল। খবর ছড়ায় যে, অগ্নিমিত্রাকে রাজ্য সভাপতি পদে দেখতে চান শুভেন্দু। সেই প্রস্তাবে সরাসরি না বলে দেয় সংঘ।

সংঘের পছন্দের তালিকায় দিলীপ ঘোষ থাকলেও তিনি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিন গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদল হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়াকেও ভালোভাবে নেয়নি সংঘ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই পরিস্থিতিতে দলের বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও শমীকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

সভাপতি হওয়ার পর যাতে গোষ্ঠীতন্ত্রে বিব্রত হতে না হয়, সেজন্য প্রথম দিনই যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন শমীক। তিনি বলেন, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হলেন, তার ওপর রাজ্য রাজনীতি নির্ভর করে না। রাজ্যের মানুষ এই সরকার বদলের জন্য মুখিয়ে রয়েছে।' বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরেন শমীক। দমদম বিমানবন্দরে নেমে বাড়ি ফেরার পথে ফোন পান সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য শমীককে নির্দেশ দেন তিনি। এরপর বাকি পর্ব ছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার।

বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি হরিপদ ভারতীর হাত ধরে রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল শমীকের। দিলীপ কার্যত ব্রাত্য হওয়ার পর শমীকের সভাপতি হওয়ার খবরে উজ্জীবিত আদি বিজেপি। তাদের উদ্দেশে প্রথমেই শমীকের বার্তা, নতুন-পুরোনো সকলকে নিয়েই চলবে বিজেপি। তাঁর কথায়, 'আটের দশকে যাঁরা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে নিশ্চিত জেনেও নিজের গচ্ছিত টাকা ভেঙে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তাঁদের মনে না রাখলে বিজেপি কোনওদিন সফল হতে পারবে না।'

ট্রলি ঠেলছেন পরিজন

প্রথম পাতার পর

তবে তাঁর দাবি, 'কর্মীর অভাবের মধ্যেও আমরা স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকের অভাব নতুন কিছু নয়। স্বাস্থ্য দপ্তর বরাবরই দাবি করে, চিকিৎসক নিয়োগের জন্য নির্দেশিকা দিলেও কাজ করার জন্য তাঁদের আর পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রুপ-ডি সহ অন্য পদগুলিতে নিয়োগ হচ্ছে না কেন? রোগীর পরিজনরা এই প্রশ্নই তুলছেন। হাসপাতালে পরিষেবা সচল রাখার জন্য সেখানকার কর্মীদের অনেক বড় ভূমিকা থাকে। ফলে তাঁদের অভাব থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবার মান কমছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

টাকা দিয়ে ধামাচাপার চেষ্টা

যৌন নির্যাতনে ধৃত তৃণমূল কর্মী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২ জুলাই : ১২ বছরের মেয়ের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ৬২ বছরের ওই তৃণমূল কর্মী এলাকার দলীয় পার্টি অফিসের কেয়ারটেকার বলে জানা গিয়েছে। পার্টি অফিসের পাশেই তার বাড়ি। অভিযোগ, ঘটনার পর ওই তৃণমূল কর্মীকে বাঁচানোর জন্য সালিশি সভা করে মিটমাট করার চেষ্টা করা হয়। টাকা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ঘটনাটি জানানোর পর তাঁরাও এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। যাতে থানায় কেউ অভিযোগ না জানান, সে কথাও বলা হয়। অভিযুক্তর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় নির্যাতিতার পরিবারকে।

এর মধ্যে প্রায় এক মাস সময় চলে যায়। এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরেই ওই নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ান। পরে নির্যাতিতার বাবা থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে বুধবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। গ্রাম্য সালিশি সভা বসিয়ে টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করেন তাঁরা। আমরা এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছি। তৃণমূল এই ধরনের অপকর্মকে সবসময় আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি। তাদের সবরকম সাহায্য আমরা করব।'

যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, নির্যাতিতার পরিবারকে কেউ অভিযোগ জানাতে নিষেধ করেনি। বিজেপি এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সভাপতি পরিতোষ বর্মন বলেন, 'অভিযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক, এটাই চাই। আমাদের দলের কোনও কর্মী বা নেতা কোনও সময়ই কোনও অভিযুক্তকে আড়াল করার কোনও চেষ্টা করেন না। এসব মিথ্যা

> এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ আসে। নাবালিকা এবং তার পরিবারের লোকেদের ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
>
> **দেবাশিসরঞ্জন দেব** ওসি শামুকতলা রোড ফাঁড়ি

অভিযোগ রটানো হচ্ছে। সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এই ঘটনাকে যদি কেউ আড়াল করার চেষ্টা করে করে থাকে তার বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা নিক, সেটাই চাই।'

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব বলেন, 'এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ আসে। ১১২ নম্বরে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। নাবালিকা এবং তার পরিবারের লোকেদের ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

একটু জল পাই কোথায়?

প্রথম পাতার পর

আর সেই কাজ করতে গিয়ে পুরোনো পাইপলাইন আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখন গোটা দিনহাটা শহর পানীয় জলের সমস্যায় ধুঁকছে। বিশেষ করে গত ছয় মাস ধরে এই সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

শহরের বাসিন্দা অভীক সরকারের কথায়, 'দিনহাটা শহরে অধিকাংশ মানুষ পুরসভার পানীয় জলের ওপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে সময়ের আগে জল চলে যাওয়ায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে।' ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রিয়া সাহার কথায়, 'বাড়ির সামনে এখনও পর্যন্ত পাইপলাইনই যায়নি। ফলে বাড়িতে পানীয় জলও আসেনি। অগত্যা দূর থেকেই সংগ্রহ করতে হয় পানীয় জল।' প্রশ্ন হল, পরিষেবা ঠিক করবে কে? ভাইস চেয়ারম্যান সাবির বলেন, 'পিএইচই'র কাছে বিষয়টি জানালে তারা বলছে এমইডি দেখবে। আবার এমইডিকে বলে তারা জানাচ্ছে পিএইচই দেখবে। একে অপরের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।'

সমস্যার কথা মেনে নিয়ে পিএইচি'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, 'এমনিতেই আমাদের পুরোনো লাইনে কিছু সমস্যা রয়েছে। তার ওপর এমইডি পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু করার আমাদের পুরোনো লাইন বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে সমস্যা বাড়ছে। আমরা আগামী মঙ্গলবার এমইডির সঙ্গে বৈঠকে বসব।' এদিকে, এমইডির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অভিনন্দন দিন্দা বলছেন, তাঁরা এমন বৈঠকের কথা জানেনই না। বললেন, 'আমাদের কাজের ফলে পুরোনো পাইপলাইনের যেটুকু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা আমরা মেরামত করে দেব, আগেই বলেছি। পিএইচই'র সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে এখনও আমাকে কেউ কিছু জানায়নি।'

সিসিটিভিতে নজরদারি বৃদ্ধি

কসবা কাণ্ডের পর কলেজগুলিতে তৎপরতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : কসবা কাণ্ডের পর রাজ্যের কলেজগুলির নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন রয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অভিভাবকরাও চিন্তিত। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলেজের কোন অংশগুলিতে নজরদারি প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই অংশগুলি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে নজরদারি বাড়ানোর সঙ্গে কসবা কাণ্ডের কোনও যোগ নেই বলেই কলেজগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজ চত্বর অনেকটাই বড়। সেই তুলনায় কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে। কলেজে নজরদারির জন্য বিভিন্ন অংশে মোট ১৬টি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। হাতেগোনা সেই ক্যামেরা দিয়ে এতবড় কলেজে পুরোপুরি নজরদারি সম্ভব হয় না বললেই চলে। সেই কারণে কলেজে

উদ্যোগ

- শিলিগুড়ি কলেজ চত্বরের জন্য পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে
- শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে ১৪৮টি সিসিটিভি রয়েছে
- মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে
- তারপরও কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে

নতুন করে ৬৪টি ক্যামেরা বসানো হবে। বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'আগেই কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি বাছাই করে সেখানে দ্রুত ক্যামেরা বসানো হবে। কলেজের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যে বাছাই করা হয়েছে।'

শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে আগে থেকেই ১৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে গোটা চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে। কলেজের ক্লাসেও ক্যামেরা বসানো রয়েছে। কিন্তু তারপরও কলেজের কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলেন, 'কলেজের প্রয়োজনমতো আরও কিছু ক্যামেরা বসানো হতে পারে।' মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বলে খবর। পাশাপাশি কলেজে যাতে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে না পারে, সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ছাত্রীদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়, তা নিয়ে কর্মশালা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কলেজের আয়তনের তুলনায় সিসিটিভি ক্যামেরা কম। সেই সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। কলেজের অফিসার ইনচার্জ ডঃ ময়ূখ সরকার বলেন, 'কলেজে ২৫টি ক্যামেরা হয়েছে। সেই সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। যেহেতু সরকারি কলেজ তাই ফান্ডের জন্য শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

প্রথম পাতার পর

নিতে আসা দু'চারজন অতিথি শিক্ষকের বদান্যতায় জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে চলছে দুই বিশ্ববিদ্যালয়। মংপুর আইটিআইয়ে বোর্ড সাঁটিয়ে চালানো হচ্ছে হিল বিশ্ববিদ্যালয়। পাহাড়ের এক কোণে থাকা ওই এলাকায় যাতায়াত বা থাকার ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়াদের জন্য করা হয়নি হস্টেলের ব্যবস্থা। ফলে ক্লাস হয় না বললেই চলে। কয়েকটি কলেজের শিক্ষকদের মাঝেমধ্যে ক্লাস নেওয়ার জন্য বলেকয়ে রাজি করিয়েছিলেন প্রশাসনের কর্তারা। তবে তাঁদের থাকা বা যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক না মেলায় শিক্ষকরা মংপুমুখী হচ্ছেন না।

ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রচার করা হয়েছিল তার দুর্দশায় হতাশ পাহাড়ের শিক্ষাবিদ থেকে নেতা সকলেই। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কথা, 'আমরা বারবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে অনুরোধ করেছি দ্রুত পরিকাঠামো তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় সচল কার হোক। সত্যি কথা বলতে, যতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ হওয়া দরকার তা হয়নি। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।' দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক অমর লামার বক্তব্য, 'মংপুতে যা হচ্ছে সেভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার।'

স্থানীয়রা রসিকতা করে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছেন 'ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়'। ২০২১-এ শুরুর সময় একটি সরকারি ভবনও জোটেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে। বালুরঘাটের উত্তর চকভবানী এলাকার এক চিকিৎসকের বাড়ি ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০২৩ সালে ঠিকানা বদলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে যায় বালুরঘাট মহিলা কলেজের একটি ভবনে।

বছর খানেক আগে দ্বিতীয়বার জায়গা বদলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলছে বালুরঘাট বিএড কলেজের একটি পরিত্যক্ত হস্টেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিমানবন্দরের পাশে একটি জমি চিহ্নিত হলেও যা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। কাগজে-কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ-দুয়েক পড়ুয়া রয়েছে। তবে আদৌ তাঁরা কতটা শিক্ষা পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দশায় ক্ষুব্ধ জেলার শিক্ষক মহল। সাহিত্যিক বিশ্বনাথ লাহার কথা, 'একটি বেসরকারি সংস্থার ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

যদিও আশা ছাড়ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণবকুমার ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা সবরকমভাবেই চেষ্টা করছি। সমস্যা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাবেই পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, পরিকাঠামো তৈরির আর্থিক সহযোগিতা পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ১২-বি ধারায় অনুমোদন পাওয়া বাধ্যতামূলক। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটিই এখনও সেই অনুমোদন পায়নি। ডিগ্রি প্রদানের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের বাধ্যতামূলক ২-এফ ধারায় অনুমোদন আছে কি না তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সবমিলিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। (চলবে)

'বুড়ো' ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

প্রথম পাতার পর

বিষাদও আছে বৈকি! টয়ট্রেন নিয়ে প্রচার বাড়লেও পরিকাঠামোর কিন্তু উন্নতি হয়নি এতটুকু। বরং বিগড়েছে। অন্তত গত এক বছরে খেলনাগাড়ির বারবার লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা এই তত্ত্বেই সিলমোহর দিচ্ছে।

মূলত শিলিগুড়ি জংশন, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ, দার্জিলিংয়েই ইঞ্জিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, দক্ষ কর্মীর সংখ্যা কম হওয়ায় সময়মতো সব ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। যে কারণে কোনও ইঞ্জিনের চাকা ক্ষয়ে গিয়েছে, তো কোনও ইঞ্জিনের হুইল সকারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও ইঞ্জিনের আবার ব্রেক বাইন্ডিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। যে কারণে ইঞ্জিনগুলি প্রায়ই বিগড়ে যাচ্ছে। ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইঞ্জিনগুলির ক্ষমতাও কমে এসেছে। তাই কামরা সমেত ওপরে ওঠার সময় লাইনচ্যুত হচ্ছে। কিছু জায়গায় ট্র্যাকেরও সমস্যা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা।

সম্প্রতি সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত ট্র্যাক এবং স্লিপার বদলেছে রেল। কাঠের পুরোনো স্লিপার তুলে দিয়ে কংক্রিটের স্লিপার বসানো হয়েছে। কিন্তু এরপরও এই এলাকাতে পাঁচবারেরও বেশি টয়ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে অতিসম্প্রতি। তাই টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন করা দরকার, তেমনই প্রয়োজন সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের। এমনটাই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে একটি বৈঠক হয়েছিল। আমরা সেখানে বলে এসেছি, আগে দখলদারি সরাতে হবে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। বিষয়টি আবারও লিখিতভাবে রেলকে জানাচ্ছি।'

ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু বলছেন, 'গোটা পথেই দখলদারির একটা সমস্যা রয়েছে। এটার সমাধান প্রয়োজন। তারজন্য রেলকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় কমিটি তৈরি করে কাজ করতে হবে।'

নিশিগঞ্জে রাজ্য সড়কের পাশে ফুটপাথ ঢেকেছে পার্থেনিয়ামের ঝাড়ে।

পার্থেনিয়ামে ঢেকেছে রাজ্য সড়কের দুইপাশ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২ জুলাই : কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের দুইপাশ ছেয়ে গিয়েছে বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের ঝোপঝাড়ে। এই গাছ শুধু মানুষের জন্যই নয়, গবাদিপশুর জন্যও খুব ক্ষতিকারক। নিশিগঞ্জের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে পার্থেনিয়ামের ঝোপ। ফলে এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। স্থানীয়দের কথায়, কয়েক বছর আগেও এলাকায় এই বিষাক্ত গাছ এত দেখা যেত না। নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'রাজ্য সড়কের দুইপাশে গজিয়ে ওঠা পার্থেনিয়ামের ঝাড় পরিষ্কার করার জন্য দ্রুত পূর্ত দপ্তরকে জানাব।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত দেবনাথ জানান, রাজ্য সড়কের দুইপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। কিন্তু এই সবুজে মিশে আছে বিষ। নিশিগঞ্জ দমকলকেন্দ্র থেকে মানাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার দুইপাশ ছেয়ে গিয়েছে পার্থেনিয়ামের ঝোপে। কয়েক বছর আগেও শুধু নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে অল্প কিছু পার্থেনিয়াম গাছ দেখা যেত। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তখন এই বিষাক্ত ঝোপ কেটে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আবার এলাকাজুড়ে পার্থেনিয়ামের ঝোপে ঢেকে গিয়েছে।

পার্থেনিয়ামের পাতা, বীজ, ফুলের রেণু সবই বিষাক্ত। তাই মানবদেহে এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই গাছের ফুলের রেণু ফুসফুসে ঢুকলে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট হয়। চিকিৎসকরা জানান, এই গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পার্থেনিয়াম শস্য খেতে বংশবিস্তার করলে সেই খেতের উৎপাদন শক্তি কমে যায় বলে জানিয়েছেন এক কৃষি আধিকারিক।

বিজ্ঞানকর্মী নীলাঞ্জন সাহা বলেন, 'শুধু পার্থেনিয়াম গাছ কেটে ফেললেই হবে না। গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। নাহলে এই গাছ আবার বংশবিস্তার করে।'

যদিও স্থানীয় গ্রামবাসীর আক্ষেপ, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও এই গাছ নষ্ট করতে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবিষয়ে নিশিগঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই তাঁরা রাস্তার দুইপাশের পার্থেনিয়ামের ঝাড় নির্মূল করার জন্য অভিযানে নামবেন।

টোটো দুর্ঘটনা

গয়েরকাটা, ২ জুলাই : বাবার নতুন কেনা টোটোয় বন্ধুদের চাপিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নাবালক। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে অন্য আরেক নাবালক সহ দুজন। বুধবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায়। সেই দুর্ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, কেন নাবালকরা টোটো চালাবে। কেন প্রশাসনের কোনও নজরদারি থাকবে না।

বিনাশ্রম কারাদণ্ড

প্রথম পাতার পর

কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, সেটা হাসিনার বলে অভিযোগে তাঁর ও শাকিলের বিরুদ্ধে ট্রাইবিউনালে মামলা দায়ের করেছিল বাংলাদেশ সরকার।

ওই ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বুধবার জানান, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাকারী, তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ যাঁরা বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ওই অডিওতে একাধিক হুমকি দিতে শোনা গিয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়ের করা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাজা দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা এবং শাকিল যেদিন আত্মসমর্পণ করবেন অথবা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে, সেদিন থেকে এই সাজা কার্যকর হবে। যে ফোনালাপকে ধরে মামলা এগিয়েছে, সেটি সত্য বলে দাবি করেছে সরকার। হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী একগুচ্ছ মামলা চলছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতে হাসিনার উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, 'স্বৈরাচার যেন আর কখনও ফিরে আসতে না পারে, সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা প্রতিবছর এই দিনটা উদযাপন করব যাতে আবার এই অভ্যুত্থান করার জন্য ১৬ বছর অপেক্ষা করতে না হয়। যাতে স্বৈরাচারের চিহ্ন দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ আমরা তার বিনাশ করতে পারি।'

বুমরাহর খেলা উচিত ছিল

তোপ শাস্ত্রীর

ফিট থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নিল না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনামাফিক বিশ্রামে জসপ্রীত বুমরাহ।

ঘুরে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে নেই দলের এক নম্বর বোলিং অস্ত্র। টসের সময় শুভমান গিল প্রথম একাদশ ঘোষণার পর সবাই অবাক বুমরাহকে না দেখে। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচেই কিনা নেই বিশ্বের এক নম্বর পেসার!

রবি শাস্ত্রীর ঠিক এই প্রশ্নটা তুলে গত সাতদিন ম্যাচ ছিল না। ক্রিকেটাররা বিশ্রামেই ছিলেন। তারপরও বিশ্বের সেরা পেসারকে বিশ্রাম! বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।'

শাস্ত্রীর মতে, বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তও। সহ ধারাভাষ্যকার মাইকেল আথারটন জানান, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর বোধগম্য নয়। জবাবে শাস্ত্রীর সংযোজন,

কুলদীপ না থাকায় ক্ষুব্ধ সানি

আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।

রবি শাস্ত্রী

এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে!

সুনীল গাভাসকার

গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিলকে একহাত নিলেন। রেহাই দেননি বিশ্রাম নেওয়া বুমরাহকেও। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, প্রথম দুই টেস্টের মাঝে সাতদিনের ব্যবধানে। তারপরও বুধবার শুরু বার্মিংহাম টেস্টে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া অযৌক্তিক!

চলতি সিরিজের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য শাস্ত্রীর সাফ কথা, 'বিশ্বসেরা পেসারকে এভাবে বসিয়ে রাখা মানতে পারছি না। সবথেকে বড় কথা 'আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।'

টসের সময় শুভমান গিল জানান, দ্বিতীয় টেস্ট অবশ্যই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরের লর্ডস টেস্টের পিচ অনেক বেশি পেস সহায়ক, প্রাণবন্ত থাকবে। তরতাজা বুমরাহকে যে ম্যাচে দরকার। সেই ভাবনা থেকেই এই পদক্ষেপ।

শাস্ত্রী যদি এহেন যুক্তি মানতে নারাজ। পালটা দাবি, ভারত ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ এটা। সিরিজে টিকে থাকতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। অথচ, প্রধান বোলিং অস্ত্রকেই বিশ্রাম। যে পদক্ষেপের কোনও যুক্তি খাটে না। কোনও যদি, কিন্তু, অজুহাত নয়, বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।

তোপ থেকে রেহাই পায়নি বুমরাহও। শাস্ত্রীর দাবি, ফিট থাকলে কে খেলবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলা উচিত হেডকোচ-অধিনায়কের। কোনও ক্রিকেটারের হাতে তাঁর খেলার বিষয়টি থাকা উচিত নয়। সুনীল গাভাসকারের গলাতেও 'দলের আগে ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার' দেওয়ার অভিযোগের সুর।

পাশাপাশি ভারতীয় একাদশে কুলদীপ যাদবের না থাকা মেনে নিতে পারছে না। আঙুল তুললেন গৌতম গম্ভীরদের দিকে। গাভাসকারের মতে, দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ থাকলে বোলিং ব্রিগেড অনেক শক্তিশালী হত। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ভারত।

গাভাসকার বলেছেন, 'এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে! আমাকে অবাক করেছে ভারতীয় থিংকট্যাংকের যে পদক্ষেপ।' গাভাসকারের দাবি, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতিশ কুমার রেড্ডিকে নেওয়া কার্যত নেতিবাচক পদক্ষেপ।

গম্ভীরদের তুলোধোনা করে সানি বলেছেন, 'রান করার দায়িত্ব টপ অর্ডারের। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং সফলও। ৮৩০-এর বেশি রান করেছে দুই ইনিংস মিলিয়ে। তারপরও ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোকে অগ্রাধিকার! আর টপ অর্ডার যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ওয়াশিংটন, নীতিশদের দিয়েও কিছু হবে না। ওরা ১-০ এগিয়ে। জেতার জন্য ঝাঁপাতে হবে ভারতকেই। সেক্ষেত্রে ২০ উইকেট নিতে পারে, এমন বোলিং কম্বিনেশনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল।'

সাফ খেলোয়াড়রা বিদেশি বলে গণ্য হবেন না

পদত্যাগ মানোলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : অবশেষে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার পথেই হেঁটে জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ।

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির এদিনের সভাই ছিল মূলত জাতীয় দলের হেড কোচকে নিয়ে। তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র হওয়ার পরই সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হংকং ম্যাচের পর যে তিনি আর থাকবেন না, এই কথা প্রকাশ্যেই জানান মে মাসে শিবির শুরু হওয়ার পর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই জুন মাস থেকেই নতুন করে দুই বছরের চুক্তি ছিল এআইএফএফের। তাই হংকং ম্যাচে হারের পরও চুক্তিসংক্রান্ত জটিলতা থেকেই মানোলোর সরে যাওয়ার বিষয়টি সহজ ছিল না। তাছাড়া ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে নিশ্চিত করতে চাইছিলেন যে আগের কোচ ইগর স্টিমাকের এই স্প্যানিশ কোচ যেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর এআইএফএফ বা কর্তাদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ্যে না আনেন। একইসঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকার ফলে মানোলো যাতে কোনও আর্থিক দাবিদাওয়া না রাখতে পারেন, সেই বিষয়েও নজর ছিল ফেডারেশন কর্তাদের। এই স্প্যানিশ কোচ অবশ্য নিজেই আগ্রহী ছিলেন দায়িত্ব ছাড়তে। তাই তিনি রাজি হয়ে যান এআইএফএফ কর্তাদের শর্তে। এদিনের সভায় শুধুমাত্র মানোলোর পদত্যাগের কথা জানানো হয় মাত্র।

ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা

এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।

এম সত্যনারায়ণ
সহকারী মহাসচিব, এআইএফএফ

পরে ফেডারেশনের সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, 'এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।' মজার কথা হল, ইগর স্টিমাককে সরিয়ে মানোলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাতারাতি। সেই সময় নিয়মমাফিক কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। অন্দরের খবর, এবারও নাম কা ওয়াস্তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও কোচ নেওয়ার বিষয়ে শেষ কথা বলবেন সেই কল্যাণই।

এদিকে, এই সভাতেই সভাপতি ও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলায় বাইচুংকে কেন শোকজ করা হবে না, তা নিয়ে সরব হন সদস্যরা। আলোচনা হলেও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এদিন হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। এদিন কোচের বিষয় ছাড়া এমআরএ নিয়ে আলোচনা হলেও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ফেডারেশন। তবে অবনমন এবারও চালু না করার যে দাবি এফএসডিএল করেছে তা মেনে নেওয়া হচ্ছে। সাফ দেশগুলির থেকে কোনও ফুটবলার ক্লাব নিলে তাঁকে বিদেশি ফুটবলার বলে গণ্য করা হবে না। তবে এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকছে কি না তা পরিষ্কার নয়।

অর্শদীপ-কুলদীপকে না দেখে অবাক সৌরভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে দোলাচল ছিলই। শেষপর্যন্ত এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে নেই বুমরাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে করা হয়েছিল অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। বাড়বে ভারতীয় দলের বোলিং বৈচিত্র্য ও শক্তিও। বাস্তবে সেটাও হয়নি।

এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশ দীপ। আর দ্বিতীয় স্পিনার

বিস্মিত ব্রডও

হিসেবে দলে ঢুকেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তে বিস্মিত ক্রিকেট সমাজ। সেই দলে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রথমদিনের খেলার চা পানের বিরতির সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে অবাক সৌরভ বলে ফেলেছেন, 'এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুইদিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর। আমার মনে হয় অর্শদীপকে প্রয়োজন ছিল ভারতের।' অর্শদীপের মতো রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে না দেখে অবাক সৌরভ। বলেছেন, 'দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কারণেই এজবাস্টনের পিচে কুলদীপের মতো আক্রমণাত্মক স্পিনারের প্রয়োজন ছিল। জানি না কেন অর্শদীপ-কুলদীপদের কথা ভাবা হল না।' সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সৌরভের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারও। অর্শদীপের দুইদিকে সুইং করানোর স্কিল ভারতের জন্য 'এক্স' ফ্যাক্টর

এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুই দিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

হতে পারত বলে মনে করছেন সানি।

ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বুমরাহকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে দেখতে না পেয়ে অবাক ব্রডও। বিলেতের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে ব্রড আজ বলেছেন, 'হেডিংলে টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এক সপ্তাহ সময় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, একজন পেসারের জন্য এক সপ্তাহ বিশ্রাম যথেষ্ট। বুমরাহর সিদ্ধান্তে আমি অবাক। পাঁচ টেস্টের সিরিজে এভাবে বাছাই করে তিনটি টেস্ট খেলার ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিরল।'

আহমেদাবাদে অলিম্পিকের আবেদন

লুসানে, ২ জুলাই : একদিন আগেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছিল ভবিষ্যতে অলিম্পিকের শহর নির্বাচন পদ্ধতি কিছুদিন স্থগিত করা হল। মঙ্গলবার সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে শহরে উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রতিনিধি দল সরকারিভাবে আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের আবেদন জানাল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক, গুজরাট সরকারের মন্ত্রী সহ ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা।

২০৩২ সালের অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব আগেই পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন। নতুন আইওসি প্রধান ক্রিটসি কোভেন্ট্রি দায়িত্ব পেয়ে জানিয়েছিলেন অলিম্পিকের জন্য নতুন শহর বাছাইয়ের কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকবে। কারণ সদস্য দেশগুলির আরও কিছুদিন সময় প্রয়োজন।

প্রতিনিধি দলের তরফে পিটি ঊষা বলেছেন, 'ভারতে অলিম্পিক গেমস শুধুমাত্র একটা অসাধারণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানই হবে না এর প্রভাবও হবে সুদুরপ্রসারী।' ভারতের সঙ্গে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও চিলিও।

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের দলে সুযোগ পাননি তিনি। চোট সারিয়ে পুরো ফিট হওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আপাতত রিহ্যাব চলছে মহম্মদ সামির। সম্প্রতি নেটে বোলিংও শুরু করেছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের সামনে হাসিন জাহান। বুধবার।

এমন অবস্থায় সামি কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন। গার্হস্থ্য হিংসা মামলায় স্ত্রী হাসিন জাহান ও কন্যার জন্য মাসে চার লক্ষ টাকা খরচ জোগাতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীর জন্য মাসে দেড় লক্ষ টাকা ও কন্যার জন্য মাসে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের এমন নির্দেশের পর নিশ্চিতভাবেই বেকায়দায় সামি। গার্হস্থ্য হিংসা মামলার শুনানি যতদিন চলবে, ততদিনই স্ত্রী-কন্যার জন্য এই অর্থ দিয়ে যেতে হবে সামিকে। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় পেসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ২০১৪ সালে হাসিনের সঙ্গে সামির বিয়ে হয়েছিল। ২০১৮ সালে যাদবপুর থানায় সামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন হাসিন। তারপর থেকেই বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।

ভারত-পাক মহারণ হয়তো ৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : অনিশ্চয়তা কাটেনি। শেষ পর্যন্ত হবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। সরকারি ঘোষণাও হয়নি। কিন্তু আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে এশিয়া কাপ নিয়ে নয়া আশার কথা শোনানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হতে চলেছে এশিয়া কাপ। সম্ভবত ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ২১ সেপ্টেম্বর হবে ফাইনাল। টি২০ ফরম্যাটের এই প্রতিযোগিতা নিয়ে যাবতীয় জটিলতা কেটে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে এশিয়া কাপ শেষ পর্যন্ত হলে সেখানে ভারত বনাম পাকিস্তানের অন্তত দুইটি ম্যাচ থাকছেই। দুই প্রতিবেশী প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে পারলে ম্যাচের সংখ্যা তিন হয়ে যাবে।

এশিয়া কাপ

পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। তারপর থেকে ধরেই নেওয়া হয়েছে, দুই প্রতিবেশীকে বাইশ গজের লড়াইয়ে আর দেখা যাবে না। যদিও সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির সামান্য বদল হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় যুদ্ধ দেখার পরিস্থিতি ফের তৈরি হচ্ছে। গতকাল দুবাইয়ে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ঠিকই। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে দুবাইয়েই হতে চলেছে এশিয়া কাপ। আর সেখানে ফের পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদব, বাবর আজমদের।

আত্মজীবনীতে দাবি ধাওয়ানের

ঈশানের দুশোতেই ইতি তাঁর কেরিয়ার!

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : নির্বাচকরা নয়, তাঁর বর্ণময় ওডিআই কেরিয়ার শেষ করেছে ঈশান কিষান! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং শিখর ধাওয়ানের। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের মতে, ঈশান যেদিন ভারতের হয়ে ওডিআই ফর্ম্যাটে দ্বিশতরান করেন, সেদিনই বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর দিন শেষ।

শিখর বরাবরই ঘোর বাস্তববাদী। অন্যের দিকে আঙুল তোলার বদলে নিজেকে আয়নায় দেখতে পছন্দ করেন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে তাই পালটা ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায়নি। শিখরের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান' বইয়ের ছত্রে ছত্রে সেই মানসিকতার প্রতিফলন।

বীরেন্দ্র শেহবাগ-গৌতম গম্ভীর জমানা শেষে নতুন ওপেনার খোঁজা হচ্ছিল। রোহিত শর্মার সঙ্গে যে শূন্যতা পূরণ করেন শিখর। বিগমঞ্চের প্লেয়ার। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর শিখরের ব্যাট চওড়া। ২০২২ সালের যে সফল ওডিআই কেরিয়ারে ইতি পড়ে।

সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে যে সময়টাকে তুলে ধরেছেন। শিখর লিখেছেন, 'ওই বছর বেশ কয়েকটা ৫০-৬০-৭০ করেছিলাম। তবে সেঞ্চুরি আসছিল না। যেদিন ঈশান কিষান ২০০ করল, তখনই ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল--তোমার দিন শেষ। সেটাই শেষপর্যন্ত ঘটেছিল।'

বাদ পড়ার পর বন্ধুবান্ধব, পরিজনকে পাশে পেয়েছেন। তবে ভারতীয় দলের সতীর্থদের থেকে যে বার্তা পাবেন আশা করেছিলেন, তা পাননি। তবে ক্ষোভ নয়, এক্ষেত্রে শিখরের যুক্তি, প্রত্যেকের ব্যস্ত সূচি। ক্রিকেট, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন। এটাই স্বাভাবিক। তবে রাহুল দ্রাবিড় মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। কথাও হয় দুজনের মধ্যে। ব্যাস এটুকুই।

শিখরের জীবন দর্শন-ক্রিকেট থেকে যা পেয়েছেন, তাতেই তিনি খুশি। মনে করেন, এটাই তার প্রাপ্য ছিল। ছোট থেকে ভারতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। কল্পনা করতেন, দেশের হয়ে প্রচুর রান করছেন। শেষপর্যন্ত যে স্বপ্ন সফল হয়েছিল। আর কী পাওয়ার থাকতে পারে।

ওডিআইয়ে যতটা সফল, টেস্টে ততটা নয়। তবে ৩৩ টেস্টের কেরিয়ারে চল্লিশের কাছাকাছি ব্যাটিং গড়কে খারাপ বলতে নারাজ শিখর। বলেছেন, 'ওপেনার হিসেবে আমার গড় ৪০। খারাপ নয়। মানছি দুইবার ইংল্যান্ড সফরে গেলেও সাফল্য পাইনি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। এটাই জীবন। সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক যায় না।'

মা ও বাবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শিখর ধাওয়ান। বুধবার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অনুশীলনের পথে স্টিভেন স্মিথ। বুধবার।

স্লিপে ফিল্ডিং করবেন না স্মিথ

সেন্ট জর্জেস, ২ জুলাই : অজ্ঞাতপরিচয় এক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। গায়ানার একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এক কিশোরী সহ মোট ১১ জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ক্রিকেটারের শিকার। যদিও সরকারি খাতায় এই নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ ড্যারেন স্যামি বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে সকলেই অবগত। আমার দলের প্লেয়ারদের খুব ভালোভাবে চিনি। ওদের সঙ্গে কথাও বলেছি। বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'সবটাই এখন অভিযোগ। তদন্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনার কোনও অন্তর্তদন্ত শুরু করেছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি স্যামি।

বিচারব্যবস্থায় আস্থা স্যামির

এদিকে, বার্বাডোজ টেস্টে আম্পায়ারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলায় জরিমানা গুনতে হয়েছে ড্যারেনকে। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ জানিয়েছেন, আম্পায়ারের প্রতি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। আর ম্যাচ অফিশিয়ালরা তাঁদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় টেস্টে চোট সারিয়ে এই ম্যাচে দলে ফিরেছেন স্টিভেন স্মিথ। খেলবেনও। তবে আঙুলের চোট পুরোপুরি না সারায় স্লিপে ফিল্ডিং করতে দেখা যাবে না তাঁকে। যদিও জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে গত দুইদিন নেটে অনুশীলন করেছেন স্মিথ। তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে।

একসময়ে আই লিগে খেলা দলগুলির প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : আইএসএলের দলের পরিবর্ত হিসাবে একাধিক নতুন এবং পুরোনো ক্লাবকে এবার দেখা যাবে ডুরান্ড কাপে খেলতে।

আর দিনকয়েকের মধ্যেই এবারের ডুরান্ড কাপের সূচি প্রকাশিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যা খবর তাতে আয়োজক সেনাবাহিনীর তরফে সম্ভবত যোগাযোগ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। তাঁর হাত দিয়েই সূচি প্রকাশিত হতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের। রাষ্ট্রপতি ভবনে ওই অনুষ্ঠানের পরই সরকারিভাবে ঢাকে কাঠি পড়বে ডুরান্ডের। এবছরের টুর্নামেন্টে আইএসএলের দলগুলির মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়া ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব এফসি, জামশেদপুর এফসি এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। আই লিগের নামধারী এফসি, রিয়াল কাশ্মীর ও এবারই উঠে আসা ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে রেখে সূচি সাজানো হয়েছে। এছাড়া শিলং লাজং এফসি, মেঘালয়েরই আর এক দল রাংদাজিয়েদ এফসি-কেও দেখা যাবে এই টুর্নামেন্টে। এই রাংদাজিয়েদ এর আগে একটা সময়ে আই লিগে খেলত। নেরোকা এফসি, ট্রাউ এফসি-র পাশাপাশি আসামের বোড়োল্যান্ড এফসি-কেও বহুদিন বাদে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে খেলতে দেখবেন ফুটবল ভক্তরা। অসম থেকে এছাড়াও থাকছে মর্নিং স্টার ফুটবল ক্লাব। বেঙ্গালুরুর দল সাউথ ইউনাইটেড এফসি ও ওয়ান লাদাখও এবারই প্রথম খেলবে। সামরিক বাহিনীর তরফে খেলবে এয়ারফোর্স ফুটবল দল, ইন্ডিয়ান নেভি ফুটবল দল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ফুটবল দল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফুটবল দল ও ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল দল। বিদেশি দুই দল হিসাবে ডুরান্ডে খেলবে নেপালের ত্রিভুবন আর্মি ও মালয়েশিয়ান আর্মি ফুটবল দল।

আগে বিভিন্ন সময়ে ডুরান্ড বা আইএফএ শিল্ডের মতো টুর্নামেন্টে এইসব অচেনা ক্লাবগুলি বহু সময়ে নামী দলগুলির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে চমক দিয়েছে। এবারও তেমন কিছু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এবারের ডুরান্ডে নতুনের সঙ্গে বহু পুরোনো ক্লাব

বাংলাদেশকে ভাঙার পর উল্লাস ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার।

৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে হারল বাংলাদেশ

কলম্বো, ২ জুলাই : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৪৫ রানের। একদিনের ক্রিকেটে আহামরি কোনও রান নয়। কিন্তু সেই রান তাড়ায় নেমেই ব্যাটিং ভরাডুবিতে ৭৭ রানে হারল বাংলাদেশ।

রান তাড়ার শুরুটা যদিও খারাপ হয়নি বাংলাদেশের। ১৬.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা পৌঁছে গিয়েছিল ১০০ রানে। তারপরই আসে বিপর্যয়। ব্যক্তিগত ২৩ স্কোরে রান আউট হয়ে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এরপর ৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১০৫/৮। সেই ধাক্কায় তারা অল আউট হয় ১৬৭ রানে। ৪ উইকেট পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (১০/৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন কামিন্দু মেন্ডিস (১৯/৩)। প্রথম ইনিংসে শতরান করে শ্রীলঙ্কাকে টানেন অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কা (১০৬)।

বিমা ক্রীড়া সাংবাদিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে অভিনব উদ্যোগ নিল আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব। আজ বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেখানকার ক্রীড়া ও চিত্র সাংবাদিকদের হাতে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বিমার নথি তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ত্রিপুরার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজের জোড়া গোল

বীরপাড়া, ২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের ‘বি’ গ্রুপের খেলায় বুধবার বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব ৩-০ গোলে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দলসিংপাড়া মাঠে জুবিলির রাজ একা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি সাহিল এক্কার। সোমবার জুবিলির মাঠে জুবিলি ক্লাব এবং দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। শুক্রবার নিজেদের মাঠে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি খেলবে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

জিতল বান্ধব

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার বান্ধব সংঘ ৩-০ গোলে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন প্রথম রানা। অন্যটি শিশির রাইয়ের।

বুমরাহহীন ভারতকে ভরসা যশস্বী-গিলের

ভারত-২৭০/৫ (৭৬ ওভার পর্যন্ত)

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনা ছিল।

তবে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে গৌতম গম্ভীররা এত বড় ঝুঁকি নেবেন, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকেই। ভুল ভাঙে টসের সময় শুভমান গিলের ঘোষিত একাদশে জসপ্রীত বুমরাহর নাম না দেখে!

প্রথম এগারোয় তিনটি পরিবর্তন। ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে বিশ্রামের বুমরাহ! প্রথম টেস্টের পর সাতদিনের ব্যবধান। তারপরও বিশ্রাম? প্রশ্ন তুলে দিনভর তোপ বর্ষণ প্রাক্তনদের। নেই বি সাই সুদর্শন, শার্দূল ঠাকুরও। পরিবর্তে নীতীশকুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, আকাশ দীপ।

টসে জিতে বেন স্টোকস ফিল্ডিং নেন। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতিতে যে সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক। তবে প্রথম টেস্টে একই পথে হেঁটে বাজিমাতের পর বেন স্টোকসকে কাঠগড়ায় তোলা মুশকিল। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের অর্ধশতরানের পরও প্রথমদিনে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর।

লোকেশ রাহুল (২) শুরুতে ফেরার পর জমে যাওয়া করুণ নায়ার (৩১), ঋষভ পন্থরা (২৫) বড় রান হাতছাড়া করেন। প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ নীতীশও (১)। তবে শুভমানের লড়াই জারি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৭৬ ওভারে ভারত ২৭০/৫। শুভমানের (৮৬) সঙ্গে ক্রিজে জাদেজা (৩০)।

বার্মিংহাম ভারতের জন্য ‘অভিশপ্ত’ হলেও এখানকার সবুজের সমারোহ নজরকাড়া। মাঠভর্তি দর্শক, বার্মি আর্মির পাশে ভারত আর্মির উপস্থিতি- এককথায় দুরন্ত ক্রিকেট আবহ। যে মুডটাকে তুলির টানে ক্যানভাসে ফোটাতে দেখা গেল এক আঁকিয়ে সমর্থককে।

বাইশ গজে শিল্পীর ভূমিকায় যশস্বী। ব্যাট হাতে নিখুঁত তুলির টান। যেমনটি দেখা গিয়েছিল হেডিংলেতে। প্রথম ঘণ্টায় কিছুটা গুটিয়ে থাকলেন। একবার লেগবিফোর হতে হতে বেঁচে যান ‘আম্পায়ার্স কল’-এর সৌজন্যে। বাকি সময়ে ‘জাজবল’-এর দাপট। ঢাকা পড়ে যায় লোকেশ-ধাক্কা। ক্রিস ওকসের বল লোকেশের ব্যাটের কানায় লেগে বল সোজা উইকেটে।

এখান থেকে প্রত্যাশা জাগানো নায়ার-যশস্বীর পার্টনারশিপ। ঝুঁকিহীন গ্রাউন্ড শটে ভরসা রাখলেন। সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে তিন নম্বরে নামা নায়ারের কপিবুক কভার ড্রাইভ, নিখুঁত ফুটওয়ার্কের প্রদর্শনী প্রশংসা আদায় করে নেয় স্বয়ং সুনীল গাভাসকারের।

যশস্বী সেখানে চেনা মেজাজে অফের দিকে বল পেলেই বাউন্ডারির রাস্তা খুঁজে নিচ্ছিলেন। এরমধ্যে রয়েছে স্টোকসকে মারা ব্যাডমিন্টনের ম্যানুয়াল থেকে তুলে আনা স্ম্যাশ শট! ঝুঁকি এড়িয়ে রান তোলার নয়া স্ট্র্যাটেজি। সুফলও তুলছিলেন।

১৪.৫ ওভারে জুটিতে ৮০ রান যোগও করেন দুজনে। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমদিনের প্রথম সেশনেই প্রত্যাশার ফানুস বাড়িয়ে দেওয়া। যদিও খেলার গতির বিপরীতেই লাঞ্চের ঠিক আগে উইকেট হারানোর বদভ্যাস। ব্রাইডন কার্সের বাড়তি বাউন্স সামলাতে পারেননি নায়ার। ইতি পড়ে যায় ৫১ বলে ৩১ রানের প্রতিশ্রুতি জাগানো ইনিংসে।

লাঞ্চে ৯৮/২। ক্রিজে শুভমান-যশস্বী। রানের গতিতে কিছুটা ব্রেক লাগলেও দুই তরুণের যুগলবন্দি দলকে টানছিল। জুটিতে ৬৬ রান যোগ করে পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে নেন। যখন মনে হচ্ছিল প্রথম বিলেত সফরে টানা দ্বিতীয় টেস্টে শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট যশস্বী।

স্টোকসের ‘গোল্ডেন আর্ম’-এর শিকার। যশস্বীর পছন্দের অফস্টাম্প লাইনে বল রেখেই উইকেট লাভ। বাইরের বল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে গিয়ে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে বসেন। শতরান থেকে তখন ১৩ রান দূরে।

জমে যাওয়ার পর এভাবে আউট মানতে পারছিলেন না যশস্বী। স্টোকসের উচ্ছ্বাস, আম্পায়ারের আঙুল ওঠার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফেরার আগে অবশ্য ১০১ বলের ১৩টি বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো ইনিংসে নিজের দায়িত্বটা পালন করলেন। বোঝালেন, প্রথম টেস্টে চার-চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে ডোবানোর গল্প আপাতত অতীত। নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে শুরু করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

চা পানের বিরতিতে ১৮২/৩। মাঝের সেশনে যশস্বীর উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান যোগ। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, রানের গতি কমলেও ভারতের জন্য ভালো সেশন। এখান থেকে বাকিদের উচিত, ইনিংসকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। গিলের সঙ্গে যে কাজে হাত লাগান ঋষভ।

২০২২ সালের সফরে এজবাস্টনেই জেমস অ্যান্ডারসন-স্টুয়ার্ট ব্রডদের বিরুদ্ধে ১১১ বলে ১৪৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন ঋষভ। সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক স্পিনার শোয়েব বশিরকে ছক্কা হাঁকিয়ে। যদিও ছক্কার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে বশিরের শিকার ঋষভ (২৫)। উলটোদিকে শুভমানের প্রতিক্রিয়াতে ধরা পড়ছিল হতাশা।

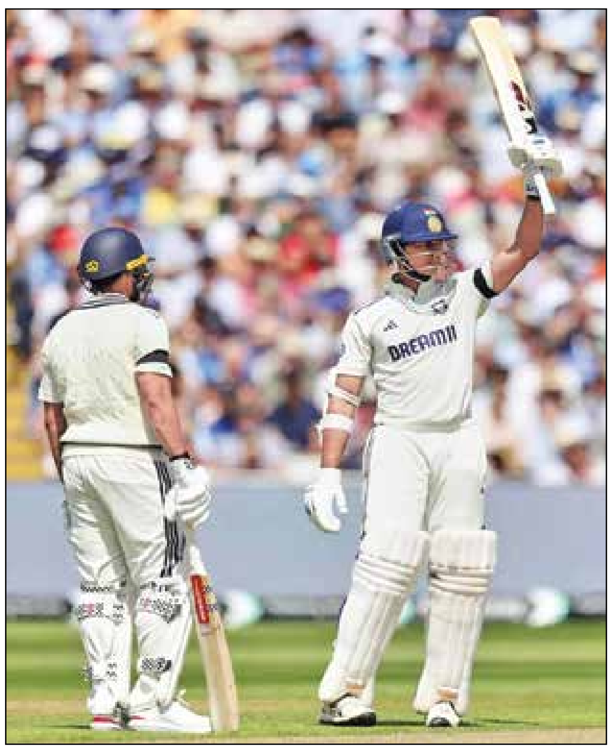

অর্ধশতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল। বার্মিংহামে।

অর্ধশতরানের পথে দর্শনীয় শট শুভমান গিলের। বুধবার।

ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ছয় নম্বরে ঋষভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ১৩৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৮। হেডিংলে টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান করে ইতিমধ্যেই নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ। তাঁর জোড়া শতরানের পরও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে হারতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। সেই হারের যন্ত্রণা ভুলতে ইতিমধ্যেই এজবাস্টন টেস্টে অভিযান শুরু করে দিয়েছে শুভমান গিলের ভারত। আর তার মধ্যেই সামনে এসেছে ঋষভকে নিয়ে নয়া তথ্য। টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন ঋষভ। অতীতে ২০২২ সালে ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে একবার পাঁচ নম্বরে উঠেছিলেন ঋষভ। সেটাই আপাতত তাঁর সেরা কেরিয়ার র‍্যাংকিং। মনে করা হচ্ছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে আরও উন্নতি করতে পারেন ঋষভ।

গার্সিয়ার গোলে কোয়ার্টারে রিয়াল

ফ্লোরিডা, ২ জুলাই : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ। গঞ্জালো গার্সিয়ার একমাত্র গোলে জুভেন্তাসকে হারাল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

অসুস্থতার জেরে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের একটিতেও খেলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি খেললেও সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি। এদিকে, এমবাপের অনুপস্থিতিতে রিয়াল আক্রমণে ভরসা জুগিয়েছেন অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা গার্সিয়া।

শেষ আটে প্রতিপক্ষ ডর্টমুন্ড

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই নিজেদের খানিক গুটিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যেও জুভেন্তাসের র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রিয়াল মাদ্রিদের ফ্রেডেরিকো ভালভের্দের শট বাঁচিয়ে দেন জুভেন্তাস গোলরক্ষক মিচেল ডি গ্রেগোরিও। গোটা ম্যাচজুড়ে অন্ততপক্ষে রিয়ালের ১০টি আক্রমণ তিনি একাই রুখে দেন। এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোতেই গোল তুলে নেয় স্প্যানিশ জায়েন্টরা। জুভেন্তাস গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের বাড়ানো বল হেডারে জালে পাঠান ফাঁকায় থাকা গার্সিয়া।

দলের জয়ে খুশি মাদ্রিদের নতুন কোচ জাভি অলন্সো। প্রি-কোয়ার্টারে জয়ের পর তিনি বলেন, ‘ম্যাচটা জেতার জন্য আমাদের ধৈর্য রাখতে হয়েছে। আরও একটা গোল করতে পারলে স্বস্তি পেতাম। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে খুশি।’ গার্সিয়ার প্রশংসা করে জাভি বলেছেন, ‘প্রতিনিয়ত ও নিজেকে উন্নত করছে। আমি আশাবাদী, কোয়ার্টার ফাইনালে গঞ্জালো আরও ভালো খেলবে।’ গার্সিয়ার খেলা দেখে রিয়াল সমর্থকরা তাঁর নাম দিয়েছেন ‘নতুন রাউল’। এই নিয়ে তরুণ স্ট্রাইকার বলেছেন, ‘এটা বড় প্রাপ্তি। কোচ হিসাবে রাউলকে আমি দুই বছর পেয়েছি, ওঁর থেকে শিখেছি অনেক।’

মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টারের অন্য ম্যাচে মন্তেরিকে ২-১ গোলে হারাল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মানির ক্লাবটির হয়ে দুটি গোলই করেন সেরহোউ গুইরেসি। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল-ডর্টমুন্ড মুখোমুখি হলেও মাঠে বেলিংহাম ভাইদের সাক্ষাৎ হচ্ছে না এই ম্যাচে। মাদ্রিদের জুড়ে বেলিংহামের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে কার্ড সমস্যায় বরুসিয়ার জোবে বেলিংহামের কোয়ার্টারে খেলা হবে না।

জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ের নায়ক গঞ্জালো গার্সিয়া।

দ্বিতীয় ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : কিছুটা থমথমে পরিবেশ।

প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তারওপর উমের মুত্তারের চোট যেন আরও চাপে ফেলে দিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

আজ অভিষেক হতে পারে করণের

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছন্দে ফিরতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, ‘দ্বিতীয় ম্যাচটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেই নিয়ে কাজও হয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘প্রতিপক্ষ কালীঘাট দল সম্পর্কে সেইভাবে কিছু ধারণা নেই। তবে ছেলেরা তৈরি রয়েছে। কলকাতা লিগে আমাদের মূল লক্ষ্য, দলের ডেভেলপমেন্ট করা।’ রাজারহাটে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন করে নৈহাটিতে ঘাসের মাঠে খেলতে কিছু সমস্যা হবে না বলে মনে করেন কোচ ডেগি।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাগানের প্রতিপক্ষ কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন খুব একটা ছন্দে নেই। লিগে দুটি ম্যাচ খেলে একটি জয় ও একটি ড্র করেছে। এহেন দলের বিরুদ্ধে ছন্দে দলে একাধিক পরিবর্তন করতে চলেছেন বাগান কোচ কার্ডোজো। চোট পাওয়া উমেরের পরিবর্তে আদিত্য মণ্ডলকে খেলানো হবে। গোলে দীপ্রভাত ঘোষই খেলবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আদিত্যর সঙ্গী বিলাল সিভি। মাঝমাঠে সন্দীপ-মিগমা জুটিতেই আস্থা রাখতে পারেন ডেগি। তবে উইংয়ে সালাউদ্দিনের সঙ্গে গোগোচার শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন পাসাং দোরজি তামাং। আপফ্রন্টে পানগামবাম ও তুষার বিশ্বকর্মাকে বসাতে চলেছে মোহনবাগান। পরিবর্তে শিলিগুড়ির করণ রাইয়ের সঙ্গে আদিল আবদুল্লা খেলতে পারেন। করণের মোহনবাগান জার্সিতে এটাই প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে।

এদিকে ইরশাদ নামের কেরলের এক ১৯ বছরের ফুটবলারকে ট্রায়ালে ডেকেছে মোহনবাগান। দুবাইয়ের গালফ ইউনাইটেডের যুব দলের হয়ে খেলেছেন এই কেরালাইট ফুটবলার।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স**

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** নৈহাটি

ভবানীপুরের ৫ গোল, ড্র ডায়মন্ডের

কলকাতা, ২ জুলাই : ৫ গোল ভবানীপুর এফসি-র।

ড্র দিয়ে এবার কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল সাহিদ রমনের ভবানীপুর। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে খিদিরপুর এসিকে ৫-০ গোলে হারাল তারা। হ্যাটট্রিক করেন বিদ্যাসাগর সিং। বাকি দুটি গোল দীপ সাহা ও সানাথই মিতেইয়ের।

অন্যদিকে লিগের প্রথম ম্যাচে আটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শ্রীভূমি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল দীপাঙ্কুর শর্মার ডায়মন্ড। এরিয়ানকে ৪-০ গোলে হারাল আসোস রেনবো। ম্যাচে জোড়া গোল অমরনাথ বাস্কের। ইউনাইটেড কলকাতার কাছে ১-০ গোলে হার ইউনাইটেড স্পোর্টসের। সাদার্ন সমিতি ১-০ গোলে হারল উয়াড়ি এসি-র কাছে।

জকো-সাবালেঙ্কার জয়, বিদায় গফের

লন্ডন, ২ জুলাই : উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন মহিলাদের শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তিনি মারিয়ে বউজকোভাকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

তবে সাবালেঙ্কা জিতলেও বিদায় নিয়েছেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ। তিনি ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াসত্রেমাস্কার কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে পরাজিত হন। ম্যাচের পর ইয়াসত্রেমাস্কা বলেছেন, ‘খুব কঠিন ম্যাচ ছিল। তবে ম্যাচটা আমি উপভোগ করেছি। এই কোর্টে আগেও বেশ কিছু ভালো ম্যাচ খেলেছি। এমনিতেই ঘাসের কোর্টে খেলতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করি।’ ম্যাচ হেরে গফ বলেন, ‘ইয়াসত্রেমাস্কা দুর্দান্ত খেলেছে। আমি আগেই জানতাম, খুব কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে।’ গফ কয়েকদিন আগেই ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ফরাসি ওপেন জেতার পর উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন।

এদিকে, প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়েই শুরু করেছেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি আলেকজান্ডার মুলারকে ৬-১, ৬-৭ (৭/৯), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। তবে ম্যাচ চলাকালীন পেটের সমস্যায় পড়েন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা মাঝপথে বন্ধ করে চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ খান তিনি। পরে জকোভিচ বলেছেন, ‘দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে পেটের সমস্যা শুরু হয়। তবে ডাক্তারের দেওয়া অলৌকিক ওষুধ খেয়ে সেই সমস্যা থেকে রেহাই পাই। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা খেলতে আর কোনও সমস্যা হয়নি।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘পেটের সমস্যা হলেও একবারও ম্যাচ ছাড়ার কথা ভাবিনি। জানতাম একটা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারব।’ অন্যদিকে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন পুরুষদের তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। তিনি আর্থার রিন্ডার্কনেচের কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-৭ (৮/১০), ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৪ গেমে পরাজিত হয়েছেন। বিদায় নেওয়ার কারণ হিসেবে জেরেভ নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি নিজেকে খুব একা মনে করছি। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে এটাই হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।’

দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। লন্ডনে।

ডায়মন্ডে আঙ্গুসানা

কলকাতা, ২ জুলাই : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে আঙ্গুসানাকে সই করাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। পাশাপাশি এক স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে তারা। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী তথা জামশেদপুর এফসি-র স্ট্রাইকার জাভিয়ের সিভেরিওকে প্রস্তাব দিয়েছে এফসি গোয়া। এছাড়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার চেমা নুনেজকে সই করাল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

ইস্টবেঙ্গলের তহবিল

কলকাতা, ২ জুলাই : ক্লাব সভাপতির উদ্যোগে নতুন তহবিল তৈরি করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তন ফুটবলার, মাঠকর্মী থেকে ক্রীড়া সাংবাদিক, খেলোধুলার সঙ্গে যে কোনওভাবে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের চিকিৎসার খাতে সাহায্য করতেই এই উদ্যোগ লাল-হলুদের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে মোট দুটি তহবিল তৈরি হচ্ছে। একজন ব্যক্তি এর থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাবেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রণজিৎ দে - কে 19.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37C 59698 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। একটি ছোট বিনিয়োগ আমাকে এবং আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরুর পথ দেখিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সেমিতে হার বেরুবাড়ির

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের প্রি-সুব্রত কাপ রাজ্য ক্লাস্টার পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফুটবলের ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাই স্কুল। বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারায় আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ফাতেমার মোহিত ওঁরাও এবং তরাইয়ের সম্রাট মণ্ডল গোল করে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাইস্কুল ৩-০ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুলকে। কুমুদিনীর জোড়া গোল করে সামথিং ভুটিয়া। তাদের অন্য গোলটি সংগ্রাম সুরবার। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার টাউন ক্লাব মাঠে।

সাজিদের জোড়া গোল

তুফানগঞ্জ, ২ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বুধবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাজিদ ইসলাম। তাদের বাকি গোলস্কোরার অজয় খারিয়া ও রফিকুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও বাঁশরাজা জুনিয়র একাদশ।

নেতাজির ড্র

বালুরঘাট, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ও ভোরের আলো ফুটবল দলের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে নেতাজির প্রমিত সোরেন ও সঞ্জয় বাস্কে গোল করেন। ভোরের আলোর জোড়া স্বপন মুর্মুর।

উত্তরের খেলা

জিতল জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার জেএফএ ১-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি। জেএফএ-র দুরন্ত রায় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন তিনি।

ক্রিকেট শিবির শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চারদিনের ক্রিকেট কোচিং শিবির বুধবার শুরু হল। কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অর্ণব নন্দী। অ্যাকাডেমির ক্রিকেটার শিবিরে অংশ নিয়েছেন।

জোড়া গোল প্রীতমের

জামালদহ, ২ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার বড় গোপালপুর নবীন সংঘ ২-১ গোলে অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া জোড়া গোল করেন। অশোকবাড়ির গোলটি দেব বর্মনের। বৃহস্পতিবার খেলবে সাকাতিরহাট ক্রীড়া সংস্থা ও মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার ফুটবল দল।

ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর জন মার্ডি। বুধবার।

ফুটবল লিগ শুরু

রায়গঞ্জ, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবল বুধবার শুরু হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ ‘এ’-তে ফ্রেন্ডস অফ দিশা ২-০ গোলে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বুধিলাল মুর্মু ও ম্যাচের সেরা জন মার্ডি গোল করেন। বৃহস্পতিবার গ্রুপ ‘বি’-তে মুখোমুখি হবে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ও রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘ।

রানিংয়ের ড্র

মালদা, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার ডঃ বিআর আম্বেদকর ক্লাব ও হাটিন্ডা রানিং সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আম্বেদকরের সুধি সোরেন ও রানিংয়ের সুদীপ মুর্মু গোল করেন। ম্যাচের সেরা সুধি।